অশেষ মঙ্গলান্বিতা প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশীলা
শ্রীল, শ্রীযুক্তা কুচবিহারের মহারাণী
সি, আই, ই মহোদয়া [illegible] মহারাণীর
নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

১৮/১ [illegible] লেন,
কলিকাতা
১৯০৬ — ১ জানুয়ারী

গ্রন্থকর্ত্রী

মর্ম্মগাথা।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

প্রণীত।

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৩।

মূল্য ৫৹ আনা মাত্র

১৪

তার চে'য়ে আর(ও) উচ্চ
যা আছে তা দিতে চাই,
ভকতির চে'য়ে আর
কি আছে বলনা ভাই ?

শিশু-মুখ।

১

কি দিয়া গ'ড়েছে বিধি ওই মুখ খানি ?
ঊষার অমিয় হাসি, তা দিয়া বিরলে বসি,
বিধি কি গড়েছে উহা ? আমিত না জানি ?

২

না না তার চেয়ে এযে অতি শোভাময়,
এ মুখ অতুল ভাই, ইহার তুলনা নাই,
এর কাছে ঊষা হাসি তুচ্ছ অতিশয়।

৩

জাগে জগতের লোক ঊষা পরশনে,
ইহার পরশে ভাই, (আত্মহারা হ'য়ে যাই)
কত সুখ কত প্রীতি জেগে উঠে মনে।

৪

নবোদিত সুলোহিত দিয়া রবি কর,
বিধি কি বিরলে বসি, গড়েছে ও মুখশশী,
না না সেত নহে এত সুষমা-আকর।

৫

রবির প্রখর তেজ এ বিশ্ব পোড়ায়,
ও মুখে কোমল ভাতি, ক্ষরিতেছে দিবা রাতি,
হেরিলে ও মুখশশী পরাণ জুড়ায়।

৬

আনন্দসরসে ভাসি দেখিলে উহায়,
ও মুখেতে প্রেম প্রীতি, ভালবাসা ক্ষরে নিতি,
ও যেন গো স্রোতস্বিনী মরু-সাহারায়।

৭

জানিনা এমন করে কে উহারে গড়ে'ছে
আমিত বুঝিনে ছাই, ভেবে ভেবে ম'রে যাই,
ওই কচি মুখে কেবা অত প্রীতি ঢেলেছে ?

৮

হেরিলে ও মুখ খানি হই আত্মহারা,
কেন যে তা নাহি জানি, কিন্তু ওই মুখখানি,
আমারে করিয়া দেয় সুখে মাতোয়ারা !

৯

ও মুখ ভুলায় মোরে বিষাদের গান,
ওই মুখ খানি মোরে, স্নেহে যতন ক'রে,
তুলে এ ভগন কণ্ঠে সুমধুর তান।

১০

ও মুখ এ ভাঙা বুকে আশার বাঁধন,
ওই মুখ খানি হেরে, রয়েছি পরাণ ধ'রে,
জানি না ও মুখ কি যে অমূল রতন।

১১

ও মুখ সংসার-ডোরে বেঁধেছে আমায়,
মরিতে উহার তরে, পরাণ কেমন করে,
ওরে ফেলে কোথা' যেতে প্রাণ নাহি চায়।

১২

ওরে ফেলে সপ্তস্বর্গ নাহি চাহে মন,
ওরে ফেলে মোক্ষ ছাই, আমি ত নাহিক চাই,
ওই স্বর্গ ওই মোক্ষ পুণ্য নিকেতন ;

১৩

ওই ক্ষুদ্র মুখে এত মমতা বাঁধন,
[illegible]নী করিয়া এল, আমি ত বুঝিনে ভাল,
কেন ওই মুখে মোর জীবন মরণ ?

১৪

জানি না ও মুখে টান কেন যে এমন,—
এই শুধু জানি ভাই, আর যত সব ছাই,
ওই মুখ ত্রিজগতে অমূল রতন।
তাই ত ও মুখে মোর এতই বাঁধন।

মা।

১

দেবতা কোথায় আর
মাই ত দেবতা হন,
দেব ভাবে পরিপূর্ণ
মায়ের জীবন মন।

২

পাপী দুরাচার ব'লে,
সমাজ চরণে দলে
যারে, সমাদরে সেও
স্থান লভে মার কোলে।

৩

সুপুত্র কুপুত্র দুই,
মায়ের সমান হয়;
মায়ের হৃদয়ে পক্ষ-
পাত ভাব নাহি রয়।

৪

পক্ষপাত শূন্য শুধু
দেবতার হিয়া হয়,
মা কেন সে ভাবশূন্য
মা যদি দেবতা নয় ?

৫

মায়ের মমতা স্নেহ
বড় মধুরতাময়,
নিস্বার্থ সে ভালবাসা
স্বার্থ তাহে নাহি রয়।

৬

এ জগতে স্বার্থ বর্জ্জি,
কে কোথায় করে বাস,
এ জগতে অহরহ
সবাই স্বার্থের দাস।

৭

পাপস্বার্থশূন্য শুধু
দেবতার হিয়া হয়,
মা কেন গো স্বার্থশূন্য
মা যদি দেবতা নয় ?

৮

পাপী দুরাচারী জন
দহে সদা অনুতাপে,
এ সংসারে তৃপ্তি সুধা
নাহি লভে কোনরূপে !

৯

অমৃত মাখা 'মা' নামে
সেও কিন্তু তৃপ্তি পায়,
'মা' নামে না লভে তৃপ্তি
হেন আছে কে কোথায় ?

১০

রোগের বিষম ক্লেশে
দহে যবে প্রাণ মন,
মা ব'লে তখন ডেকে
প্রাণে পাই শান্তি ধন ।

১১

দেব বিনা ক্লিষ্ট নরে
কেবা দেয় শান্তি ধন,
মায়ের ক্ষমতা আছে
করিবারে বিতরণ ।

১২

দেব ভাবে পরিপূর্ণ
মায়ের জীবন মন,
মা বিনা দেবতা কোথা—
মাই ত দেবতা হন।

খেলাঘর।

১

সংসার কাহার নাম সেকি কোন দেশ?
তার তরে নর যত, খেটে মরে অবিরত,
তার তরে কেন সয় যাতনা অশেষ?

২

কি আছে সেখানে ভাই বল দেখি তোরা?
কেন তারে এত টান, তাঁরি পরে ঢালা প্রাণ,
আছে কি সে দেশ ভাই সুখমোক্ষে ভরা?

৩

সংসার সেটা কি ভাই নন্দন কানন?
সেখানে কি দেব গীতি, হয় ভাই নিতি নিতি,
বিশ্বপ্রীতিভরা তথা সবাকার মন?

৪

সেথানে কি দেব-জ্যোতি ভরা সর্ব্বক্ষণ ?
সেথানে কি সুরবালা, পরিয়া মন্দারমালা,
বিমল সঙ্গীত গায় মোহিয়া জীবন ?

৫

তথা কি বসন্ত বায় চিরদিন বয়,
তথা কি অমার নিশি, না আঁধারে দশ দিশি,
শারদ পূর্ণিমা তথা চিরদিন রয় ?

৬

কাঙ্গাল গরীব ভাই নাহি কি তথায় ?
চেয়ে একমুঠা ভাত, জোড় করি দুটী হাত,
পড়ে নাকি দীন তথা ধনীদের পায় ?

৭

জরা মৃত্যু ব্যাধি ভয় সে দেশে কি নাই ?
সেথানে কি হিংসা দ্বেষ, দহে না হৃদয়দেশ,
তথা কি অশান্তি নাই, শান্তি সর্ব্বদাই ?

৮

পাপ তাপ সেথানে কি দহে না হৃদয় ?
স্বার্থের অনল তথা, না দেয় মরমে ব্যথা,
পক্ষপাত ভাব তথা একটু না রয় ?

৯

মাতৃভক্তি ভরা তথা সন্তানের প্রাণ ?
সেখানে কি দেব দ্বিজে, সমাদরে সবে পূজে,
সেখানে কি ভালবেসে সবে পায় দান ?

১০

সেখানে কি শুধু ভাই প্রকৃত প্রণয় ?
ঘৃণিত ঘৃণিত বিশ্ব, কপট প্রেমের দৃশ্য,
সেখানে কি হয় নাক তার অভিনয় ?

১১

"আমি বড় তুমি ছোট" একথা তথায়
বল দেখি শুনি ভাই, কাহার(ও) কি মুখে নাই,
সেখানে কি এ উহারে দলে নাক পায় ?

১২

অথবা জিজ্ঞাসা কেন চিনি ত সংসার !
আমি ভাই জানি দড়, সংসার ভীষণ বড়,
সদাচার নাহি তথা সব কদাচার।

১৩

সেখানে সবার মুখে পরনিন্দা গান,
ঈশ্বরে ভকতি ভাই, এক রত্তি তথা নাই,
নাহিক ধরম তথা শুধু ধর্ম্মভাণ।

১৪

সেখানে কপটে ভরা মানবের মন,
তথা লোক সমুদয়, অন্তরে নাস্তিক হয়,
সমাজের কাছে শুধু "হরিবোল" কন।

১৫

বিষম ভণ্ডামী ভরা সে দেশে সবাই ;—
তথা শুধু ঢলাঢলি, ভাই ভাই দলাদলি,
দীন হীনে সেথানেতে দয়া মায়া নাই।

১৬

এমনি সংসার অহো কদাচারময়,
হায় তবু একি জ্বালা, তারি' পরে প্রাণ ঢালা
মানবের, ধিক্ ধিক্ মানব হৃদয়।

১৭

"অসার সংসার" তাকি পড়ে নাক মনে,
কোথা ছিলে কোথা হ'তে, আসিয়াছ এ জগতে,
আবার চলিয়া ভাই যাবে কোন খানে,—

১৮

একবার তাহা বুঝি হয় না স্মরণ ?
নয়ন মুদিবে য'বে, সব ছার খার হ'বে,
ছিঁড়ে যাবে সংসারের মমতা বাঁধন,—

১৯

"এ আমার ও আমার" ক'বে না তখন,
আকাঙ্ক্ষা রবে না মনে, চাবে না সংসার পানে,
হাসি মুখে চ'লে যাবে অমর ভুবন।

২০

সংসার ত খেলাঘর কি তাহে সংশয়?
খেলা সাঙ্গ হ'লে পরে, শিশুদল যাবে ঘরে,
প'ড়ে রয় তাহাদের সাধের আলয়,

২১

তেমনি মানব ভাই! আসিয়া এ ভবে,
বাঁধিয়াছে খেলাঘর, কি সন্দেহ অতঃপর,
খেলা সাঙ্গ হ'লে পর চলে যা'বে সবে,

২২

প'ড়ে র'বে তাহাদের এই খেলাঘর,
অনিত্য সংসারে নিতি, কেন এত স্নেহপ্রীতি,
তারে পেলে মোক্ষপদ নাহি চাহে নর,
কেনরে মমতা এত তাহার উপর।

আয়েষা।

১

নারীকুলে কোহিনূর
তুমি স্বরগের ফুল,
ধরায় একটী নাই
আয়েষা, তোমার তুল!

২

ও কোমল হিয়া খানি
স্বরগের ছবি যেন,
ধরায় দেখিনি মোরা
কভু পবিত্রতা হেন!

৩

প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, ভক্তি,
ধৈর্য্য, দয়া, সহিষ্ণুতা,—
একাধারে ও হৃদয়ে—
চিরদিন রয় গাঁথা।

৪

সেই তেজপূর্ণ বাণী
"শুন, শুন ওস্মান!

---

*শ্রদ্ধেয় ৺বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী দৃষ্টে লিখিত।

(এই) বন্দী মোর প্রাণেশ্বর,
ওরেই দিয়েছি প্রাণ।"

৫

সে কথা স্মরিলে পর
পুলকে পরাণ ভরে,
এমন পবিত্র প্রেম
দেখি নাই ধরা' পরে।

৬

এমন পবিত্র প্রেম
কাহার হৃদয়ে রয়?
পরার্থে আপনা হারা
তব সম কেবা হয়?

৭

এ জগতে সবাইত
প্রণয়ে পাগল পারা,
কিন্তু তব সম প্রেমে
হায় কেবা আত্মহারা?

৮

জগতের পদপ্রান্তে
ঢালিয়া দিয়াছ প্রাণ,
অনন্ত প্রণয় তব
নাহি তার পরিমাণ!

৯

তোমার প্রণয় দেবি !
কি গভীর কি মহান্ ?
বুঝিতে পারেনি তাহা
অপ্রেমিক ওসমান্ ?

১০

তাই ওসমান্ হায়
নিতান্ত মূর্খের মত,
জগতে বাসিতে ভাল
নিষেধ করিত কত।

১১

নাহি কাণ্ডজ্ঞান তা'র
সে কি মহা মূর্খ হায় !
ভালবাসি কখন(ও) কি
ফিরাইয়া লওয়া যায় ?

১২

সিন্ধুগামী নদী, তা'র
গতি কে রোধিতে পারে ?
বাধা পেলে আরও সে
ধায় মহা বেগভরে।

১৩

তিলোত্তমা দিয়াছিল
জগতে প্রেমের দ্বার,
কিন্তু স্বার্থবিজড়িত
ভালবাসাটুকু তার।

১৪

তবু সেই ভালবাসা
জগতে করিল ভোর,
জগত ভাবিত নাহি—
তাহার প্রেমের ওর।

১৫

তিলোত্তমা ছবি আঁকা
তাহার হৃদয়োপর.
বুঝেনি সে তব প্রেম
কি মহান্ কি সুন্দর !

১৬

তবু তাহে তব হিয়া
হয় নাই বিচলিত,
জগতের ছবি ভরা
তবুও তোমার চিত্ত।

১৭

জগতের নাম লেখা
শিরায় শিরায় তব,
তোমার প্রেমের চিত্র
উজলি রয়েছে ভব।

১৮

প্রাণ ভরি' ভালবাসি'
না পাইলে প্রতিদান,
আর কি বাসিতে ভাল—
তা'রে, কভু চাহে প্রাণ ?

১৯

তোমার প্রণয়ে দেবি !
আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই,
একটানা স্রোতসম
বহে তাই সর্ব্বদাই।

২০

হাসিয়া পরের করে
সঁপিতে হৃদয় ধনে,
কে কোথা পে'রেছে হায়
আয়েষা সুন্দরী বিনে ?

২১

হৃদয়ের সুখ সাধে
জলাঞ্জলি দিয়া হায়,
শত অনাদর সহে
বল আর কে কোথায় ?

২২

তোমার তুলনা নাই
এ বিশাল ধরাতলে,
তোমার গৌরবে আজ
গরবিনী নারীদলে।

২৩

নারীকুলে ঘৃণা করে
অবোধ পুরুষ দলে,
বলে তারা "নারী-হিয়া
কেবল পূর্ণিত ছলে"।

২৪

"সহিষ্ণুতা, স্নেহ, প্রেম
তাদের হৃদয়ে নাই,—
অবলা চঞ্চলা নারী"
বলে তারা সর্ব্বদাই।

২৫

কাজ কি তর্কেতে মোর
কাজ কি কথায় আর ?
যে বলে এ কথা, আজ
দেখুক সে একবার,—

২৬

নারীকুলশিরোমণি
আয়েষা হৃদয় চেয়ে,
দেখিবে সে হিয়া খানি
ভরা বল ধৈর্য্য দিয়ে ।

২৭

দেখিবে সে হিয়া খানি
পবিত্র প্রেমের ছবি,
উজল উজল যেন
উষার লোহিত রবি ।

২৮

স্বার্থশূন্য স্নেহ প্রেম
কে বলে নাহি ধরায় ?
যে বলে এ কথা, আজ
দেখুক সে আয়েষায় ।

২৯

অমর বাঞ্ছিত মরি !
পবিত্র মন্দার প্রায়,
কেমনে আইলে তুমি
পাপপূর্ণ এ ধরায় ?

৩০

প্রেমের পবিত্র চিত্র
দেখাইতে নরদলে,
বিধাতা তোমায় বুঝি
পাঠাইলা ধরাতলে ?

৩১

তোমার প্রেমের চিত্র
চিরদিন রবে ভবে,
পূজিব তোমারে নিতি
দেবী ভাবি মোরা সবে।

উত্তরা।*

১

কে তুমি সরলা বালা!
অবতীর্ণা ধরাতলে?
ও ক্ষুদ্র হৃদয় ভরা
করুণাজাহ্নবীজলে।

২

স্বরগের ভালবাসা
ত্রিদিবের সরলতা—
দেখাতে আনন্দময়ি!
কে তোরে আনিল হেথা?

৩

ফুলের কোমল ছটা
পূর্ণিমার শশধর,
ও হৃদয়-সমতুল
হ'তে নারে অগ্রসর।

---

*মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের কুরুক্ষেত্র দৃষ্টে লিখিত।

৪

উদারতা, গম্ভীরতা
সরলতা আদি সব,
ঐকাধারে ও হৃদয়ে
আহা কিবা অভিনব !

৫

তব সে পুতুল খেলা
নিতান্ত বালিকা প্রায়,
কিবা কোমলতা আহা
হৃদয় মোহিয়া যায়।

৬

"বীরের কি ওগো বাবা !
হৃদয় পাষাণময়,
মানুষ মানুষে বাবা !
হয়ে এত নিরদয়—

৭

"কেমনে প্রহারে তাহা
কিছুই বুঝিতে নারি।"
বলিতে বলিতে ঝরে
দর দর অশ্রুবারি।

৮

ও হৃদয়ে নিতি বয়
কি উচ্ছ্বাস করুণার
সে দৃশ্য নেহারি আহা
না মোহে হৃদয় কার।

৯

অভিমন্যু সনে সেই
কাড়াকাড়ি লয়ে ছবি
এ অপূর্ব্ব দৃশ্য আহা
কেমনে আঁকিল কবি ?

১০

চাহিল বিদায় যবে
পতি তব যুদ্ধ তরে,
কতই করিলে মানা
পড়ি' তাঁর পাদোপরে,

১১

কতই কাতর হিয়া
ভাবি ভাবী অমঙ্গল,
কতই পড়িল অশ্রু
ভাসিয়া হৃদয়তল।

১২

করিয়াছে দরশন
এ দৃশ্য যে একবার,
সে বুঝিবে পতিপ্রেম
কত উচ্চ মা তোমার !

১৩

ধরণী পবিত্র দেবি !
তব পদ পরশনে,
অমর হইল কবি
মা তোমার গুণগানে।

১৪

বাঙ্গালা সাহিত্য আজ
ধন্য পেয়ে তোমা ধন,
রমণী বলিয়া তুমি
ধন্য আজ নারীগণ।

১৫

প্রেম, স্নেহ, পবিত্রতা,
দয়া, মায়া, সরলতা,
সকলি ত ও হৃদয়ে
দেখেছি বিরাটসুতা !

১৬

কিন্তু অহো আজ তোরে
করি একি দরশন !
হৃদয় ফাটিয়া যায়
একি দৃশ্য বিভীষণ !

১৭

আজ তোরে হেরি' যে গো
বিদরে পরাণ মোর,
কোথায় ললনে ! আজ
পুতুলের বিয়ে তোর ?

১৮

স্নেহের পুতুল তোর
অই গড়াগড়ি যায়,
কেন আজ সমাদরে
নিস্‌নি কোলেতে তায় ?

১৯

কোথা তোর সেই বেশ
জুড়ান হৃদয় মন ?
কেনগো যোগিনীবেশ
আজ তোর মা এমন ?

২০

যে চারু কুন্তলগুলি
চুমিত গো পদতল,
আজ তাহা ভস্মমাখা
করিতেছে দলমল।

২১

কোথায় সে চারু বাস
এ গৈরিক বাস কেন ?
কে নিঠুর সাজাইল
মুক্ত সন্ন্যাসিনী হেন ?

২২

না হ'তে পুতুল খেলা
জীবনের খেলা ভোর,
ফুরাল চকিতে মরি
সুখের যামিনী ভোর।

২৩

পরমেশ কারে তুমি
কিরূপে সাজাও হায় !
উত্তরা বিধবা অহো
হৃদয় ফাটিয়া যায়।

জীবনগতি।

১

এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী নয়,
এ সংসার পারাবারে,
কে তাহা ভাবিতে পারে ?
কে ভাবে জলের দাগ মানব নিচয় ?

২

এ জীবন কোথা হ'তে, এসেছে ধরায়,
হায় রে কদিন তরে,
এসেছে সে ধরা'পরে,
কে জানে ইহার আদি, অন্ত বা কোথায় ?

৩

কোথা হ'তে আসিয়াছি, যা'ব বা কোথায়,—
কিছুই জানি না ছাই,
ভাবিয়া তা নাহি পাই,
তবুও নিভৃতে প্রাণ করে হায় হায় !

৪

কে জানে সংসার নদে, এসেছি কেমনে ?
স্রোতে পড়ি' যাই ভাসি,
জলে যথা তৃণরাশি,
অজানা আতঙ্ক এক, উদিছে জীবনে !

৫

কে জানে এ গতি শেষ, কোথা হবে হায়,
কে জানে কোথায় প্রাণ,
পাবে গিয়া শান্তি দান,
অনন্ত পিয়াস মোর, মিটিবে কোথায় ?

ক্ষুদ্র ঢেউ।

১

সন্ধ্যাকালে ভাগীরথী
শোভা দরশন তরে,
রহিয়াছি একাকিনী
বসি' তার তটোপরে।

২

দেখিলাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
ঢেউ গুলি পরকাশি,
ক্ষণমাত্র স্থায়ী হ'য়ে
যাইছে অনন্তে মিশি',

৩

পুন কত ক্ষুদ্র ঢেউ
মাথা তুলি কিছু পরে,
ছুটিছে বেলার দিকে
যেন পদ চুমিবারে।

৪

কিন্তু হায় আশা তা'র,
হৃদয়েই লয় পায়,
না চুমিতে বেলাপদ
সলিলে মিশিয়া যায়।

৫

তা' দেখি গগনে চাঁদ
হাসিয়া আকুল হয়,
তাহা হেরি সর সর
করি সমীরণ কয়,—

৬

"নদীর বুকের ধন
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ রাশি,
তাদের বিনাশ হেরি
কেন শশী এত হাসি ?"

৭

তা' শুনি কহিল চাঁদ
মেঘের আড়ালে থাকি,
"কেন হাসি সমীরণ—
তাহা তুমি জানিবে কি ?

৮

"ক্ষুদ্র ঢেউগুলি আ'সে
করি বেগ ভয়ঙ্কর,
আসিছে সমরে যেন,
কত বীর ধনুর্দ্ধর !—

৯

কূলস্পর্শ করিবার
নাহিক ক্ষমতা তায়,
নীরে আস্ফালন করি
নীরেই মিশিয়া যায়।

১০

শুন বায়ু, তাহাদের
দেখি বৃথা আস্ফালন,
হাসিয়া আকুল আমি
বুঝিলে কি এতক্ষণ ?"

১১

শুনিয়া চাঁদের কথা
পুনঃ করি "সর্ সর্"
সমীরণ কহিতেছে
"শুন শুন সুধাকর !

১২

"বৃথা আস্ফালন ঢেউ
করিছে, ভেবনা মনে ;
এরূপ করিয়া তারা
শিক্ষা দেয় নরগণে ।

১৩

"ছুটিতেছে ক্ষুদ্র ঢেউ
মানবেরে লক্ষ্য করি,
জানাইছে 'মোরা যথা
ক্ষণস্থায়ী নীরোপরি,

১৪

"অজা যুদ্ধ প্রায় যথা
বহু আড়ম্বরে রত,
না যাইতে দুই পদ
কিন্তু হায় হই হত ।

১৫

'তোমরাও ক্ষণস্থায়ী
তেমনি জীবননীরে
তোমারও সেই মত
রত বৃথা আড়ম্বরে ।

১৬

"কিন্তু নিজ পরিণাম
ভাবনাক একবার ;
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মোরা
অধিক কি কব আর।

১৭

"কদিন ধরায় র'বে—
কদিন বা এ জীবন ?
ত্যজি মোহ অহঙ্কার
বিভু পদে ঢাল মন।'

১৮

"জগতের অনিত্যতা
শিক্ষা দিতে নরগণে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি
ছুটিছে আপন মনে,

১৯

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ বটে
কিন্তু উচ্চ লক্ষ্য তার,
বৃথা আস্ফালন করে
ভেব না তা একবার।"

চাতকের প্রতি।

১

কেন পাখী উচ্চৈঃস্বরে ভেদিয়া গগন রে,
বলিয়া "ফটিক জল", ডাকিতেছ অবিরল,
শুনিবে কি জলধর তোমার রোদন রে?

২

বিষম রৌদ্রের তাপে তাপিত হইয়া রে
তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে, বেড়াইছ জল চেয়ে,
ঘনদল পাশে অহো করুণে কাঁদিয়া রে,—

৩

আহা পাখী তোর ওই করুণ ক্রন্দন রে
শুনিয়া কি ঘনগণ, করিবে রে বরিষণ,
প্রাণ ভ'রে জল খেয়ে মিটাবি বেদন রে।

৪

শুনে পাখী তোর ওই করুণ ক্রন্দন রে,
বল রে কাহার প্রাণ, না হইবে শত খান,
পাষাণ ত নহে পাখী জলদের মন রে।

৫

অবশ্য সদয় তোরে হবে জলধর রে,
বরষিয়া জলরাশি, দারুণ পিপাসা নাশি,
করিবে জলদ তোর প্রফুল্ল অন্তর রে।

৬

না না তার নিশ্চয়তা কিবা আছে বল রে ?
জলদ যে দয়াময়, কি তাহে প্রত্যয় রয়,
নিশ্চয় কি জলধর দিবে তোরে জল রে ?

৭

কাহার কেমন মন কেমনে জানিব রে,
কা'র মন দয়ামাখা,— কাহার পাষাণ রেখা,
ক্ষুদ্র নারী জাতি আমি কেমনে চিনিব রে।

৮

বাহ্যিক আকারে কভু মন বুঝা যায় রে ?
রূপবতী সৌদামিনী, শোভার অতুল খনি,
বিষম কালাগ্নি কিন্তু থাকে যে তাহায় রে ?

৯

তাই বলি ঘনমন কেমনে জানিব রে,
দিবে কি না জল তোরে, জানিব কেমন ক'রে,
তাহার মরম কথা কেমনে বুঝিব রে।

১০

ঘনবারি হেতু তুই কাতর যেমন রে,
আমি সে জলদতরে, তেমনি, জানাই তোরে,
সে জলদ বিনা সুখী নহে মোর মন রে।

১১

তুই সুখী হস্ জলধরজল পানে রে

আমি সে দর্শনবারি, পানে সুখ জ্ঞান করি,

সে মুখ না দেখি সদা জ্বলিছে পরাণ রে।

১২

কেমনে জানিব পাখী কার যে কি মন রে,

সতত করুণ স্বরে, ডাকি মোর জলধরে,

তবু সে দর্শনবারি করে না বর্ষণ রে।

১৩

নিঠুর কঠিন হিয়া মোর সে জলদ রে,

সে কভু ভাবে না মোরে, তবু কেন ভাবি তারে,

ক্ষণ তরে নাহি ভুলি হায় কি আপদ রে।

অনন্ত মরণ।

মরণের নামে এত কেন ভীত মন ?

মরিয়া ত রহিয়াছি পুনঃ কি মরণ ?

পড়ি দুরাশার ছলে, মরিতেছি প্রতিপলে,

তার চেয়ে সে মরণ আর(ও) কি ভীষণ ?

আশাভরা এ হৃদয় আশাই জীবন,

আশাহীন হই যবে, সেই ত মরণ।

এ মরণে প্রতি পলে, মরিছে মানবদলে,

এ মরণ মানবের অনন্ত মরণ।

এর চেয়ে শতগুণে ভাল সে মরণ,

সমূলে যাতনা রাশি করে সে হরণ।

এ মৃত্যু পাষাণ হিয়া, দগধিয়া দগধিয়া,

প্রতিপলে নরগণে করিছে দহন

এর চেয়ে সুন্দর ত সে মহা মরণ।

এ মরণ মানবের অনন্ত মরণ।

একা।

১

আমি ত গো একা এই বিশাল ধরায়,—

একাকী এসেছি ভবে,

একাই যাইতে হ'বে,

কে যাইবে সাথে ভালবাসিয়া আমায়?

তবে কেন একা ব'লে,

সতত পরাণ জ্বলে,

জগতে দোসর কেন মন তবে চায়?

২

এ ধরায় কেবা কার আপনার হয় ?
জগতে সবাই পর,
শুধু পরে ভরা ঘর,
সংসার কি ? সেকি "পান্থশালা" বই নয় !
তবে মিছা তার তরে,
প্রাণ কেন হেন করে,
তার তরে ক্ষোভে ভরা কেন এ হৃদয় ?

৩

কেন গো সংসারমাখা আমার অন্তর ?
"এ আমার ও আমার,
আমারি এ ঘর দ্বার,
এ আমার আপনার ও আমার পর,
এ কথা মরম তলে,
কেন গো সতত চলে,
এ বিশাল ভবে আমি কোন তুচ্ছ নর !

৪

কোন তুচ্ছ অণুকণা আমি এ ধরায়, –
"এ পর ও আপনার"
আমার কি অধিকার,
করিতে এ দলাদলি জগত মাঝার ?

তোমার জগত প্রভু,
তুমি জগতের বিভু,
তোমারি ত অণুকণা আমি কোন্ ছার ?

৫

তোমারি জগত দেব ! তোমারি সংসার,
সাধিতে তোমারি কার্য্য,
আসিয়াছি মর-রাজ্য,
শিরে লয়ে জগদীশ আদেশ তোমাঁর,
সে কথা ভুলিয়া হায়,
ম'জে আছি আপনায়,
ভাবিনাক আমি যে কি কি আছে আমার ?

৬

কেহ মোর নাহি বিভো ঐ পোড়া ধরায়,
শোক তাপে মোর প্রাণ,
হ'য়ে গেছে শত খান,
এ হৃদয়ে একবিন্দু নাহি শান্তি ছায় !
আপন বলিতে হায়,
কেহ নাহি এ ধরায়,
আমি যে গো একা এই বিশাল ধরায় !

৭

একা এ ধরায় হিয়া পুড়িতেছে হায় !
কাঁদিয়া ভিজালে বুক,
কেহ নাহি তুলে মুখ,
আমারে যে দেখে সেই পায়ে ঠেলে যায়।
যা'ক, তায় কেন কাঁদি,
তুমি ত দয়াল বিধি,
একটী মুহূর্ত্ত তরে ভুলনি আমায়।

৮

আমি ত এসেছি নাথ একা এ মরতে,
জানিছ ভুবনস্বামী,
তোমার(ই) প্রেরিত আমি,
সাধিতে তোমার(ই) কায এসেছি জগতে ;
তোমার(ই) আদেশ ধরি,
একাকী এসেছি হরি,
তবে কেন কাঁদি আজ একা এ মরতে ?

৯

নাই বা কেহই মোর রহিল ধরায়,
তুমিত করুণাময়,
অভাগার পর নয়,
তুমিত পালিছ মোরে তনয়ার প্রায়,

যাহার সবাই আছে,
সে জন তোমার কাছে,
যেমন মমতা স্নেহ অবিরত পায়, –

১০

আমিও তেমনি পাই তোমার যতন,
তবুও জানি না কেন,
পরাণ কাঁদিছে হেন,
জগতে দোসর বিভু তবু চাহে মন ?
তোমারে করুণাময়,
সবাই দয়াল কয়,
অভাগীরে করি আজ দয়া বিতরণ –

১১

ছিড়ে দাও কঠিন এ মোহের বন্ধন,
যে মোহে মজিয়া আমি,
তোমারে অন্তরযামী,
একেবারে ভুলে আছি জনম মতন ;
তোমার আদেশ প্রভু,
মনেও পড়ে না কভু,
একা ব'লে করিতেছি কেবল রোদন।

১২

ছিঁড়ে দাও আজ সেই মোহের বন্ধন,
কে আমায় বলে একা ?
তুমি যে প্রাণের সখা,
অপর দোসরে মম কিবা প্রয়োজন ?
এই কর দয়াময়,
যেন মোর এ হৃদয়,
তোমারি জগতহিতে থাকে অনুক্ষণ।

সখা।

১

যে আমারে ভালবাসে,
আমি যারে ভালবাসি ;
যে আমার সুখে হাসে
আমি যার সুখে হাসি।

২

আমার দুখেতে যার
কাঁদে সদা প্রাণ মন,
যা'র দুখে নিশি' আমি
করি অশ্রু বরিষণ,

৩

প্রাণের গোপন কথা
যে আমারে খু'লে বলে ;
আমিও আনন্দ পাই
যারে সব কথা ব'লে।

৪

বিপদে পড়িলে আমি
আমার উদ্ধার তরে,
করিয়া পরাণ পণ
যে বেশী যতন করে ;

৫

আমিও বিপদে যা'র,
বেদনা পাইয়া মনে,
উদ্ধারের তরে তা'র
করি যত্ন প্রাণপণে ;

৬

একাকী প্রবাসে যবে,
প্রাণ পুড়ে হয় ছাই,
সেইকালে আমি যা'র
মুখ দেখি সুখ পাই ;—

৭

সংসারের সার ধন
"সখা" যে তাহার নাম,
মানবের শান্তিগেহ
সখার হৃদয়ধাম।

কেন।

১

আমি ত শোকের ভার
লইয়া এ ধরাপরে
আসিয়াছি, তা ব'লে কি
কাঁদিব গো চিরতরে?

২

বিধাতার প্রেমরাজ্য
এ বিশাল ধরাতল,
কত হাসি কত খেলা
হয় হেথা অবিরল।

৩

আমি সে হাসিতে কেন
মিশাইব অশ্রুজল?

আমি সে খেলায় কেন
ঢেলে দিব হলাহল ?

৪

আমি ও জগত মাঝে
যে কদিন বেঁচে র'ব,
পরের হাসিটি নিয়ে
হাসিরাশি ঢে'লে যা'ব।

৫

জানি জানি অশ্রুজল
কেবল সম্বল মম,
পরের হাসিতে তবু
ঘুচাব প্রাণের তমঃ।

৬

এখানেতে কত কারা
হাসে খেলে অবিরল,
আমি সে হাসিতে কেন
মিশাইব অশ্রুজল ?

উৎকণ্ঠিতা।

১

যতনে কুসুম তুলি
সাজানু বাসরঘর,
কবরী ভরিয়া কত
ফুল দিনু মনোহর।

২

সাজিলাম মনোমত
যাহা শ্যাম ভালবাসে,
বড় আশা ছিল মনে
আসিবে সে মোর পাশে।

৩

বৃথা সে বাসনা মম
না পূরিল পোড়া আশ,
হিয়া আবরিল সই !
শুধু আজ দীর্ঘশ্বাস।

৪

এ বাসরঘর যেন
কারাগার মনে হয়,

এ চারু বসন যেন
ভারবোধ অতিশয় ।

৫

এ ফুলভূষণ যেন
সূচ সম বিঁধে গায়,
এ অলক্ত বুঝি আজ
কাল সাপ হ'য়ে থায় ॥

৬

সই লো কানাই বিনা
প্রাণ নাকি ধরা যায় ?
কি বলিলি ? অহো অহো,
শ্যাম গেছে মথুরায় !

৭

রাধা যে শ্যামের আধা
তাহারে তেয়াগি হায়,
আমার সে শ্যামধন
চ'লে গেছে মথুরায় ?

যাই।

১

কে তুমি অমর বালা!
ডাকিলে আমায় বল?
বলিলে যে "শান্তিধামে
লয়ে যা'ব দ্রুত চল।"

২

কাতর হয়েছি বড়,
এ জগতে শান্তি নাই,
শান্তিহারা প্রাণ মোর
আমি শুধু শান্তি চাই।

৩

এ দেশ এ বিশ্বভূমি
বড় ভয়ানক ভাই,
স্বার্থবিষ ভরা হেথা
তাই হেথা শান্তি নাই।

৪

এ দেশে কেবল ভাই
বাছাবাছি আত্মপর,

বিবাদে সতত রত
এখানে যতেক নর।

৫

পিতা মাতা দেব দ্বিজে
এ দেশে ভকতি নাই,
হেন দেশে নরগণ
শাঁন্তি কোথা পাবে ভাই!

৬

বালিকাবিবাহ আহা
একাদশী বালিকার,
ধর্ম্ম বলি গণ্য হেথা
এই সব অত্যাচার!

৭

এখানেতে নারীজাতি
ক্রীতদাসী সম ভাই,
জননী, রমণী, ব'লে
তাদের আদর নাই।

৮

শত শত অত্যাচারে
ভরা এই দেশ হায়,
যে দেশ এমন তথা
বহে কি শান্তির বায়?

৯

শান্তিধন বিনা আমি
কাতর হ'য়েছি অতি,
তব সনে শান্তিধামে
যাব গো দাঁড়াও সতি

১০

ফেলিয়া যেও না মোরে
দাঁড়াও গো যাই যাই,
হইয়াছি দিশাহারা
পথ খুঁজি' নাহি পাই।

১১

শুধু সমাজের তরে
প্রাণ শান্তিহারা নয়,
ছয় রিপু অহরহঃ
দহিতেছে এ হৃদয়।

১২

অজ্ঞান তিমিররাশি
রহিয়াছে পথ ঘেরি,
বিকট আঁধার তাই
পথ চ'খে নাহি হেরি।

১৩

দাঁড়াও গো যাই আমি
  জ্ঞানের আলোক জ্বালি,
পায়ে পড়ি মাথা খাও
  যেও না আমারে ফেলি।

১৪

এই যে জ্বালিনু আলো
  একি অহো একি দায়,
ভয়ানক ছুটা বাঘ
  পথমাঝে হায় হায়!

১৫

তব সনে যাব ব'লে
  হই যদি অগ্রসর,
এখনি খাইবে ধরি'
  হিয়া কাঁপে থর থর।

১৬

অই স'রে গে'ছে তারা
  দাঁড়াও গো যাই যাই,
একি পুনঃ একি দায়
  চরণ চলে না ছাই।

১৭

লোভ, মোহ, অহঙ্কারে
হায় কে বিনিয়া ডোর,
মায়াফাঁস দিয়া অহো
বাঁধিল চরণ মোর।

১৮

বলিলে যে "ল'য়ে যা'ব
আয় চিরশান্তি দেশে।"
এত বাধা কেন ঘটে
যাইতে তোমার পাশে?

১৯

সুপবিত্র শান্তিধাম
সেথানে জুড়ায় হিয়া,
কেন সে দেশের পথ
ঘেরা বিঘ্ন-কাঁটা দিয়া?

২০

কত শত বিঘ্ন আছে
সে দেশে যাইতে হায়!
তাই বুঝি সবে তথা
যাইতে নাহিক পায়!

২১

সংসার-অনলে মোর
হিয়া দগ্ধ মরুভূমি,
যাব গো তোমার সনে
দাঁড়াও দাঁড়াও তুমি।

২২

মায়াফাঁসে আছি বদ্ধ
চলিতে পারি না তাই,
খুলে দাও মায়াফাঁস
তব সনে চ'লে যাই।

আয়।

১

কেন রে আকুল হ'য়ে
সতত কাঁদিস্ প্রাণ!
ধরণী সুখের; এত
নহে কাঁদিবার স্থান।

২

ধরণী স্বর্গের দ্বার,
জান না কি মূঢ় মন!

বিহনে ধরণী দেবী
দেখায় রে কোন জন—

৩

বিমল স্বর্গীয় জ্যোতি
বিমল পুণ্যের আলো,
কেন রে বিষাদে মন
সদা অশ্রুনীর ঢাল ?

৪

করে পুণ্য অরজন
মানব ধরায় এসে,
পুণ্য না অরজি কেবা
যেতে পারে দেব-দেশে।

৫

ধরণী পুণ্যের খনি
তাহা কি জান না মন ?
রোগী, শোকী, দীন, দুঃখী
এখানেতে অগণন—

৬

তাহাদের দয়াদান
নরের কর্ত্তব্য হায়,
কিন্তু কয় জন পারে
পালিতে তা এ ধরায়।

৭

সুখ দুঃখ মানবের
জীবন-উদ্দেশ্য নয়,
মানবজীবন শুধু
পালিতে কর্ত্তব্যচয়।

৮

কর্ত্তব্য পালিতে মন!
যে জন পারে ধরায়,
মানব হইয়া সেই
দেবত্ব রতন পায়।

৯

পতিতে উদ্ধার করে
দয়াদান দুঃখী দীনে,
পীড়িতে শুশ্রূষা আর
সান্ত্বনা শোকার্ত্ত জনে,—

১০

যে করে তাহার মত
এ ধরায় কে মহান্?
তা'র তরে নিজকরে
দয়াময় ভগবান—

১১

রাখেন পাতিয়া ভাই
আসন স্বরগ'পর,
তুলে লন স্বর্গে তারে
আপনি প্রসারি কর।

১২

তাই বলি আঁখিজল
ফেলিয়া কি হেতু হায়,
কলঙ্ক-কালিমা ঢালি'
দিতেছ ধরার গায় ?

১৩

পেলি না পতির প্রেম
পুত্রের পবিত্র মুখ,
তাই কি মরমে তোর
জড়ান অনন্ত দুখ।

১৪

রে মন সে হেতু কেন
ফেলিস্ নয়নাসার,
এ নশ্বর বিশ্বধামে
হায় মন কেবা কার ?

১৫

কেন রে কাতর এত
এ নশ্বর সুখতরে ?
তুমি কার কে তোমার
আছ তুমি কার ঘরে ?

১৬

এ নশ্বর সুখ মন
জীবন-উদ্দেশ্য নয়,
জীবন-উদ্দেশ্য ভাই
যে মহা কর্ত্তব্যচয়,

১৭

তাই রে পালিয়া চল
যাই আপনার ঘর,
জান না কি এ ধরায়
তুমি ত এসেছ পর !

১৮

পুণ্যের ব্যাপারী তুমি
পুণ্য অরজন তরে,
নাহি কি স্মরণ মন !
আসিয়াছ ধরা'পরে ।

১৯

বিশ্বজননীর ছেলে
মেয়ে, যে আমরা ভাই,
পালিতে কর্ত্তব্য চল
মায়ের নিকটে যাই।

২০

পরাণে বাঁধিয়া বল
ভুলি দুঃখজ্বালা হায়!
"বন্দে মাতরং" গাহিয়া
আয় কে আসিবি আয়।

২১

পালিতে মায়ের আজ্ঞা
জীবন-কর্ত্তব্য যত,
আয় কে পালিবি তোরা
এই শুভময় ব্রত।

২২

যে পারিবি এই ব্রত
করিবারে উদ্‌যাপন,
আপনি বিশ্বজননী
করি তারে আলিঙ্গন,—

২৩

লবেন কোলেতে, বলি
সুতসুতা আপনার,
অতঃপর বল ভাই
কিবা সুখ আছে আর।

২৪

কেন রে কাতর মন
দর দর অশ্রু বয়,
সুখ দুঃখ মানবের
জীবন-উদ্দেশ্য নয়।

২৫

"বন্দে মাতরং" গাহিয়া
আয় আয় আয় ভাই!
পালিয়া কর্ত্তব্য নিজ
মায়ের নিকটে যাই।

আবাহন।

১

কে গো তুমি মোরে আজ
ভালবাসা ঢালি দিলে,
কেমন দেবতা তুমি
জানি না কোথায় ছিলে।

২

আমারে আদর স্নেহ
জগতে করে না কেউ,
সতত এ পোড়া প্রাণে
ছুটিছে বিষাদঢেউ।

৩

কে তুমি গো মরু-হৃদে
ঢালিলে অমৃতধারা,
অভাগীর ভাঙ্গা হিয়া
করিয়া পাগল পারা?

৪

কে তুমি বাজালে হেন
আঁধারে মধুর বাঁশী,

কে তুমি ফুটালে আজ
বিশুষ্ক কুসুমরাশি ?

৫

কে তুমি জানি না হায়
হেন ভীম বরষায়,
ভেদিয়া জলদজাল
বহালে মলয় বায় ?

৬

যে হও সে হও তুমি
তাহা শুনি' কায নাই,
শুধু তোমা' সখা ভাবে
চাহে প্রাণ সর্ব্বদাই।

৭

বড়ই অসুখী আমি
এ বিশাল ধরাতলে,
পুড়িছে হৃদয় সখা
নিদারুণ দাবানলে।

৮

পেলে তোমা' সখা ভাবে
জুড়াবে পরাণ মন,
মন খুলে কত কথা
কব তবে দুইজন।

৯

গণিব জাহ্নবী-ঢেউ
দুজনে জাহ্নবীতীরে,
শ্যামা পাপিয়ার গান
দুজনে শুনিব ধীরে।

১০

ঢেলে দিব ও হৃদয়ে
প্রাণভাঙ্গা আঁখিজল,
আর গাব হরিনাম
মরমে পাইতে বল।

১১

হবে কি আমার সখা ?
এক করি দুটী প্রাণ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাব
প্রাণেশের গুণগান।

১২

যদি হে কাঁদিতে পারি
এক করি দুটী প্রাণ,
ছুটে আসিবেন তবে
প্রেমময় ভগবান।

১৩

আমারে ঘৃণায় সবে
চরণে দলিয়া যায়,
তুমি কেন এত স্নেহ
ঢালি' দিবে এ দীনায় ?

১৪

যদি এত স্নেহ মোরে
করিলে হে অরপণ
এস তবে সখাভাবে
করি আমি আবাহন।

বিদায়।

১

দয়াময়ী বসুধা মা,
তোর ওই রাঙ্গা পায়,
জনমের তরে আজ
অভাগী বিদায় চায়।

২

কেন গো করিস্ মানা
দিস্ না বিদায় কেন ?

অভাগীরে ল'য়ে তোর
কেন টানাটানি হেন ?

৩

তোর বুকে কত হাসি
কত সুখ অবিরল
উছলিছে, আমি শুধু
ঢালিয়া নয়নজল—

৪

দিতেছি বেদনারাশি
ঢালিয়া গো তোর গায়,
জানি না তবুও কেন
দিস্ না বিদায় হায় !

৫

আমি গেলে জগতের
কোন ক্ষতি নাহি হবে,
এখন(ও) যা আছে হেথা
তখন(ও) তাহাই র'বে।

৬

যেমন হাসিছে শশী
উজলি গগনতল
যেমন বহিছে বায়ু
ল'য়ে ফুলপরিমল—

৭

তখন(ও) তেমনি করি
আকাশে হাসিবে শশী,
তেমনি বহিবে বায়ু
ছড়াইয়া সুধারাশি।

৮

সকলি তেমনি র'বে
কিছুই যাব না নিয়ে,
(মোরে) যদি কিছু দিয়া থাক
তাও যা'ব ফিরে দিয়ে।

৯

জগতের কিছুতেই
নাহি মা আমার টান,
নীরবে এসেছি হেথা
নীরবেই যা'বে প্রাণ।

১০

কেবল লইয়া যা'ব
মন-পোড়া দাবানল,
বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস
প্রাণগলা আঁখিজল।

১১

আর যা'ব লয়ে ওমা
হৃদয়ের সেই স্মৃতি,
তা' ছাড়া কিছুতে আর
অভাগীর নাহি প্রীতি।

১২

কেন গো দিস্ না তবে
বিদায় এ অভাগীরে,
কেন গো রাখিতে মোরে
চাস্ শত বুক চিরে।

১৩

আর না, বিদায় দে গো
ল'য়ে ওই কটি ধন,
যাই বৈতরণী নীরে
দিতে আত্মবিসর্জ্জন।

১৪

এখানে ত কর্ম্মভোগ
এবার ভুগিনু ঢের
দেখি বৈতরণীতীরে
পরিণাম জীবনের।

———

প্রার্থনা।

১

এ দেহে হৃদয়মন
বিভো গো তোমারি দান
তোমারি ত দান মম—
দুর্লভ মানবপ্রাণ।

২

তোমার দয়ায় আমি
কিবা না পেয়েছি হায়!
গগনপ্রাঙ্গণে রবি
শশীতারা সদা ভায়,

৩

আমার সুখের তরে
রেখেছ গগনে তায়,
পাঠালে অনিলে হেথা
জুড়াতে আমারি কায়

৪

প্রকৃতির চারু শোভা
সে ত গো আমারি তরে,

কি অভাব তুমি মম
রাখিয়াছ ধরা'পরে ?

৫

তোমার কৃপায় নাথ
কিছুই অভাব নাই,
তবু কি অভাব যেন
বোধ হয় সর্ব্বদাই।

৬

কি যে সংসারের গতি
কি যে মানুষের প্রাণ,
কিছুতেই পোড়াতৃষা
নাহি হয় নিরবাণ।

৭

সর্ব্বনেশে আশাতৃষা
পায় যত কাম্যজল,
ততই জ্বলিতে থাকে
বাসনার দাবানল।

৮

আমারো এ পোড়া প্রাণ
তীব্র বাসনার বিষ,
কি বলিব হায় বিভো
দহিতেছে অহর্নিশ।

৯

না না বাসনার বিষ
দহেনি আমারে হায়,
পুড়িছে হৃদয় মম
শুধু তীব্র নিরাশায়।

১০

কেন মোর ভাঙ্গা হিয়া
কি আগুনে পুড়ি আমি,
কেন জ্বলে মোর প্রাণ
সকলি ত জান তুমি।

১১

যাহারে স্বপনে প্রাণ
ভাবে নাই একবার,
সে আজ করিতে চায়
এ হৃদয় অধিকার।

১২

সে যে সরলতা ছবি
তাহার উদার প্রাণ,
সে জানে না এ হৃদয়
ভাঙ্গা গুঁড়া শতখান।

১৩

তা যদি জানিত তবে
　　এ ভাঙ্গা হৃদয় হায়,
কেন চাবে, এ জগতে
　　ভাঙ্গা ছেড়া কেবা চায় ?

১৪

যথা সিন্ধুমাঝে ক্ষুদ্র
　　তৃণকণা ভেসে যায়,
সংসারসিন্ধুর স্রোতে
　　আমিও তেমনি হায়,

১৫

ভাসিতেছি জানি নাক
　　কূল কি পাইব তায় ?
না না না না এ সিন্ধুর
　　নাহি কূল এ ধরায়।

১৬

বিভো গো করুণা কর
　　এ অভাগী তনয়ায়,
তোমারি অর্পিত প্রাণ
　　তব নামে যেন হায় ;—

১৭

অর্পণ করিতে পারি
এই নিবেদন মম,
কৃপা করি এ প্রার্থনা
পূর্ণ কর প্রিয়তম!

১৮

জ্বলিতেছে যে হৃদয়ে
তীব্র যাতনা-অনল,
সে হৃদয়ে দাও তব
প্রেমামৃত শান্তিজল।

তুমি ত আমার।

১

তুমি ত আমার নাথ তুমি ত আমার;—
যখন যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
ও মুখ এ আঁখি-আগে জাগে অনিবার।
তরুণ অরুণকোলে,
ও সুন্দর ছবি দোলে,
জলদ-হৃদয়ে জাগে মু'খানি তোমার।

২

হাসে যবে পূর্ণশশী ল'য়ে তারাগণে
তোমার মূরতি তায়,
উছলি উছলি যায়,
হায় রে বুঝে না তাহা মূর্খ নরগণে !
সুনীল সিন্ধুর গায়,
তোমার মূরতি ভায়,
তোমার মূরতি জাগে মলয় পবনে।

৩

কে বলে ঈশ্বরহীন এ বিশাল ধরা
তরুলতা ফুলফলে
তোমারি করুণা ঝলে
তোমার সুষমা ছটা সারাবিশ্ব ভরা।
যে বলে "ঈশ্বর নাই"
তার হিয়া শুধু ছাই
এ জগতে সেই ত গো জীবন্তেও মরা।

৪

প্রতি পদে তোমা ধনে করি দরশন ;
হিম, শীত, রৌদ্র, জল,
তাহার প্রত্যক্ষ ফল,
ঈশ বিনা মাস বর্ষ কে করে ঘটন।

সতত তোমারে দেখি,
তবুও বলিব নাকি
"ঈশ নাই ?"—যে বলে সে বড় অভাজন।

৫

ঈশ না মানিলে হিয়া দগ্ধ মরুপ্রায়,
তা ছাড়া কিছুই নয়,
এই কথা সুনিশ্চয়,
ঈশ না মানিয়া সুখ যে লভিতে চায়,
পাষাণ নিকটে তার,
নীর অন্বেষণ সার,
কিম্বা স্নিগ্ধ ছায়া-আশা মরু সাহারায়।

৬

যে মানে না পরমেশে সে ত মূঢ় অতি,
ঈশ্বর মানিতে হায়,
যে জন নাহিক চায়,
হৃদিপিণ্ড ছিড়ে দিক অনলে আহুতি।
বিজ্ঞানবারতা ছাই
আমি না শুনিতে চাই,
চাহি না তাদের আমি অযুক্তি যুকতি।

৭

বিজ্ঞানের কূটতর্কে জগতজীবন,
অনেক দূরেতে রন,
নাহি পাই দরশন,
তাই না শুনিতে চাই তাদের কথন।
তুমি দেব এ হৃদয়ে
অনন্ত অক্ষয় হ'য়ে
থাক থাক চিরদিন এই নিবেদন।

৮

যেন আমি চিরদিন পতিতপাবন,
প্রত্যেক অণুতে হরি,
ও ছবি দর্শন করি
বিজ্ঞানজলদে যেন নাহি ঢাকে মন।
কি আর অধিক কব,
তুমি মম আমি তব,
এই অনুরাগ থাক্ যাবত জীবন।

৯

তুমি ত আমার নাথ তুমি ত আমার
তোমার ও ছবি দিয়া,
ভরি' দাও পাপ হিয়া
না পরশে ইথে যেন অন্য কিছু আর।

শুকতারা।

১

আধেক নিশার ছায়,
আধেক প্রভাতী বায়,
হেন কালে কি কারণ
কর নিত্য জাগরণ?
বারেক তা শুকতারা! বল না আমায়।

২

এমন সময় ভাই,
কেউ কোথা' জেগে নাই,
জাগিয়া সারাটী নিশি,
ঘুমায়ে প'ড়েছে শশী,
এখনো জাগেনি রবি স্নেও ত ঘুমায়।

৩

একটি একটি করি,
ওই দেখ যায় সরি,
আকাশের অন্তরালে,
ঘুমাতে তারকাদলে,
ধরাও নীরব এবে কেহ জেগে নাই।

৪

নবীন প্রণয়ী যারা
সারানিশি জাগি' তারা,
রয়েছে শয্যায় পড়ি
ঘুমাইছে গলাজড়ি',
নীরব জগৎ এবে নীরব সবাই।

৫

গাছের উপর পাখী
তারাও মুদিত আঁখি,
নীরব ঝিল্লীর রব,
তারাও ঘুমায় সব,
সবাই ঘুমায় এবে, অয়ি সুবদনি!

৬

ভুলিয়া বৈধব্যজ্বালা,
ঘুমায় বিধবাবালা,
সারানিশি কেঁদে কেঁদে,
পাষাণেতে বুক বেঁধে,
ঘুমায় ধূলিতে পড়ি' শোকার্ত্তা জননী।

৭

ভুলে দরিদ্রতানল,
ঘুমায় দরিদ্রদল,

এ সময় কারো চিত,
নহে দুঃখে আবরিত,
নিদ্রার কোমল কোলে শুইয়া সবাই।

৮

ভুলে গেছে প্রেমগীতি,
ভুলে গেছে দুঃখস্মৃতি,
ভুলে গেছে হিংসাদ্বেষ,
ভুলে গেছে শোকক্লেশ,
শত্রুমিত্র পরাপর কারো মনে নাই।

৯

তাই ত সুধাই সতি,
কেন তুমি নিতি নিতি,
এ সময় জেগে রও,
মাথা খাও সত্য কও,
পুড়িছে কি হিয়া তব আমার মতন ?

১০

শত শত অত্যাচার,
হয় হেথা অনিবার,
শত অত্যাচারে ভাই,
আজি মোর ঘুম নাই,
বিষাদে পুড়িয়া অহো যাইছে জীবন।

১১

আমরা মানব সতি,
আমাদের মতিগতি,
অতি নীচ অতি হেয়,
জগতের অবজ্ঞেয়,
কালকূটভরা বোন আমাদের মন।

১২

পরের ব্যথায়, তারা!
আমরা না হই সারা,
তাপিতে সান্ত্বনাদান,
করে না মোদের প্রাণ,
মুছি না দীনের অশ্রু করিয়া যতন।

১৩

"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,"
আমাদের রীতি ভাই,
পতিতেরে ঠেলা পায়,
মোদের ধরম হায়,
অশান্তি অনলে ভরা আমাদের মন।

১৪

"সব ছোট আমি বড়"
মোরা এই বুঝি দঢ়,

এইরূপ শত শত,
হেথা অত্যাচার যত,
হইতেছে অনিবার কহিব কেমনে ?

১৫

হিন্দু সমাজের গতি,
কি যে ভয়ানক, সতি,
সে কথা বলিতে হায়,
হৃদয় ফাটিয়া যায়,
কি যেন ভীষণ ব্যথা জেগে উঠে মনে।

১৬

কি দুঃখে এ বঙ্গ ভরা,
কেমনে কহিব তারা,
পোড়া পণ বিবাহের,
রক্ত শুষে মানবের,
সে কথা স্মরিলে ভরে আতঙ্কেতে মন।

১৭

কি দুর্দ্দশা বাঙ্গালার,
কেমনে কহিব আর,
অনূঢ়া কুলীন মেয়ে,
কপালে যোটেনি বিয়ে,
শত জ্বালা বুকে ব'য়ে যাপিছে জীবন।

১৮

কোনও কুলীন হায়,
দেখে বুক ফেটে যায়,
অগণ্য সতিনীদলে,
তনয়ারে দেয় ফেলে,
বহিতে জনমমত অনন্ত বেদন।

১৯

(হেথা) বালিকা বিধবা কত,
পালে একাদশীব্রত,
বিবাহ সে কি যে ভাই!
যারা কিছু বুঝে নাই,
তাহাদের একাদশী এ বিধি কেমন?

২০

কচি মেয়ে বুড় বর,
দেখে প্রাণে পাই ডর,
হায় এ দেশের ছাই,
দয়ামায়া কিছু নাই,
জড়পিণ্ড এখানে কি যত নরগণ।

২১

সুধাইও তাঁরে সতি,
চিরদিন এ দুর্গতি,

রহিবে কি বাঙ্গালায়,
কথনো যাবে না হায়!
শান্তির মলয় হেথা ব'বে না কখন?

২২

হৃদয়ের কথাগুলি,
হৃদয় হইতে তুলি,
তোমারে কবার তরে,
জেগেছিনু ধরা'পরে
বিভুপদে বলো মম এ সব কথন,
তিনি বিনা কে করিবে যাতনা মোচন?

তরু।

১

আকুলে কাতরপ্রাণে,
আসে যবে পান্থগণে,
তোমার পাশেতে মরি
শান্তির আশায়,

২

কিবা ধনী কিবা দীন,
কেহ নহে তব ভিন্ন,

সকলেরে ভালবাসি
তনয়ের প্রায়,

৩

কোলেতে তুলিয়া লও,
শান্তিসুধা ঢেলে দাও,
তোমার পরাণখানি
ভরা মমতায়।

৪

জানি না সবারে হেন
তোমার মমতা কেন,
জানি না সবারে কেন
কর দয়াদান ?

৫

সবে দাও ভালবাসা.
কিন্তু নাহি কোন আশা,
তোমার সবার প্রতি
হৃদয়ের টান।

৬

তুমি সদা জীবদলে,
স্নেহশান্তি দাও ঢেলে,
সতত উন্মুক্ত তব
দানের দুয়ার।

৭

হৃদি জুড়াবার আশে,
যে আসে তোমার পাশে,
তারি হৃদে ঢেলে
সুধা পারাবার।

৮

পরহিতে সর্ব্বক্ষণ,
অর্পিত তোমার মন,
তোমার পবিত্র প্রাণ
স্নেহ প্রস্রবণ।

৯

আমাদের নরজাতি,
স্বার্থপর পাপমতি,
করে না পরেরে স্নেহ
তোমার মতন।

১০

(তারা) তেলামাথে ঢালে তেল,
রুখুমাথে ভাঙ্গে বেল,
ছোটবড় বেছে তারা
করে গো যতন।

১১

এই স্বার্থপর দেশে,
কে তুমি তরুর বেশে,
এসেছ নিঃস্বার্থ প্রেম
বিলাতে ধরায় ?

১২

বুঝেছি বুঝেছি আমি,
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি,
তা না হলে ভরা প্রাণ
এত মমতায় !

১৩

স্বার্থপর পাপমতি,
আয় যত নরজাতি,
শিখিতে নিঃস্বার্থ প্রেম
তরুর নিকট ।

১৪

আয় রে ইহার কাছে,
শিখিবার ঢের আছে,
দেখে যা এ হৃদে কত
স্নেহ অকপট ।

বাঁশী।

১

কি গান গাহিছে বাঁশী
তুলিয়া ললিত তান,
সে গানে মোহিত মোর
এক ফোঁটা ক্ষুদ্র প্রাণ।

২

"কে যাবি মরণতীর্থে"
বাঁশী গায় বারবার,
"যে যাবি সে ছুটে আয়
বিলম্ব সহে না আর।

৩

মরণতীর্থের মাঝে
অনন্ত অক্ষয় ফল,
সে তীর্থে শীতল হয়
তাপিতের হিয়াতল।

৪

হরিদ্বার, কাশী, গয়া,
তাহাতে কি ফল ছাই,

এ তীর্থের সম ফল
একটু কোথাও নাই।

৫

এ তীর্থেতে চিরতরে
সদ্য মোক্ষলাভ হয়,
সদ্য মোক্ষফললাভ
আর কোন্ তীর্থে রয় ?"

৬

ওই শুন বাঁশী পুনঃ
পঞ্চম তানেতে গায়,
"কে যাবি মরণদেশে
আয় গো সে ছুটে আয় !

৭

সে দেশে শান্তির বারি
সদা বহে ঢল ঢল,
কে জুড়াবি দগ্ধ হিয়া
মরণদেশেতে চল !

৮

মলয় পবন যথা
নরে করে শান্তিদান,
মরণ তেমনি শান্ত
করে তাপিতের প্রাণ।

৯

এ সংসারে একবিন্দু
যার সুখশান্তি নাই,
আয় সে আমার সনে
মরণের দেশে যাই।"

১০

ওই শুন গায় বাঁশী
আবার মধুরস্বরে,
"সংসারের লোভমোহ
ফেলি' তোরা শতদূরে—

১১

আয় মৃত্যুতীর্থে যাই
লভিবি পরম সুখ,
সংসারের মত তথা
পশে না যাতনা দুখ।"

১২

কে যাবি মরণতীর্থে
আয় রে ছুটিয়া ভাই,
আমি ত বাঁশীর সনে
আগে ভাগে ছুটে যাই।

সপ্তমীতে বিসর্জ্জন।

১

একি সই! একি আজ করি দরশন?
কেন ও কোমল কায়,
ধূলায় পড়িয়া হায়!
আলুথালু বেশ কেন বল বিবরণ?
যেন ঘনকোল ছাড়ি,
চপলা ধূলায় পড়ি,
অথবা ধূলায় পড়ি' তরুণ তপন।

২

এ স্বর্ণপ্রতিমা কেন এমন দশায়?
না করিতে আবাহন,
কে করিল বিসর্জ্জন,
সোণার প্রতিমাখানি সপ্তমীতে হায়!
অষ্টমীতে রাহু আসি,
গ্রাসিল বিমল শশী,
কালপূর্ণ হইতে কি সহিল না তায়?

৩

উঠ সই ! একবার কর সম্ভাষণ !
একি শুনি স্নেহলতা,
নাশিতে মনের ব্যথা
সুধাজ্ঞানে বিষ নাকি ক'রেছ ভক্ষণ ?
বল শুনি প্রিয়বালা !
এত কি কঠোর জ্বালা,
ও কোমল হিয়া তব ক'রেছে দাহন ?

৪

সংসারের সুখসাধ ত্যজিলি সকল,
এখনি কেমনে প্রিয়,
হ'লি এত জিতেন্দ্রিয়,
সমস্ত মমতা ভুলি ভখিলি গরল ?
এরি মধ্যে তোর হায় !
মিটিল কি সমুদায়,
সংসারের সুখসাধ বাসনা-অনল।

৫

ভুল মোর, সুখ তোর কোথায় ধরায় ?
পতি পরবাসে যার,
সংসারে কি সুখ তার,
এ জগতে কোথা তার বিন্দু শান্তিছায় ?

লম্পট পাষণ্ড পতি,
অবিরত তোর সতি !
চিরিয়াছে বুক আহা বাক্যছুরিকায় ।

স্বামী রমণীর প্রাণ, রমণীর ধন,—
আহা সেই রত্নহার,
পাও নাই একবার,
"আমার" বলিয়া কণ্ঠে করিতে ধারণ ।
তুমি সই কাছে গেলে,
সে যে দিত পায়ে ঠেলে,
তবু তাঁরি পদে সদা ছিল তোর মন ।

৭

হতভাগা স্বামী তবু কভু তুমি প্রিয়,
অনাদর কর নাই,
ভাবনি বালাই ছাই,
সে তব অন্তরে সদা ছিল বরণীয় !
সে করিলে পদাঘাত,
করি তুমি যোড়হাত,
বলিতে সাদরে কত বচন অমিয় ।

৮

আহা মরি বুঝি তোর ক্ষুদ্র বুকে হায়,
শত অত্যাচার তার,
ধরিল না শেষে আর,
তাই বুঝি আত্মডালি দিলি বিষ—পায়!
হায় হেথা কি ক্রান্তি,
কখন(ও) পেলি না শান্তি,
তাই বুঝি স্বর্গে যাস্ শান্তির আশায়।

৯

যাও তবে চিরতরে লভ শান্তিধন,
চিরসুখে র'বি তথা,
ঘুচিবে মরম ব্যথা,
সংসারের ক্ষোভতাপে টলিবে না মন।
সেথানে তোমার ধনি,
পতি লয়ে টানাটানি,
ভ্রমেও "নলিনী"র সাথে হবে না কখন।

১০

কিন্তু ওই দৃশ্য হেরি ফেটে যায় মন,
যাহার ভবিষ্যরেখা,
তোর ও কপালে লেখা,
তোর মুখ চেয়ে যায় জীবনমরণ,

হতাশে উদ্যমরাশি,
আঁধারে মধুর বাঁশী,
বিপদে যাহার তুমি দেবের বচন।

১১

তোর সে জননী আজ লুটায় ধূলায়,
তাঁহার হৃদয় শশী,
অকালে পড়িল খসি,
কারে চেয়ে অভাগিনী রবে এ ধরায়!
উঠ সখি ধূলা থেকে,
শেষ ডাকা যাও ডেকে,
"মা" বলিয়া একবার অভাগিনী মায়।

১২

ওই দেখ তোর সেই উপাস্যদেবতা,
হানিয়া যন্ত্রণাবাণ,
যে দহিত তোর প্রাণ,
আজ সে ভগনপ্রাণে কাঁদে হেঁটমাথা।
আজ যদি কাছে আসি',
কথা ক'স তারে হাসি',
ভুলে যায় যেন তার মরমের ব্যথা।

১৩

যে তোরে হেনেছে সদা যাতনার বাণ,
আজ সে তোমার কথা,
শুনিলে ভুলিবে ব্যথা,
একটী কথার তরে দিতে পারে প্রাণ।
হতভাগ্য হা প্রমোদ,
একটুক নাহি বোধ,
এখন রোদন কেন নিঠুর পাষাণ ?

১৪

রতন হারায়ে কেন মিছা অন্বেষণ ?
যতন করিলে পরে,
রতন রহিত ঘরে,
অযতনে হারাইলে অমূল রতন।
হা প্রমোদ তোর মত,
হতভাগ্য কত শত,
হারায়েছে রত্ন আহা করি' অযতন।

১৫

উঠিলি না যদি তবে যাও লো তথায়,
যেখানে বাসনাবিষ,
নাহি দহে অহর্নিশ,
সেই দেবদেশে যাও বরজি মায়ায়।

তুমিও প্রমোদ আর,
ফেল না নয়নাসার,
কি ফল হইবে করি অরণ্যে রোদন ?
স্বরগে আবার দুয়ে হইবে মিলন।

ভবের হাটে।

১

বরষা গ্রাসিল বিল
কাটা ত হ'ল না ধান,
লাভমূল সব গেল
ভাঙ্গিল আমার প্রাণ।

২

সবাই ত একে একে
সময়ে কাটিয়া ধান,
ভরিল আপন গোলা
জুড়াল তাদের প্রাণ।

৩

আমিই অভাগা শুধু
ধান কাটি কাটি করি,
আলস্যে রহিনু বসি
কাটা ত হ'ল না হরি !

৪

জীবন-হেমন্তে হায়
খেলিয়া কাটানু দিবা,
বসন্তে করিনু শুধু
বিলাসের পদসেবা।

৫

এইরূপ বৃথা কাযে
কাটাইয়া কতদিন,
জীবন বর্ষায় আজ
হয়েছি সর্ব্বস্বহীন।

৬

এ বিশাল ভব-হাটে,
লাভ করিবার তরে,
পাঠায়েছে মহাজন
মূলধন দিয়া মোরে।

৭

জীবন-বরষা মোর
গ্রাসিল সকল ধান,
লাভ করা দূরে থাক
মূলেতে পড়িল টান।

৮

৮

দুরদান্ত মহাজন
　　কি বলি' বুঝাব তায় ?
বিষম বরষা মোরে
　　মজাইল হায় হায় !

৯

লাভের ব্যাপারী আমি,
　　এ ভবের হাটে এসে,
লাভমূল হারাইয়া
　　চলিনু আপন দেশে।

১০

জানিনে সে মহাজনে
　　কোন মুখে দিব দেখা,
জানি না ললাটে মোর
　　কি আছে বিধির লেখা।

শোকসঙ্গীত।*

১

কি বলিলি ?—

ফেটে গেল বুক আহা ? নাই রবিধন ?

থাম থাম পারে নাক শুনিতে শ্রবণ।

নিঠুর আষাঢ় মাস,

কি করিলি সর্ব্বনাশ,

হরিলি দিদির আহা সরবস্ব ধন !

২

তুই কি হৃদয়হীন কাল দুরাচার ?

সোণার কমল আহা করিলি অঙ্গার ?

হায় রে কপালপোড়া,

কার বুক বাজে গড়া,

কে দিল যে প্রাণ-মুখে জ্বালিয়া অনল ?

নিঠুর নিঠুর সে যে পাষাণ কেবল।

৩

কাঁদাইয়া জনকেরে কাঁদাইয়া মায়,

কেমনে অকালে বাপ নিলি রে বিদায় ?

---

* প্রাণাধিক রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুপলক্ষে লিখিত। মৃত্যু—সন ১৩০২ সাল, তারিখ ১৭ই আষাঢ়।

হায় হায় বাপধন,
স্মরিতে যে ফাটে মন,
তুমি বাপ নাই আজ এ মর ধরায় !

৪

কেন গেলি কে করিল তোরে অযতন,
কেন রে মোদের দিলি যাতনা এমন ?
তোমা বিনা আজ রবি !
আঁধার আঁধার সবি,
আজ যেন উঠে নাই চাঁদিমা-তপন।

৫

তোর কচি হিয়াখানি স্নেহের নিলয়,
কেমনে হইলি বাপ এমন নিদয় ?
তোর কচি বুক হায় !
ভরা প্রীতিমমতায়,
আজ কেন বিপরীত হেরি সমুদয় ?

৬

কেন রে নীরবে শুয়ে উঠ বাপধন,
ডাকাডাকি করে তোরে যত পরিজন।
কে আর উঠিবে হায়,
রবি নাহি এ ধরায়,
সে যে চির অস্তাচলে ক'রেছে গমন।

৭

তুই যদি দয়া মায়া করি বরজন—
অনাসে চলিয়া গেলি হৃদয়রতন ;
স্মৃতিটুকু কেন হায় !
দিয়া গেলি মোসবায়,
সে যে রে পোড়ায় সবে থাকিতে জীবন

৮

তুই যে দিদির বাছা বুকচেরা ধন,
তোমা বিনা তাঁহার কি রহিবে জীবন ?
বিসর্জ্জিয়া তোমা ধনে,
তোর মা যে শূন্যমনে,
মাথা খুঁড়ে চুল ছিঁড়ে পাগল যেমন।

৯

দিদি যে জীবনে মরা হারায়ে তোমায়,
কেবা পারে প্রাণ ছিঁড়ে করিতে বিদায় ?
হায় রে সে অভাগীর,
হৃদয় হয়েছে চির,
হৃদিপিণ্ড গেছে তার ভস্ম হ'য়ে হায়।

১০

ওরে নিদারুণ কাল কি করিলি হায়!
এ রতন হরি' নিতে,
দয়া কি হ'ল না চিতে,
কেমনে কাঁদালি অহো হেন সরলায়?
নাহি কিরে দয়া মায়া তোর ও হিয়ায়?

১১

শুনেছি দয়াল অতি বিভু দয়াময়—
তাঁর(ও) কি দয়ার ফলে,
দিদির হৃদয় জ্বলে?
অকালে কলিকা দলি' বিভু দয়াময়,
অপার দয়ার বুঝি দিলা পরিচয়।

১২

শান্ত হও দিদি আর কর না রোদন,
শত প্রাণ দিলে চিরে,
সে ধন পাবে না ফিরে,
নির্দয় কাল তারে ক'রেছে হরণ,
পাবে না জীবনে আর দেখিতে সে ধন।

১৩

কেমনে ভুলিব রবি তোর চারুমুখ,
তোর সেই ভালবাসা, তোর সে 'কাকি মা' ভাষা,
আজও ভরিয়া আছে আমার এ বুক।
আর কি 'কাকি মা' ব'লে, আসিয়া বসিবি কোলে,
আর কি পাইব রবি দেখিতে তোমায় ?

স্বর্গারোহণ।*

১

ওরে কাল কি করিলি একি সর্ব্বনাশ!
হায় কোন অভাগীর,
হৃদয় করিয়া চির—
এমন অমূল্য নিধি কেড়ে নিয়ে যাস্ ?
হায় রে ছিঁড়িলি কার,
পবিত্র প্রণয়হার,
ঘুচালি কাহার আজি শান্তির আবাস ?

---

*পূজনীয় ৺ক্ষেত্রগতি মুস্তোফী মহাশয়ের মৃত্যুপলক্ষে লিখিত। মৃত্যু—সন ১৩০২ সাল, তারিখ ৩২শে আষাঢ়।

২

হরিলি কাহার আহা অমূল্য রতন ?
কার বুকে হানি বাজ,
এ ধন হরিলি আজ?
ছিঁড়িলি পাষাণ কার সুখের বন্ধন ?
সিঁথির সিঁদুর কার,
মুছিলিরে দুরাচার,
কাহার হাতের "নোয়া" দিলি বিসর্জ্জন ?

৩

অহো একি সর্ব্বনাশ এই যে এখন,—
নিরদয় রাহু আসি,
গ্রাসিল যে পূর্ণশশী,
এ শশী যে আমাদের আপনার জন।
ওগো দেব কোথা যাও,
ফিরে এস মাথা খাও,
কে তোমারে ল'য়ে যায় করিয়া হরণ ?

৪

ওরে কাল দুরাচার কি করিলি হায় !
ওই যে মাধবীলতা,
মরমে পাইয়া ব্যথা,
আছাড়ি লুটিয়া মরি পড়িল ধূলায়।

ওর যে ভরসা-আশা,

সুখসাধ ভালবাসা,

জনমের মত আহা লইল বিদায়।

৫

ও যে শুষ্কপত্র প্রায়,

গড়াগড়ি যায় হায় !

সংসারবৃক্ষের তলে ঢালিয়া পরাণ,

ওর যে এ সারাবিশ্ব,

শুধু ছাই শুধু ভয়,

ওর যে পরাণ এবে মরুভূ' সমান।

৬

কোথা গেলে আজ দেব গেলে গো কোথায় ?

কাঁদায়ে বান্ধবগণে,

কাঁদাইয়া পরিজনে,

কোথা গেলে চিরতরে লইয়া বিদায় ?

তোমারে হারায়ে হায়,

কাঁদিছে দুখিনী মায়,

কে আজ মধুর বোলে তুষিবে তাহায় ?

৭

তুমি যে সে অভাগীর সরবস্ব ধন,
তুমি যে তাহার হায়,
আতপে শীতল ছায়,
তুমি যে সে অভাগীর অমূল্য রতন।
তোমারে হা'রায়ে আর,
র'বে কি পরাণ তা'র,
পরাণে বিদায় দিলে রহে কি জীবন ?

৮

সে দিন কনিষ্ঠা বধূ ছাড়ি গেছে তায়,
আজ(ও) সে ভীষণ ব্যথা,
মরমে রয়েছে গাঁথা,
তুমি পুনঃ একি ব্যথা দিয়া গেলে হায় !
এ শেষ বয়সে হায়,
এ শোক কি সহা যায় ?
কি বলিব নিরদয় পোড়া বিধাতায় !

৯

আহা পুনঃ একি ছবি প্রাণ ফেটে যায়,
তোমার তনয়দলে,
লুটাইয়া ধরাতলে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরি ! পরকে কাঁদায়।

যাদের মলিন মুখ,
দেখিলে ফাটিত বুক,
আজ তারা কেঁদে সারা ভগন হিয়ায় !

১০

কেন না বারেক চাও মুখ তুলি' তায় ?
অনাথ সন্তানদলে,
কারে আজ সঁপি' দিলে,
কার হাতে দিয়া যাও দুখিনী বালায় ?
অভাগিনী জননীরে,
সঁপি' দিয়া কার করে,
জনমের তরে আজি লইলে বিদায় ?

১১

কোথা যাও ফেলি' তব সোণার সংসার ?
এরি মধ্যে সুখ আশা,
অশেষ বাসনাতৃষা,
সকলি কি মিটিয়াছে দেব গো তোমার ?
অথবা বাসনাতৃষা,
সুখসাধ ভালবাসা,
সকলি অতৃপ্ত তব হিয়ার মাঝার !

১২

অতৃপ্ত বাসনাগুলি মিটাইতে হায়,
নবীন উদ্যমে ভেসে,
যাও কি নূতন দেশে,
পরিজনপাশে আহা লইয়া বিদায় ?
কিম্বা দেব তোমা ধনে,
আহ্বানিছে সযতনে,
স্বরগে অমরপুরে যত দেবতায় ?

১৩

যদি দেব ধরা হ'তে লইলে বিদায়,
যাও তবে দেবদেশে,
ব'সগে বিভুর পাশে,
পরাণ দাওগে ঢেলে তাঁর রাঙ্গা পায়।
ওরে দ্বারী দেবতার,
খোল স্বরগের দ্বার,
আমাদের দেব আজ দেবদেশে যায়।

১৪

আমাদের দেব আজ স্বর্গধামে যায় ;
দিবি সবে "হরিবোল" আর ভাই আয়

আত্মপর যারে ভুলে,
আয় সবে বাহু তুলে,
বল বল "হরিবোল" কাঁপায়ে ধরায় ;
আমাদের দেব আজ দেবদেশে যায় ॥

প্রাণের পরীক্ষা।

কোথায় দাঁড়াব পাই না ঠিকানা !
কোথায় যাইব কিছুই জানি না !
কে আমি কেন বা আসিয়াছি হেথা ?
কেন বা পরাণে ঘেরা শত ব্যথা ?
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ভাসিয়া বেড়াই,
দাঁড়াবার তরে পাই নাক ঠাঁই !
আমি যেন সব হেরি শূন্যাকার,
এ বিশ্ব যেন গো শ্মশান আকার !
এই ভয়ানক শূন্যময় দেশে,
একাকী যে আমি বেড়াই গো ভেসে।
মহাশূন্য ওই অনন্ত গগন,
তার নীচে ওই সমুদ্র ভীষণ !
দাঁড়াইয়া আমি তাহার মাঝার,
এ যেন প্রাণের পরীক্ষা আমার !

অনন্ত আকাশ করিয়া বিদার,
অনন্ত সমুদ্র করিছে হুঙ্কার ;
আমিও মিলিয়া সে গর্জ্জন সনে,
এক মনে ডাকি ব্রহ্ম সনাতনে !
বিনা সেই জন কে করে নিস্তার,
এ বিপদে তিনি ভরসা আমার।
তাঁহার ইচ্ছায় কত হয় যায়,
আমিও না হয় তাঁহারি ইচ্ছায়—
অনন্ত সমুদ্রে ভাসিয়া যাইব,
তা ব'লে বিভুরে ভুলি' কি রহিব ?

স্তিমিত প্রদীপ।

আকুল পরাণে,
ওই যে ওখানে,
কে বসিয়া করিতেছে অশ্রুবরিষণ,
মুখে নাই কথা,
কি দারুণ ব্যথা,
করিছে উহার বুঝি হৃদয়দাহন।
রূপটী সুন্দর,
মুনিমনোহর,
ও সুন্দর হিয়া যেন প্রীতির আবাস।

কিন্তু রূপজ্যোতি,
তায় ম্লান অতি,
কি দারুণ ব্যথা তায় ক'রেছে বিনাশ !
শরতের শশী,
দুষ্ট রাহু আসি,
না হইতে কাল পূর্ণ ক'রেছে গরাস।
নাহি অলঙ্কার,
চারুবাস আর,
পরিয়াছে একখানি ম্লান থান বাস।
নাই শাঁখা নোয়া,
সিঁদুরটী ধোয়া,
নয়নে উহার কেবা পরাইল লোর ?
তাহার পরাণ,
নিরেট পাষাণ,
সে হৃদয় সুনিশ্চয় বিকট কঠোর।
প্রদীপ স্তিমিত,
গৃহকোণে স্থিত,
যেমন দেখায় হায় তেমনি ও বালা।
হায় হায় হায়,
বুক ফেটে যায়,
কেবা দিল প্রাণে ওর এ দারুণ জ্বালা ?

ও যে কচি মেয়ে,
কার মুখ চেয়ে,
কেমনে কাটাবে আহা সারাটা জীবন ?
ওরে অভাগিনী,
চির কাঙ্গালিনী,
ডাকরে হৃদয় ভরি' ব্রহ্ম সনাতন,
তাঁহারি কৃপায়,
যেতে পারে হায়,
তোর অই বুকভরা অনন্ত বেদন।
স্মরিলে তাঁহায়,
সবে শান্তি পায়,
তুই আজি তাঁর পদে ঢালিয়া দে মন।

ঊষার প্রতি।

১

কে তুমি গো ধীরে ধীরে
খুলিলে পূরব দ্বার,
কি সুন্দর চারুকায়
মরি মরি কি বাহার !

২

কে তোরে আনিল হেথা
বল গো মিনতি করি,
শান্তিতে ডুবিল প্রাণ
তোর সোণামুখ হেরি।

৩

তোর ললাটের ফোঁটা
জগত ক'রেছে আলা,
উজলিছে রূপছটা
শিশিরমুকুতামালা।

৪

তোর ও পবিত্র পদে
আঁধার, তারকারাশি,
প্রণমিছে সযতনে
বিনয়ে সম্ভ্রমে আসি।

৫

তরুণ তপন ঢালে
কনক-অঞ্জলি পায়,
আপনি মলয় আসি
করিছে মৃদুল বায়।

৬

তোমার রূপের ছটা
দশ দিক উজলিছে,
আমরি এমন রূপ
আর কবে কে দেখেছে ?

৭

তুমি যে কি তাহা আমি
বারেক বুঝিতে চাই,
কিন্তু তুমি কি যে তাহা
ভাবিয়া নাহিক পাই ।

৮

তুমি কি ফুলের হাসি
রাগিণী পূরবী তান,
কিম্বা তুমি প্রেমিকের
হৃদয় মাতান গান ?

৯

তুমি কি প্রেমের অশ্রু
বালকের আধভাষা,
কেন তোরে হেরি মম
না মিটে প্রাণের তৃষা ?

১০

যে হও সে হও তুমি
নাহি তাহে প্রয়োজন,
আমার নয়নে সদা
রহিও এ নিবেদন।

১১

মিটে না পিয়াস মম
হেরি তব রূপরাশি,
তাই বলি আঁখি-আগে
রহ মোর দিবানিশি।

১২

কে তোরে সাজাল আহা
করি এত মনোহর,
আমরি কি কারিকুরি
ধন্য বটে কারিকর।

১৩

সেই কারিকরে মম
পরাণ দেখিতে চায়,
বড় সাধ চিরতরে
মিশি' র'ব তাঁর(ই) পায়।

আলো ও আঁধার।

১

মানবজীবনগতি
কে জানে কেমন হায় ?
সে শুধু সুখের খনি
কিম্বা শত দুখ তায় ?

২

কে জানে জীবনগতি
কেবল অমিয় কি না ?
কে জানে তাহাতে আছে
আর কি যে দুঃখ বিনা।

৩

সাধ-আশা প্রেমমাঝে
য'বে হিয়া ডুবি' রয়,
তখন জীবন মরি
শুধু মধুরতাময়।

৪

সাধ-আশা প্রেমপ্রীতি
য'বে সব ছাই হয়,

তখন জীবন অহো

অনন্ত যাতনাময়।

৫

তবে গো কেমনে বলি

এ জীবন সুখময়,

অথবা দুখের শুধু

তাও বলিবার নয়।

৬

মানবজীবন হায়

কি যে প্রহেলিকাময়,

কে জানে ইহার মাঝে

কি গূঢ় রহস্য রয়।

৭

আলোক আঁধার যথা

একত্রে মিশিলে হয়,

এ জীবন সেইরূপ

আলো ও আঁধারময়।

রজনীগন্ধা।

১

এমন সুন্দর করি

কে তোমারে নিরমিল ?

ও ক্ষুদ্র হৃদয়ে তোর

এত মধু কে ঢালিল ?

২

কেবা তোরে বিতরিল

সুন্দর সুবাসচয় ?

ও সুবাসে তাপিতের

দগ্ধহিয়া শান্ত হয়।

৩

তপন এ ধরাধাম

হ'তে যবে চলি' যায়,

সুনীল অঞ্চলখানি

ধীরে ধীরে টানি গায়,—

৪

ল'য়ে আঁধারের ভার

উপনীত সন্ধ্যা আসি,

অমনি উজলি উঠে
তোর মধুমাখা হাসি।

৫

দিবসে ঢাল না হাসি
কেন কি মনের দুখে?
সন্ধ্যায় তারকাসাথে
মিলিত হইয়া সুখে।

৬

বুঝিতে না পারি আমি
কেন ঢাল এত হাসি?
যে হাসি নেহারি তব
মোহিত এ বিশ্ববাসী।

৭

আর্য্যসূর্য্য সনে গেছে
ভারতের যত সুখ,
তাই কি ঘৃণায় তুমি
দেখ না রবির মুখ?

৮

ভারতের শত শত
আর্য্যসূর্য্য গেছে বসি',
তাদের অভাবে আজ
ভারত আঁধারে বসি'।

৯

শত শত সুকুমার
ভারত হইয়া হারা,
রয়েছে জীবনে মরে
দুখিনী পাগল পারা।

১০

তাহার দুখেতে তুমি
বেদনা পাইয়া মনে,
নিশায় রোদন, সতি
কর বুঝি সঙ্গোপনে।

১১

তোমারই আঁখিজলে
ধরাবুক ভেসে যায়,
না জানিয়া লোকে বলে
নিশির শিশির হায়!

১২

অন্তর বাহির তব
সৌন্দর্য্যপীযূষ ঢালা,
কে তোরে সুন্দর হেন
করিল রে ফুলবালা?

১৩

যে জন গড়িল তোরে
করি' এত মনোহর,
সাবাসি সাবাসি তারে
ধন্য সেই কারিকর।

১৪

যে তোরে সুন্দর করি
পাঠাইল এ ধরায়,
শত নমস্কার মম
সেই মহাত্মার পায়।

১৫

তিনি যেন তোর সম
আমারে করুণা করি',
এ ক্ষুদ্র হৃদয় দেন
মাধুর্য্য অমিয়ে ভরি',।

১৬

দেবের পবিত্র শিরে
হ'স্ তুই শোভমান,
কে দিল এ মান তোরে
করিয়া করুণাদান?

১৭

সে মহাজনের পায়
শত প্রণিপাত মম,
আমি কি হইব তাঁর
তোর মত প্রিয়তম ?

১৮

তুই তাঁর এত প্রিয়
কেমন করিয়া হ'লি,
বল্ না আমারে বোন্ !
কি সাধনা সেধেছিলি ?

১৯

আমি সে সাধনা সাধি'
তাঁর প্রিয় হ'তে চাই,
কি সাধনা সেধেছিলি
বল না আমারে ভাই ।

ছাই ।

১

আমি যে কি তোরা ভাই
কেমনে জানিবি তাহা,

ভাষায় পাই না খুঁজি'
আমি ভাই হই যাহা।

২

কি করিবি শুনি' তোরা
আমি কি অধম ভাই ?
কি শুনিবি আমি যে রে
শুধু ভস্ম শুধু ছাই।

৩

আমি নহি বসন্তের
মলয়, জুড়ান প্রাণ,
মধুর বাঁশরীরব
রাগিণী পূরবী তান।

৪

আমি নহি ভ্রমরের
মধুর গুঞ্জিত স্বর,
নহি রে ফুলের হাসি
পূর্ণিমার শশধর।

৫

নহি রে তারকা আমি
অট্টহাসি চপলার,
নহি আমি মেঘমালা
চাতকিনী বরিষার।

৬

নহি আমি লতাপাতা
নহি আমি তৃণকণা,
এ ধরায় আমি যে রে
অভাগিনী অতুলনা।

৭

কি শুনিবি মোর কথা
শুনি কি পাইবি সুখ ?
কি বলিব কত তাপে
ভরা যে এ পোঁড়া বুক।

৮

তৃণকণা মোর চেয়ে
ভাল যে রে শতবার,
এ জগতে আছে ভাই
দাঁড়াবার ঠাঁই তার।

৯

মোর তরে বিন্দু ঠাঁই
মিলে না এ ধরাদেশে,
কালের অনন্ত স্রোতে
কেবল যেতেছি ভেসে।

১০

আমি যে কি তাহা তোরে
কেমনে বুঝাব ভাই,
আমি যে কি আমি তাহা
ভাবিয়া নাহিক পাই।

১১

তবে এইমাত্র বুঝি
এইমাত্র জানি ভাই,
আমি জগতের হেয়
শুধু অপদার্থ ছাই।

আবার ডাক।

১

কেরে তুই মকরন্দে
ঢাকিলি অমৃতধারা ?
তোর ওই 'মা' কথায়
হইনু আপনা হারা।

২

তোর ওই কচিমুখে
'মা' বলি' আবার ডাক,

আমার এ দগ্ধপ্রাণ
শান্তিনীরে ডুবে যা'ক।

৩

উথলিল হিয়া মোর
তোর ওই 'মা' কথায়,
উজলিল পোড়া বুকে
আশাবাতি পুনরায়।

৪

আমি যে রে সুখসাধ
সব দিয়া বলিদান,
ভেসে ভেসে বেড়া'তেছি'
লইয়া ভগন প্রাণ।

৫

ভেবেছিনু চিরদিন
এরূপেই যাবে হায়,
দাঁড়াতে একটু ঠাঁই
পাব নাক এ ধরায়।

৬

ভাঙ্গিল সে ভ্রম আজ
তোর ওই 'মা' কথায়,
তুই যে আমায় দিলি
আবার স্নেহের ছায়

৭

তুমি যে রে বাপধন
একফোঁটা কচিছেলে,
ভিজাইলে পোড়াবুক
এত সুধা কোথা পেলে ?

৮

তোর বুকে বহিতেছে
অনন্ত প্রণয় হায় !
এ পূতপ্রণয়ে যে রে
সারাবিশ্ব বাঁধা যায়।

৯

কোথা পেলি এত প্রেম
জুড়াতে এ পোড়া প্রাণ ?
এ অমূল্য ধন বুঝি
বিভুর করুণাদান।

১০

যদি মোরে 'মা' বলিয়া
ডাকিলি রে মমতায়,
আয় তবে বুকে করি
আয় বাপ আয় আয় !

১১

এ হৃদয় পাপে পূর্ণ
নাহি বিন্দু প্রেম হায়,
তোর কাছে বিশ্বপ্রেম
আজি রে শিখিব আয়।

১২

কত খুঁজিয়াছি তবু
প্রেম নাহি পাইলাম,
প্রেমের ভাণ্ডার শিশু
এত দিনে বুঝিলাম।

১৩

জগৎসংসারে পুনঃ তোর
প্রেমে বাঁধি ঘর,
তোরেই লইয়া বুকে
সুখে রব নিরন্তর।

১৪

আবার ডাক রে বাছা
তোর সে মধুর স্বরে,
তোর যে কথায় আজ
মরুহৃদে সুধা ঝরে।

ভগ্ন দেবালয়।

১

একদিন ওইখানে
কত ছিল ধূমধাম,
কতই জাগ্রত ছিল
ওই শ্যামরায় নাম,

২

একদিন ওর মাঝে
দীপমালা শত শত
শোভিত, স্তম্ভিত হ'ত
হেরিয়া দর্শক যত।

৩

বাজাইত বাদ্য হেথা
কত শত বাদ্যকর,
সে দৃশ্য নেহারি হ'ত
মোহিত যতেক নর।

৪

সে সুষমা কেড়ে নিল
কেবা হেন নিরদয়,

সে কিগো হৃদয়হীন
ক্রূর, শঠ, দুরাশয়।

৫

হায় হায় জানি নাক
কে ওরে করিল হেন,
সেজেছে মন্দির আজ
অনাথা বিধবা যেন।

৬

অথবা সমাধিমগ্ন
যথা মহাযোগীবর,
নাহি শোভা অঙ্গরাগ
ভস্মমাখা কলেবর।

৭

শিরোদেশে বটমূল
যেন লম্ববান জটা,
ঝরিছে তাহাতে ওর
নীরব সুষমাছটা।

৮

ভিতরে পেচকগণ
তুলি' কিচিমিচি তান,
সংসারের অনিত্যতা
কেবল করিছে গান।

৯

সংসারের অনিত্যতা
যে জন দেখিতে চায়,
বারেক সে যেন ভগ্ন
দেবালয় পাশে যায়।

মরণ।

১

চিনি না মরণে আমি
কোথায় বসতি তা'র,
কে জানে তাহার আদি
কোথায় বা পরপার?

২

"মরণ মরণ" শুধু
শ্রবণে শুনেছি ভাই,
মরমে উদিলে ব্যথা
মরণশরণ চাই।

৩

মরণের কোল বুঝি
দুখহরা শান্তিময়,

তার কোলে শুয়ে বুঝি
সব জ্বালা দূর হয় !

৪

কিন্তু তারে ভয় হয়
পাছে ল'য়ে গিয়া মোরে,
এ আলোক হ'তে ফেলে
বিকট আঁধারঘোরে।

৫

যদিও জীবনে মোর
সুখশান্তি কিছু নাই,
যদিও প্রত্যেক পলে
মরণশরণ চাই—

৬

তবু তার পাশে যেতে
মরমে উপজে ব্যথা,
কি জানি লইয়া যাবে
অজানা দেশেতে কোথা।

৭

সেই ভয়ে মরণেরে
চাহে না হৃদয় মম,
মরণ হইতে ভাল
জীবনের গাঢ় তমঃ।

৮

চাহি না মরণে আমি
কি হ'বে লইয়া তায়,
এ জীবন তবু ভাল
হেসে কেঁদে চ'লে যায়।

স্মৃতি।

১

অয়ি স্মৃতি, এস না লো
এস না হৃদয়ে মোর,
হৃদয় শতধা হবে
বারেক পরশে তোর।

২

তাই বলি রও দূরে
এস না নিকটে আর,
কি পাইবে দগ্ধহিয়া
করি হায় ছারখার ?

৩

এ হৃদয়ে কিছু নাই
সবি ইথে ভস্মময়,

বিগত রতনগুলি
গেছে এবে সমুদয়।

৪

নিশাযবনিকামাঝে
দিবসের দৃশ্যচয়,
কেহ না দেখিতে পায়
যেমন লুকায়ে রয়।

৫

সেই মৃত পূর্ব্বস্মৃতি
ক্ষুদ্র জীবনের মম,
রেখেছে যতনে লুকি'
বিস্মৃতির গাঢ় তমঃ।

৬

খুল না সে আবরণ
ধরি তব দুটী কর,
খুলিলে সে আবরণ
হিয়া হ'বে জরজর।

৭

বর্ত্তমানে ল'য়ে আমি
ভুলি' আছি সব কথা,
অতীতে আনিয়া আর
দিও না মরমে ব্যথা।

৮

একি একি শুনিলে না
মিনতি বারণ মোর,
আনিলে বিগত স্মৃতি,
সম্মুখে করিয়া জোর।

৯

হায়, স্মৃতি, তুমি যদি
না রহিতে ধরা'পর,
তা হ'লে জীবনে মৃত
হ'ত না যতেক নর।

১০

বিগত ঘটনাগুলি
নিকটে আনিয়া তুমি,
মানবের হিয়া কর
যথা দগ্ধ মরুভূমি।

১১

যা হবার হ'য়ে গেছে
গেছে সে অতীতে ঢেকে,
তুমি কেন পুন তারে
সমুখেতে আন ডেকে?

১২

নরসনে কেন তব
　　　শক্রতা, ভেবে না পাই,
কেন কর মানবের
　　　হৃদয় পোড়ায়ে ছাই ?

এল না।

১

যে যায় সে ফিরে আসে
　　　বিধাতার এ নিয়ম,
আমি ত দেখি না সথে,
　　　কভু তার ব্যতিক্রম।

২

নিশাপতি শশধর
　　　লুকায় উষার কোলে,
আবার সে ফিরে আসে
　　　দিবা অস্তমিত হ'লে।

৩

নদীর লহরীরাশি
　　　নদীবুকে যায় ভেসে,

আবার ত, প্রাণসখে
সে লহরী ফিরে আসে।

৪

ধরার বসন্ত বটে
দুদিনে ফুরায়ে যায়,
কিন্তু প্রিয়তম, সে ত
ফিরে আসে পুনরায়।

৫

আমার হৃদয় শুধু
দুখমেঘে অন্ধকার,
এল না ফিরিয়া মম
সুখের আলোক আর।

কোথা তুমি।

১

কেন মোর হিয়াভরা
হায় হায় এত দুখ ?
এ জগতে কেন আমি
পাই না একটু সুখ ?

২

এ জগতে সকলের
হিয়া সুখদুখে ভরা,
মোর সম শুধু দুঃখে
কে হায় জীবনে মরা ?

৩

এ জগতে সবাই ত
হাসে কাঁদে অবিরল,
মোর সম চিরকাল
বহে কার অশ্রুজল ?

৪

এ জগতে সবার ত
অভাব পূরণ হয়,
মোর সম আমরণ
কাহার অভাব রয় ?

৫

এ জগতে একাকিনী
কেন আমি এক পাশে ?
কেন মোরে না আদরে
কেহ হায় স্নেহভাবে ?

৬

বিষাদরোদন মোর
চারিদিক ফেলে ছেয়ে,
তবু কেন অভাগীরে
কেহ নাহি দেখে চেয়ে ?

৭

মোর বেদনায় কেন
কেহ না ব্যথিত হয়,
এ জগতে আমার কি
কেহ আপনার নয় ?

৮

এ জগত বিন্দুমাত্র
আমার কি নাহি হয় ?
আমি কি গো এ বিশ্বের
ক্ষুদ্র অণুকণা নয় ?

৯

যে যাতনা হিয়ামাঝে
রয়েছে আমার হায় !
কে আছে আমার ? আমি
সে জ্বালা জানাব কায় !

১০

উষাকালে পাখীগণ
গায় সুললিত গান,
আমিও তাদের সনে
তুলি বিষাদের তান।

১১

নৈশ সমীরণ যবে
বহে করি শন্ শন্,
আমিও তাদের সনে
মিশাইয়া প্রাণমন

১২

গাই বিষাদের গান ;
কিন্তু প্রাণে বাজে কার ?
দিগন্ত কাঁপায়ে শুধু
প্রতিধ্বনি হয় তার।

১৩

পরের ব্যথায় হায়
পরাণে বেদনা পায়,
এক জন হেন কেহ
নাহি হেরি এ ধরায়।

১৪

তবুও যে পোড়াপ্রাণ
কি জানি কেন বা হায়,
ঢালিতে বেদনা মোর
পর প্রাণে সদা চায়।

১৫

পরমেশ তোমা বিনা
কে লবে যাতনাভার,
তোমা বিনা কে আমার
বল প্রিয়তম আর ?

১৬

কোথা তুমি বল প্রভো !
সেইখানে ছুটে যাই,
তব পায়ে ব্যথা ঢেলে
দগ্ধপ্রাণে শান্তি পাই।

সাধ।

বড় সাধ হয় মনে   মানবের ব্যথারাশি,
এ ক্ষুদ্র হৃদয় পাতি   লব আমি দিবানিশি
বড় সাধ হয় মনে   হ'য়ে আমি অশ্রুজল,
সখাসম ব্যথিতের   সাথে র'ব অবিরল।

বড় সাধ হয় মনে প্রণয় হইয়া আমি,
পূরাব তাহার আশা যে জন হতাশপ্রেমী।
বড় সাধ হয় মনে নদীর লহরী হ'য়ে,
মানবের নশ্বরতা গাহিয়া যাইব ব'য়ে।
বড় সাধ হয় মনে সংসারের সুখদুখে,
হাসিয়া আহুতি দিব বিবেক-অনল-মুখে।
বড় সাধ হয় মনে সংসারের দাবানল
তেয়াগি যাইব আমি যথা বহে শান্তিজল।
বড় সাধ হয় মনে সেই দেশে চলি' যাই,
ভগবৎপ্রেমগীতি হয় যথা সর্ব্বদাই ॥

আশা।

১

আশা তুই মায়াবিনি!
তোরে ত আমি না চাই,
বড় তুই মিথ্যাবাদী
দূর হ বালাই ছাই।

২

তুই
আকাশের চাঁদ নিয়ে
দিস যেন হাতে তুলে,

দিশাহারা হয়ে সবে
ছুটে চাঁদ পাবে ব'লে।

৩

তুই
দীনহীন ভিখারীরে
দিস সসাগরা ধরা,
ভুলাস সকল জ্বালা
যে জন সন্তাপে মরা।

৪

তুই
পুত্রহীনা জননীর
ভুলাস যাতনাদুখ,
পতিহীনা বিধবার
মুছাস শোকার্ত্ত মুখ।

৫

ধন্য তুই কুহকিনী
কত কি দেখালি মোরে,
শত স্বর্ণময় ছবি
দেখালি সম্মুখে ধরে।

৬

যেমন অবোধ শিশু
দরপণে ছায়া হেরি,

হাত বাড়াইয়া যায়
মনে করে ধরি ধরি।

৭

তেমনি ছুটিনু আমি
সেই চিত্র ধরিবারে,
হায় রে এখন কোথা ?
এ যে মরি অন্ধকারে।

৮

বুঝেছি রে আশা তোরে
আর আমি নাহি চাই,
দূর হরে মায়াবিনী
দূর হ বালাই ছাই।

নীরবে।

১

কি যে গো দারুণ ব্যথা
আমার এ বুকময়,
কি দারুণ ব্যথায় যে
পুড়িতেছে এ হৃদয়।

২

নীরবে হৃদয়ে আছে
হায় সে অনন্ত ব্যথা,
একটি দিনের তরে
বলিনি একটি কথা

৩

আজ যে গো পূর্ব্বস্মৃতি
জাগিয়াছে সমুদয়,
আজ যে গো পোড়া বুকে
কত কি উচ্ছ্বাস বয়!

৪

আর যে নীরবে হিয়া
পারে না সহিতে হায়!
নীরবে নীরবে যে গো
হৃদয় ফাটিয়া যায়।

৫

আজি গো তোমারে কব
একটি মনের কথা,
নতুবা মরমে আর
সহে না দারুণ ব্যথা!

৬

না গো না কব না আর
নীরবেই থাক থাক,
মরমের আশা মোর
মরমেই মিশি' যা'ক।

৭

কব না মুখটি ফুটে
কখন(ও) একটি কথা,
বলিব না এ হৃদয়ে
কি অভাব কি যে ব্যথা!

৮

মরমের কথা মোর
নীরবে মরমে রবে,
যখন পরাণ যাবে
মোরি সাথে সাথী হবে।

৯

সুখশান্তি নীরবেতে
হইয়াছে সমাধান,
কিছু প্রাণে নাহি মোর
নীরবতা মাখা প্রাণ!

১০

আমি যে গো শুয়ে আছি
চির নীরবতাকোলে,
তবে আর কি হইবে
মিছে ছুট কথা ব'লে?

১১

নীরবে নীরবে থাক
মরমের ব্যথা মোর,
নীরবে নীরবে যাবে
জীবনিশা হয়ে ভোর।

ঊর্ম্মিমালা।

১

এই ক্ষুদ্র বুকমাঝে
কত ব্যথা পেয়ে হায়!
ছোট ছোট ঊর্ম্মিকুল
অনন্তে ছুটিয়া যায়।

২

না হইতে হায় ওর
জীবনের খেলা শেষ,

বিষম বিষাদে ছুটি
যাইছে অনন্তদেশ।

৩

হায় রে পরাণ ওর
ভেঙ্গে গেছে যাতনায়,
তাই যায় ভাঙ্গা হিয়া
লুকাতে অনন্তপায়।

৪

মিলে না ব্যথার ব্যথী
একজন এ ধরায়,
এ দেশে সবাই মত্ত
অনুক্ষণ আপনায়।

৫

এ দেশে সবার মুখে
উদার সরল ভাষা,
শুনিলে মরমমাঝে
জেগে উঠে কত আশা।

৬

কিন্তু সে বিফল সব
এক কণা নাহি ফল,
এ দেশে শঠতাভরা
মানবহৃদয়তল।

৭

সবাই শুনিতে চায়
আপন প্রশংসাগান,
পরের প্রশংসা শুনি
ভেঙ্গে যেন যায় প্রাণ।

৮

শুনিলে পরের সুখ
মরমে উপজে ব্যথা,
সবাই তুলিতে চায়
নিজের উন্নত মাথা।

৯

হেন দেশে ব্যথিতের
কোথায় সান্ত্বনাদান,
তাই যায় উর্ম্মিমালা
অনন্তে লুকাতে প্রাণ।

১০

তোমরা ত উর্ম্মিমালা
যেতেছ অনন্ত দেশ,
হ'বে তথা অবসান
তোদের যাতনাক্লেশ।

১১

আমার এ বুকভরা
অনন্ত বেদনাচয়
যাবে কি কখনো ? এ যে
জীবনে যাবার নয় ।

স্বপন ।

১

আবার সে স্মৃতিরেখা
কেন এ মরম'পরে,
সে বাঁশী আবার কেন
বাজে গো হৃদয়ঘরে ?

২

নিশার স্বপন সে যে
চকিতে ফুরায়ে গেছে,
শুধু হায় স্মৃতিটুকু
হিয়ামাঝে পড়ি' আছে !

৩

ফুল ত চলিয়া গেছে
সুবাস রয়েছে তার,

তা ব'লে তাহাকে বল
হিয়া তৃপ্ত হয় কার !

৪

গেল যদি সুখসাধ
গেল যদি ভালবাসা,
কেন গো না যায় তবে
বুকভরা পোড়া আশা ?

কিছু নাই ।

১

এ হৃদয়ে কিছু নাই
এ যে দগ্ধ মরুভূমি,
কেন এ হৃদয়ে মিছা
স্নেহকণা চাহ তুমি ?

২

স্বর্গীয় অমিয় মাখা
ছিল আগে যে হৃদয়,
আজ তাহে কিছু নাই
কেবল শ্মশানময় ।

৩

সুখসাধ ভালবাসা
যা ছিল হৃদয়তলে,
সকলি দিয়াছি সই
ভাসায়ে অতল জলে।

৪

কোথা পাব স্নেহকণা
কোথা পাব প্রেমপ্রীতি,
এ হৃদয়ে কিছু নাই
আছে শুধু পোড়াস্মৃতি।

সুখের কাঙ্গাল।

১

এখনো এখনো কেন
আমার পরাণ মন,
সুখ-মরীচিকা-আশে
ধাইতেছে অনুক্ষণ ?

২

সুখ সে যে মরীচিকা
আকাশকুসুমসম,

কেন তার আশে মিছা
আকুল পরাণ মম ?

৩

সুখ-আশা জন্মশোধ
দে রে মন বিসর্জ্জন,
মরুভূমে বারি সে যে
হেথা নাই সে রতন !

৪

সুখ-মরীচিকা-আশে
মরমে যাতনা এত,
ছেড়ে দে তাহার আশা
ঘুচিবে বেদনা শত।

৫

কে রে তোরা বল মোরে
যা'ছিস সুখের কাছে,
তবে কি জগতে ভাই !
প্রকৃতই সুখ আছে ?

৬

নিয়ে যা রে সাথে ক'রে
আমায় সে দেশে তবে,
আমি যে খুঁজিয়া তারে
পাইনি এ পোড়া ভবে।

৭

না না আমি যাইব না
তোরা সব যা রে ভাই !
সুখের কাঙ্গাল আমি
চিরদিন রব তাই।

৮

আমি কত খুঁজি তারে
পাই নাই একটুক,
আমার ধারণা ভাই
এ জগতে নাই সুখ।

৯

তার তরে আমি কত
ঘুরিয়াছি দেশে দেশে,
আর না ছুটিব কভু
সুখ-মরীচিকা-আশে।

১০

সুখের কাঙ্গাল হ'য়ে
সংসারতরুর তলে,
প'ড়ে রব, যার ইচ্ছা
যা'ক মোরে পায়ে দ'লে।

১১

এইমাত্র নিবেদন
তব পায়ে ভগবান !
যে ক'দিন এ ধরায়
রহিবে এ পোড়া প্রাণ—

১২

সবে যেন ভালবাসি
ভাবিয়া ভগিনীভাই,
সাধিয়া তোমার কায
যেন তব পাশে যাই ।

অশ্রুজল ।

কাঁদিতে জনম মম চিরদিন কাঁদিব,
কাঁদিতেই ভালবাসি কেঁদে সুখী হইব ।
যদিও তাহার স্মৃতি হিয়া মোর দহিবে,
তবুও সে মুখ স্মরি হিয়া সুখী হইবে ।
যদিও জলদ ভীম অশনিরে হানিছে,
সেই ত ধরায় পুন স্নিগ্ধ নীর ঢালিছে ।
হৃদয়ের আশা মোর যা'ক সব পুড়িয়া,
যাউক যাতনাবিষে হিয়াখানি ভরিয়া ।

তবুও গো সুখশান্তি কিছু আমি চাহি না,
শুধু অশ্রুজল চাই তাহা বই জানি না।
মম হৃদয়ের ধন এই পূত আঁখিবারি,
এই যে প্রেমের স্মৃতি এ যে উপহার তারি।
কত সুখ অশ্রুজলে প্রেমিকের পরাণে,
সে শুধু প্রেমিক বুঝে অপরে তা কি জানে ?
তব পদে পরমেশ আর কিছু চাব না,
শুধু অশ্রুজল দাও, তাও কি গো পাব না ?
প্রেম-অশ্রুজলে যেন পাই তাঁরে পূজিতে,
তা ছাড়া কিছুই আশা নাহি আর এ চিতে।
গাঁথিয়া রাখিব মালা নয়নের জলেতে,
যারে বড় ভালবাসি দিব তার গলেতে।

কিসে তরি।

এই ভবক্ষেত্রে বিভো
কেন গো পাঠালে মোরে ?
কেন বা বাঁধিলে হায় !
দারুণ সংসার-ডোরে ?
পাঠাইতে এ ধরায়
অভাগীরে, প্রয়োজন
ছিল যদি বল তবে
এত সংসারিজন।

জন্মমাত্র তবে তার
নিলে না পরাণ কেন ?
শতপাকে সংসারেতে
কেন বা বাঁধিলে হেন ?
সুদীর্ঘ মিয়াদে যদি
সংসারগারদে হায়,
নিদারুণ হ'য়ে নাথ !
পাঠাইলে এ জনায়
কেন তবে সাধ-আশা
দিয়া গঠিলে গো হিয়া ?
কেন বা হৃদয়খানি
ভরিলে প্রণয় দিয়া ?
পিতা গো চরণে ধরি,
এ গারদ হ'তে মোরে
উদ্ধার কর গো ত্বরা
একবিন্দু কৃপা ক'রে ।
দূর হ'তে মনে হয়
মধুমাখা এ সংসার,
নিকটে এলেই কিন্তু
হিয়া পুড়ি' হয় ছার ।

সুন্দর বিজলি যথা
হৃদয়ে অনল ধরে,
সংসার তেমনি রাখে
হৃদয়ে গোপন ক'রে
যাতনার তীব্র বিষ।
আঁখি তাহে হারাদিশে,
বল নাথ দয়া করি
এ বিপদে তরি কিসে ?

পাব কি।

অসার সংসার হায়, নিত্য নিত্য ভাবি তায়,
কেন সদা প্রাণ চায়, বুঝিতে না পারি ?
এ আমার ও আমার, ভাবিতেছি বারবার,
কিন্তু আমি কোনছার, কি আছে আমারি—
বারেক ভাবি না তাহা, অনিত্য অসার যাহা,
তাই ল'য়ে আহা আহা, যাপিনু জীবন।
হায় রে আমার যবে, আঁখি নিমীলিত হবে,
রহিবে তখন ভবে, আমার কি ধন ?
দেহে রে আমার জ্ঞানে, রত আছি তার ধ্যানে,
তুষি তারে সযতনে, করি প্রাণপণ,

কিন্তু সে ত নহে মম, কেবল মোহের তমঃ
আকাশে জলদসম, ঘেরিয়াছে মন।
সে যদি আমার হ'ত, তবে নাহি পড়ি' র'ত,
প্রাণান্তে সঙ্গেতে যেত, কি তাহে সংশয়?
আমার ত নহে মন সেও ত পরের ধন,
হ'ত যদি সে রতন, আয়ত্ত আমার,
করিব বলিয়া যাহা, প্রতিজ্ঞা করিনু আহা,
কেন না পারিনু তাহা, করিতে এবার?
মন ত আমার নয়, যা' ভাবি তা' নাহি হয়,
সে যে অন্য পথ লয়, তেয়াগি আমায়!
'আমার' বলিতে ভবে, হায় রে কি আছে তবে?
"আমার" বলিয়া সবে, কেন তবে কয়?
আমার বলিতে হায়, কিছু নাহি এ ধরায়,
কেবল ভ্রমের ছায়, মাঝারে মানব
আবদ্ধ হইয়া মরি! ভুলেছে দয়াল হরি,
"আমার আমার" করি, জীবন্তেও শব।
যে অনিত্য তরে মন, ভুলিয়াছে নিত্যধন,
করিয়াছি বরজন, মনুষ্যত্ব হায়,
শেষদিনে এরা হায়, ত্যজিবে না কি আমায়?
যাইবে কি পায় পায়, যাইব যথায়?
সকলি পড়িয়া র'বে, আমারেই যেতে হ'বে,
জানি না বুঝি না তবে, কেন তারে টান?

জগতের সারধন, নিত্যব্রহ্মসনাতন,
চির তিনি সাথে রন, দিলে তাঁরে প্রাণ !
স্মরিলে সে পদদ্বয়, নাহি থাকে ভবভয়,
সব জ্বালা দূর হয়, সে নাম এমন,
সাথে সাথে সে আমার, ঘুরিছেন অনিবার,
ইচ্ছা মোরে দয়াভার, করিতে অর্পণ।
সাধি' দিতে চান ধন, লইতে না হয় মন,
করি কাচ অন্বেষণ, মরি অনুক্ষণ,
সমুখে যে আলো পাই, তার কাছে নাহি যাই,
অনিত্য অসার ছাই, তাই চাহে মন।
"আমি কে কিসের তরে" আসিয়াছি ধরা'পরে,
বারেক তা' চিন্তা ক'রে, দেখিনি কখন।
সে চিন্তা করিলে, মোর টুটিবে মোহের ঘোর,
রবে না সুখের ওর, হায় রে তখন !
ভ্রমজালে পড়ি আর, করিব না হাহাকার,
দূর হবে অন্ধকার, ঢাকা যাহে মন।
হবে কি সে দিন মোর, ছিন্ন হবে মোহডোর,
ঘুচিবে আঁধার ঘোর, পাব সে রতন ?
যে রতন কাছে কাছে, দিনরাত সদা আছে,
যাঁর স্নেহে প্রাণ বাঁচে, যিনি নিত্যধন।

ভুলভাঙ্গা।

১

আজ ভেঙ্গে গেল সই জীবনের ভুল,
কায কি তা খুলে বলা,
সে শুধু মায়ার ছলা,
এতদিন ভাবি তাহা বুঝিয়াছি স্থূল।
সে আমার নহে আর,
আমি আর নহি তার,
ভ্রমে পড়ি হারায়েছি কর্ত্তব্যের মূল।

২

আজ ভেঙ্গে গেল সই জীবনের ভুল,
মুকুতার হার ব'লে,
সাপিনী পরিনু গলে,
ভাঙ্গা কাচে ভাবিলাম রতন অমূল।
মরুভূমি মাঝে হায়!
অন্বেষিণু জলাশয়,
কোথা বারি? এ যে অহো শুধু তপ্তধূল।

৩

আজ ভেঙ্গে গেল সই জীবনের ভুল,
সে রতন তরে আর,
করিব না হাহাকার,
যার তরে বিঁধিয়াছে বুকে তীক্ষ্ণশূল।
সে যদি আমার হয়,
পাইব ত সুনিশ্চয়,
যে দেশে নাহিক সখি যাতনা অকূল।

৪

আজ ভেঙ্গে গেল সই জীবনের ভুল,
কিনিতে মাকাল ফল,
হারানু প্রাণের বল,
ভুলিলাম সব ছোঁর সিমুলের ফুল।
ভুলিনু কর্ত্তব্যচয়,
সেই যেন ব্রহ্মময়,
তারে পেলে যাবে যেন যাতনা অকূল।

৫

আজ ভেঙ্গে গেল সই জীবনের ভুল,
ভুলিয়া দয়াল হরি,
কেন মিছা কেঁদে মরি ?
কি হবে ভাবিয়া মিছা আকাশের ফুল।

সে যদি হৃদয় হ'তে,
নাহি উঠে কোন মতে,
থাক একপাশে পড়ি যথা কণাধূল—
পড়ি থাকে এ ধরায়,
নাহি বাজে কার(ও) পায়,
যা' হবার হ'য়ে গেছে আর কেন ভুল?

৬

আজ ভেঙ্গে গেল সই জীবনের ভুল!
মরিয়াছি অনুরাগে,
হায় বুঝি নাই আগে,
এ দেহ কিছুই নয় শুধু বিশ্বধূল।
আজি উন্মীলিয়া আঁখি,
চাহিয়া দেখিনু সখি,
সব মিথ্যা হরি সত্য হরিই অমূল।

শেষ।

কি শেষ? কিসের শেষ? মরমের ব্যথা?
কি শেষ? কিসের শেষ? মরমের কথা?
সে ব্যথা মরমে মোর নীরবে নীরবে আছে,
বলিনি তা বলিব না জীবনে কাহার কাছে।

তার নাকি আছে শেষ এ পোড়া ধরাতে হায়!
সে অনন্ত ব্যথা নাকি ব'লে শেষ করা যায়!
হয় নাক শেষ যদি হায় এ যাতনাক্লেশ,
তবে শেষ লিখি কেন? কিসের গো এই শেষ?
পরাণের দু'ট কথা বিন্দু মর্ম্মব্যথাডোর
দিয়া, গাঁথিয়াছি মালা তার(ই) আজ শেষ মোর!

সমাপ্ত।

প্রেম-গাথা।

মর্ম্মগাথা-রচয়িত্রী

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

প্রণীত।

১/১ শঙ্কর ঘোষের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩০৫।

মূল্য কাগজের মলাট ৷০ ;   কাপড়ের মলাট ৸০ টাকা।

যাঁর ছবি ভরা মোর
এ সারা হৃদয় মন,
আমি যাঁর যে আমার
যে মোর সর্ব্বস্বধন ;
যাঁর পদে আত্ম ঢালি
বুক ভরা শান্তি পাই,
ভাঙিলে ভবের খেলা
যাঁর কোলে পাক ঠাঁই—
যাঁর প্রেমভাতি মোর
উজলে হৃদয়-পাতা,
তাঁরি পদে দিনু মোর
এই ক্ষুদ্র প্রেমগাথা।

নগেন্দ্রবালা।

বিজ্ঞাপন।

অতি ভয়ে ভয়ে মর্ম্মগাথা প্রকাশিত করিয়াছিলাম। দশ জনে আদর করিয়াছেন দেখিয়া উৎসাহ বাড়িয়াছে, তাই প্রেম-গাথা প্রকাশে সাহস করিয়াছি। দশের অনুগ্রহ লাভ করিলে আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিব।

নগেন্দ্র—

প্রেম-গাথা।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

প্রেমগাথা।

প্রণাম।

অনলের মাঝে যাঁর তেজোরাশি সদা রয়,
তরল তটিনী বুকে যাঁর প্রেম সদা বয়,
চাঁদের আলোকে যাঁর হাসি রাশি উছলায়,
বাসন্তী উষায় যাঁর চারু কোমলতা ভায়,
যাঁহার করুণা ভরা তরুলতা ফুল, ফলে,
প্রাণের ভকতি সহ প্রণাম সে পদতলে।
অমর দেবতাদল যাঁর গীত সদা গায়,
আজি এ নিশীথে মম প্রণাম তাঁহার পায়।
দিবানিশি তাঁর কাছে দাসী এই বর চায়,
অহরহ যেন চিত্ত বাঁধা রহে তাঁরি পায়।

১৩০৩। ১৬ই ভাদ্র।
হুগলী।

কে তুমি?

১

কে তুমি? আমারে তাহা কবে কোন্ জন?
দাঁড়ায়ে চিন্তার তটে,
সুনীল আকাশ-পটে,
অনিমিষে কত নিশা ক'রেছি দর্শন—
দেয়নি উত্তর তারা,
নীরবে চাঁদিমা তারা,
কেবল চাহিয়া ছিল আমার বদন।

২

কে তুমি? তাহাই আমি করিতে শ্রবণ,—
সুনীল সিন্ধুর পাশে,
গিয়াছিনু বড় আশে,
দিল না উত্তর সেত মনের মতন।
আপন মরম ভরে,
শুধু "কল কল" ক'রে,
ক'রেছিল প্রিয়া-সনে প্রেম আলাপন।

৩

কে তুমি ? জানিতে তাই আকুল হইয়া,—
পুছিনু মলয় বায়,
কিছু না বলিল হায়,—
ফুলবালা-মুখ চুমি সে গেল ভুলিয়া।
নিশীথের অন্ধকারে,
সুধায়েছি বারে বারে,
কই কিছু বলিল না করুণা করিয়া।

৪

কে তুমি ? সুধাই যারে কথা নাহি কয়,
ভাসিয়া নয়ন জলে,
সুধায়েছি নর দলে.
কত কথা কহে তারা হ'য়ে নিরদয় !
হায়গো অবোধ জীব,
বলে এক জীব শিব,
কেহ বলে 'প্রেম' তুমি আর কিছু নয়।

৫

জগত সমষ্টি তুমি কেহ পুন কয়,
কেহ প্রকৃতিরে টানে,
তুমি আছ নাহি মানে,
আবার কেহবা বলে তুমি জ্ঞানময়।

ভুলিয়া বিষম ভুলে,
দর্শন বিজ্ঞান খুলে,
কত লোকে কত বলে মনে যাহা লয়।

৬

এ সব কিছুই ভাল লাগেনা আমার,—
যাহার যা ইচ্ছা যায়,
বলুক কি ক্ষতি তায়,
আমি জানি তুমি মোর আমিহে তোমার!
দর্শন বিজ্ঞান ছাই,
আমি তাত নাহি চাই,
চাহিনা দারুণ ভুলে ভুলিতে আবার।

৭

আমি জানি তুমি প্রভু আমি নিত্য দাসী,
তুমি প্রেমময় স্বামী,
চির প্রেম আশী আমি,
তব প্রেম রাজ্যে যেন প্রেমানন্দে ভাসি।
আমি তব তুমি মম,
যদি ইহা শুধু ভ্রম,
থাক তবে সেই ভ্রম হ'য়ে অবিনাশী।
যেন এ ভ্রমের ভ্রম না হারায় দাসী।

১৩০৩। ১৭ই শ্রাবণ।
হুগলী।

আমার দেশ।

১

প'ড়ে আছি এক পাশে দূর বিজনে,—
আমার সাধের ঘর,
বহু দূর দূরান্তর,
আনন্দ ফোয়ারা নিতি বহে সেখানে।
স্বার্থের কুটিল ছায়,
সে দেশে নাহিক ভায়,
পরার্থপরতা ভরা সব পরাণে।

২

তথা প্রেমে প্রতিদান কেহ চাহেনা,
সবে করে আত্মদান,
মমতা মাখান প্রাণ,
দীনেরে পীড়িতে তথা কেহ রহে না।
সে এক মধুর গ্রাম,
বিমল আনন্দ ধাম,
সেখানে বিলাস বিষে কেহ দহেনা।

৩

পরনিন্দা স্রোত কভু বহেনা তথা,—
সবার হৃদয়খানি,
আনন্দের রাজধানী,
কারো বুকে নাহি বিন্দু শোক বা ব্যথা।
সেখানে স্নেহের মেলা,
নাহি ঘৃণা অবহেলা,
সেখানে সবাই বলে মধুর কথা।

৪

সেখানে ছলনা নাহি মানব মনে,—
সে অতি বিমল দেশ,
নাহিক হিংসার লেশ,
সবে যেন ভাই বোন স্নেহ যতনে।
হয় তথা নিতি নিতি,
বিভুর বিমল গীতি
সবে দেয় প্রাণ ঢেলে বিভু চরণে।

৫

সে দেশের কথা আজ জাগিছে মনে,—
পরিচিত মুখগুলি,
চম্পক আঙুল তুলি,
বিস্মৃতির যবনিকা তুলি' যতনে—

হৃদয়ের মাঝে মোর,
বসিছে করিয়া জোর,
উথলি' উঠিছে প্রাণ সেই স্মরণে।

৬

প্রবাসী পথিক আমি এসেছি দূরে
কে জানে কপাল-লেখা,
হবে কিনা হবে দেখা,
পাব কিনা পাব ঠাঁই অমৃত পুরে।
জানিনা বুঝিনা হায়,
তবু মনে সাধ যায়,
আবার সে দেশে আমি বেড়াব ঘুরে।

৭

স্বজনের স্রোতে আমি এসেছি ভেসে,
আবার ভাঁটার বেলা,
ভাঙ্গিবে ভবের খেলা,
ধীরে ধীরে যাব ভেসে আপন দেশে।
সংসার ডাকিবে 'আয়'
ফিরে না চাহিব তায়,
আমি ফিরে যাব ধীরে মধুর হেসে,
বুকেতে তুলিয়া লবে ফিরে সে এসে।

১৩০২। ৭ই ফাল্গুন।
পাণ্ডুয়া।

হতাশের আক্ষেপ।

১

এত দুখ দিতে হয়
ভালবাসি বলিয়া ?
অবশ চিতের সনে,
যুঝিয়াছি প্রাণপণে
ফেলিতে মূরতি তব
হিয়া হ'তে মুছিয়া।

২

কই, তা গেলনা মুছা
মরমেই রহিল,—
মুছে কি প্রেমের ভাতি,
নিবে কি আশার বাতি ?
হৃদয় মথিয়া শুধু
তপ্ত শ্বাস বহিল।

৩

তুমিত গিয়াছ ভুলে,
 আমি নারি ভুলিতে,—
কত ছবি আঁকি মনে,
ধারা বহে দুনয়নে,
মরমে আঁকিয়া মুছি
 কল্পনার তুলিতে !

৪

কভু বা বিরলে বসি
 করি মনে ভাবনা,—
যদিই সে কাছে আসে,
বলে বড় ভালবাসে,
নীরবে শুনিব শুধু
 মুখ তুলে চাবনা।

৫

নলিনী যেমন থাকে
 রবি পানে চাহিয়া,
কহেনা একটী ভাষা,
নাহি কোন সাধ আশা,
নীরবে কেবল তারে
 দেয় প্রেম ঢালিয়া।

৬

আমিও বাসিব ভাল
নীরবেতে তেমনি,
কবনা একটি কথা,
দেখাবনা মর্ম্মব্যথা,—
নীরবে রহিব বাঁধা,
সাধ মোর এমনি।

৭

হায় মোর ভেঙে গেল
সে সাধের ভাবনা।
কেন স্মৃতি পটে আসি,
বাড়াও মমতারাশি,
কেন আর ফিরে চাও
বাড়াইতে যাতনা?

৮

আঁখিতে মমতা ল'য়ে,
ভালবাসা বুকেতে,
কেন আর দেখা দাও,
মাথা খাও স'রে যাও!
যা হবার হবে মোর
তুমি রও সুখেতে।

৯

কেন আর ফিরে চাও
ব্যথা দিতে পরাণে ?
শুধুই নীরবে বসি,
স্মরিব সে মুখশশী,
মুছিবেনা সেই দাগ
প'ড়েছে যা পাষাণে।

১০

দেখিলে সে মুখ মোর
হিয়া উঠে উথলি,
ভাঙে যে বুকের বাঁধ,
জেগে উঠে কত সাধ,
নয়নের জলে বুক
ভেসে যায় কেবলি।

১১

তাই বলি কেন আর
ফিরে চাও ললনা,
যেখানে বাসনা যাও,
এ মুখ লুকাতে দাও
পায়ে পড়ি আর তুমি
স্মৃতিপটে খেল না।

১৩০৩। ৩রা জ্যৈষ্ঠ।
মুখড়িয়া।

সেই ঘর।

১

এই সেই ঘর
যে ঘরে মায়ের কোলে,
খেলেছি শৈশব ভোলে,—
বাবা চুমিতেন মুখ, করিয়া আদর।

২

এই সেই ঘর,
যে ঘরে সাথীর সনে,
খেলিয়াছি ফুল্ল মনে,
ডেকেছি বিভল প্রাণে আয় শশধর।

৩

এই সেই ঘর,
যে ঘরেতে সাধ, আশা,
স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা,
মমতা, ভকতি, প্রেমে পূরিল অন্তর।

৪

এই সেই ঘর,
যে ঘরে নীরবে বসি,
স্মরি প্রিয়-মুখশশী,
কল্পনায় স্বর্গরাজ্যে বাঁধিতাম ঘর।

৫

এই সেই ঘর,
ভাবি যথা পরিণাম,
কুল নাহি পাইতাম,
কাঁপিত অবশ চিত করি থর থর।

৬

এই সেই ঘর,
এক দুই করি হায়,
আজি ছয় বর্ষ য়ায়,
কাঁদিত বসিয়া যথা আকুল অন্তর।

৭

এই সেই ঘর,
যে ঘরে কাঁদিয়া হায়,
পেতেম শান্তির ছায়,
পাইতাম বুকভরা কি এক আদর।

৮

এই সেই ঘর,
কিন্তু এবে সব ছাই,
আজ হেথা কিছু নাই,
নাহি সে সান্ত্বনাগীতি নাহি সে আদর।

৯

এই সেই ঘর,
অতীতের স্মৃতি শুধু
আজ হেথা করে ধূধূ
পোড়াইতে অভাগীর এ পোড়া অন্তর।

১৩০৩।৭ই বৈশাখ।
পলাড়া।

সাধের মরণ।

১

ত্যজি এ সাধের ধরা
একদিন মরে সবে,
চিরকাল কেহ কভু
থাকেনা এমর ভবে।

২

ভবে কেহ মরে যায়
সাধি কায জীবনের,
কেহবা মরিয়া যায়
ল'য়ে ব্যথা মরমের।

৩

আমার মরমে সদা
এই সাধ জাগে হরি!
অলস জীবন ব'য়ে
যেন না অকালে মরি।

৪

'মা' হইতে পারি যেন
মাতৃহীন বালকের,—
মোর স্নেহে তারা যেন
ভুলে ব্যথা মরমের।

৫

দীন জনে করি যেন
অতুল মমতা দান,
বিশ্বসেবা মহাব্রতে
আমি যেন সঁপি প্রাণ।

৬

ব্রজের যুগল সেবা
যেনগো নিয়ত করি,—
সাধি জীবনের কাজ
যেন প্রাণ পরিহরি।

৭

সে স্মরণে বেদনা গো
উদিবে না হিয়াতলে,
ভগন হৃদয়ে আর
এক ক্ষীণ আশা জ্বলে।

৮

এতদিন এ সংসারে
চেয়ে মুখখানি যাঁর,
বহিতেছি নাথ মোর
দুর্ব্বহ জীবন ভার,—

৯

তাঁর সে প্রেমের কোলে
অবশ শরীর রাখি,
ধীরে ধীরে চ'লে যায়
যেন শ্রান্ত প্রাণ পাখী।

১০

নিকটে রবেন গুরু
সুহৃদে গাহিবে নাম,
সে কালে সে নামে যেন
উথলে হৃদয়ধাম।

১১

সাধের মরণ মরি
এই বড় সাধ যায়,—
পূর্ণ কর এই সাধ
ধরি নাথ রাঙা পায়।

১৩০৩।৭ই বৈশাখ।
হুগলী।

চুপে চুপে।

চুপে চুপে এসেছিনু ভেবেছিনু কোনরূপে,
সাধি জীবনের কাজ চ'লে যাব চুপে চুপে।
কিন্তু সে বাসনা হায় হ'লনা পূরণ মোর,
বাঁধিল জগত মোরে দিয়া যে বিষম ডোর।
মাতা পিতা স্নেহভরে এই ক্ষুদ্র লতিকায়,
দিছিলেন জড়াইয়া সংসার তরুর গায়।
ক্রমে ক্রমে বাড়ি হায় অগণিত শাখা তার,
দাঁড়ায়ে সংসারে আজ করিতেছে হাহাকার।
জীবনের কোন কাজ সফল হ'লনা হায়!
চুপে চুপে শুধু আজ হৃদয় পুড়িয়া যায়।
কত আশা চুপে চুপে জেগেছিল বুকে মোর,
চুপে চুপে পলকেতে হায় তা হইল ভোর।
কে জানে ভাঙিবে বুক? ডুবিয়া কল্পনা-কূপে,
অতীত ভাবনা শুধু ভাবি আজ চুপে চুপে।

১৩০৩।৭ই শ্রাবণ।
হুগলী।

আকাঙ্ক্ষা।

১

বিভো! তুমি যত দাও
কিছুতে মিটেনা আশ,
শুধু বলি দাও দাও
একি নাথ সর্ব্বনাশ!

২

সকলি দিয়াছ তুমি
কিছুরি অভাব নাই,
তবু নীর অন্বেষিতে
মরুভূমে ছুটে যাই।

৩

দিয়াছ আমার তরে
রবির উজ্জল কর,
অগণ্য তারকা-মালা,
পূর্ণিমার শশধর।

৪

দিয়াছ মলয় বায়
জুড়াতে দগধ প্রাণ,
বিমল ফুলের হাসি
আদরে করে'ছ দান !

৫

দিয়াছ বসন্ত শীত
মেঘমালা বরিষার,—
হেমন্তে শিশির বিন্দু
হেন মুকুতার হার।

৬

পূজিতে তোমার পদ
দেছ নব দূর্ব্বাদল,
সুরভি কুসুম আর
তুলসী জাহ্নবী জল।

৭

হৃদয়ের মাঝে দেছ
ভালবাসা দয়া প্রীতি,
তারি ছটা মরমেতে
উছলায় নিতিনিতি।

৮

সুখেতে দিয়াছ হাসি
দুখে দেছ অশ্রুজল,—
তবুও মেটেনা আশা
দাও দাও অবিরল।

৯

ক্ষুদ্র মানবেরে স্নেহ
ঢালিতেছ সর্ব্বদাই,
আকাঙ্ক্ষা অনল কেন
তবুও নিবেনা ছাই!

১৩০৩।১৩ই শ্রাবণ।
হুগলী।

চাঁদের খেলা।

১

রবিটি অলসে প'ড়েছে ঘুমায়ে,
দিবসের ছবি প'ড়েছে লুঠায়ে।
হেনই সময়ে চাঁদ,
বিথারি রূপের ফাঁদ,
এ সারা ধরণী তুলেছে মাতায়ে,
মোহিত ক'রেছে অমিয়া ছড়ায়ে।

২

সে বড় রসিক পুরুষ নবীন,
লুকোচুরি খেলা তার চির দিন।
কনক মুকুট শিরে,
ঝোপের আড়ালে ধীরে,
চারুমুখ তুলে নীরবেতে চায়,
লাজ ভয় কত জড়াজড়ি তায়।

৩

নীরবে শিশুরে ডাকে বুঝি আয়
শিশু মুগ্ধ তার নীরব ভাষায়।

মার কোলে তারে আর,
রাখিতে শকতি কার,
চাঁদ দেখ বলে ধূলিতে লুঠায়,
কভুবা হরষে ডাকে চাঁদ আয়।

৪

সে বড় নিঠুর আসে না নামিয়া,
শুধুই সে হাসে চাহিয়া চাহিয়া।
তার সে কনক করে,
ফুলদলে মুগ্ধ করে,
কম করে বিঁধে বিরহীর মন,
দূরে র'য়ে করে কৌতুক দর্শন।

৫

তরুলতা দলে করি পরশন,
ধীরে ধীরে ধীরে করে পলায়ন,
কভু অতি কুতুহলে,
পড়িয়া সরসী জলে,—
পলায় চুমিয়া কুমুদিনী মুখ,
হরিয়া তাহার মধুরতা টুক।

৬

রাতে এসে নিত্য এমনি খেলায়,
নবীন উচ্ছ্বাসে জগত মাতায়।
হিয়া তার নিরমল,
জানেনা কপট ছল,
ছুঁলে তার ছায়া নিবিড় আঁধার,
উজলিয়া উঠে এত গুণ তার।

৭

এমনি সরল বড় ভালবাসি,
খেলিবারে তাই নিতি ছুটে আসি।
এক দিকে চেয়ে থাকি,
করি কত ডাকাডাকি,
সেত নাহি শুনে মোর "আয় আয়"।
বড় পাকা চোর ধরা নাহি যায়।

১৩০৪।৭ই ফাল্গুন।
হুগলী।

ভুলে ভরা।

১

একটি অভাগী নারী বিরস বদন,
ভাবিতেছে "ভুলে ভরা শুধু এ জীবন।"
জীবন প্রভাত বেলা,
খেলেছিল এক খেলা,
দেখিল প'ড়েছে তায় ভুলের অঙ্কন।
গেল না সে ভুল সারা,
হইল আপনাহারা,
ধীরে তাই কহে করি অশ্রু বরিষণ।

২

"অনন্ত ভুলেতে ভরা আমার জীবন।
ভুলি ভুলি মনে করি,
ভুলিতে মরমে মরি,
তারি প্রেমে ঢুলু ঢুলু আজ দুনয়ন।
ভুলে ভুলে ভালবাসি,
ভুলে ভুলে কাছে আসি,
ভুলে ভুলে প্রেম বারি করি বরিষণ।

৩

৩

"ভুলে ভুলে ভরা শুধু আমার জীবন।
ভুলে গাঁথি ফুল-হার,
ভুলে দিই গলে তার,
ভুলে কল্পনায় চুমি সে চারু আনন।
দিবস রজনী মোর,
সকলি ভুলের ঘোর,
আমার জীবন যেন আঁধার ভীষণ।

৪

"ভুলে ভুলে ভরা শুধু আমার জীবন।
সংসারের তীব্র বাণ,
যবে বিঁধে নাই প্রাণ
ছিল হৃদি নিরমল যুথিকা যেমন।
তখন দুজনে হায়,
দেখিতাম নিরালায়,
নৈশাকাশ মাঝে শশী তারা অগণন।

৫

"ভুলে ভুলে ভরা শুধু আমার জীবন।
যখন নিকটে বসি,
হেরিতাম মুখশশী,

কি যেন হায়ায়ে মোর ফেলিত গো মন।
চাহিলে মুখের পরে,
কি যেন সে নিত হ'রে,
কি যেন অজানা দেশে যেতাম তখন।

৬

"ভুলে ভুলে ভরা শুধু আমার জীবন।
তৃষাকুল হিয়াতল,
জলদে চাহিনু জল,
ভাগ্যদোষে সে যে দিল অনল ভীষণ।
তবু তারে বুকে আঁকা,
আশাপথ চেয়ে থাকা,
পলকে প্রলয় চিন্তা কেনবা এমন ?"

১৩০৩। ১৯ই শ্রাবণ।
হুগলী।

নিঃস্বার্থ প্রেম।

১

একটু করুণা আশে,
গিয়াছি যাহার পাশে,
সে দিয়াছে হিয়াখানি দলি দুটি পায়।
শীতল হইতে হায়,
সেবিনু মলয় বায়,
সে শুধু অনল ঢালি দিল গো আমায়।

২

আকাশে তারকা হাসে,
আমি গেলে তার পাশে,
সোণা মুখখানি তারা অম্বরে লুকায়।
প্রফুট কুসুম কলি,
মোরে দেখি পড়ে ঢলি,
অমুল সুরভি টুকু চকিতে ফুরায়।

৩

কেন যে তা নাহি জানি,
মেঘে রাম ধনুখানি,
আমারে যেমন দেখে অমনি লুকায়।

নিঃস্বার্থ প্রেম।

এ ক্ষুদ্র হৃদয় পিষে,
শশী যায় মেঘে মিশে,
আমারে চাহে না কেহ দয়া মমতায়।

৪

আমারে দেখিলে পর,
থামে পাপিয়ার স্বর,
হয়গো সাধের বীণা নীরব নিথর।
আমার বিষাক্ত নামে,
দয়ালের দয়া থামে,
শুকায় আমার বায়ে বারিধি নিঝর।

৫

জগতে আমার নাই
দাঁড়াতে একটু ঠাঁই,
যে দেখে আমারে সেই বলে "সর সর"।
আমার তপত বায়,
সব ছাই হ'য়ে যায়,
তাই আমি এ জগতে এত পর পর।

৬

এ হেন অনল পাশে,
তুমি কেন মৃদু হাসে,
স্নেহের পসরা ল'য়ে ডাক আয় আয়?

যার নামে সবে সরে,
তুমি কি সাহস ভরে,
এসেছ তাহার ঠাঁই? বলগো আমায়।

৭

যত বলি মাথা খাও,
এস নাক সরে যাও,
উষ্ণ শ্বাসে পুড়ে যাবে ও কোমল কায়,
ঘনায়ে ঘনায়ে হেন,
তত কাছে আস কেন,
বলিলে না সর তুমি এত বড় দায়!

৮

নাহিক একটু জ্ঞান,
অবিরত একি ধ্যান,
পতঙ্গ অনলে চুমে পোহেতে কেবল।
রত্নবিনিময়ে হেন,
কাচে অভিলাষ কেন,
সুধা বিনিময়ে কেন মাগিছ গরল?

৯

এ হৃদয় মরুভূমি,
জেনে শুনে তবু তুমি,
কেনবা তাহার পাশে ঘুর অনিবার?

নব অনুরাগ ভরে,
কেবা বজ্র বুকে করে,
এ হেন অবোধ ভবে কেবা আছে আর ?

১০

জ্বলন্ত অনলে হায়,
কেবা ঝাঁপ দিতে চায়,
রতন ভাবিয়া তারে কে ধরিতে যায় ?
আমি বলি "সর" যত,
তুমি কাছে আস তত,
এমন নিঃস্বার্থ প্রেম কে দেখেছে হায় !

১৩০৩। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ।
হুগলী।
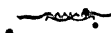
মানুষ।

১

মানুষ কাহারে বলে
বল দেখি সজনি !
কোন্ রক্ত ধরে সই
তাহাদের ধমনী ?

২

হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার
স্বার্থে পূজে যাহারা,
এ জগত মাঝে সই
মানুষ কি তাহারা ?

৩

দীন কাঙালের বুক
ভাঙে পদ ঘায়েতে,
তারাই মানুষ নামে
খ্যাত ধরা ধামেতে ?

৪

"আমিই কেবল বড়"
এই গান যাহারা,
নিয়তই গাহে সই
মানুষ কি তাহারা?

৫

মুখে সরলতা ভাণ
বিষ মাখা বুকেতে,
দেখিলে পরের সুখ
মরে যারা দুখেতে,

৬

জীবন উদ্দেশ্য ভুলি
"সুখ সুখ' করিয়া
অসার সংসারে যারা
সদা মরে ঘুরিয়া,

৭

বল মোরে বল সই
মানুষ কি তাহারা?
তারাই মানুষ যদি
পশু তবে কাহারা?

৮

মোদের জনক এক
কেন তাহা ভুলিয়া,
আত্মপর বাছে নর
মোহমদে ডুবিয়া ?

৯

কবে গো প্রেমের নদী
উথলিয়া উঠিবে,
কোটী কোটী নর নারী
তার মাঝে ডুবিবে ?

১৩০৩। ২১শে শ্রাবণ।
হুগলী।

ক্ষুদ্র।

১

ক্ষুদ্র জন দেখি হায়,
কেন তারে দল পায়,
ক্ষুদ্র যারা এ জগতে তাহারা কি বাসে না ?
যে বিশ্বে তপন ভাসে,
যে বিশ্বে চাঁদিমা হাসে,
সে বিশ্বে কি ছোট ছোট তারাগুলি হাসে না ?

২

যে বিশ্বে সমুদ্র রয়,
যে বিশ্বে জাহ্নবী বয়,
সে বিশ্বে কি ছোট ছোট নদীগুলি থাকে না ?
যে বিশ্বে কোকিল তান,
মাতাইয়া তুলে প্রাণ,
সে বিশ্বে কি ছোট ছোট দোয়েলেরা ডাকে না ?

৩

যে বিশ্বে মলয় বায়,
জুড়ায় জগত কায়,
সে বিশ্বে কি সান্ধ্য বায়ু ফুল মধু লুটে না ?

গোলাপ কমল রাশি,
যে বিশ্বে ঢালিছে হাসি,
সে বিশ্বে কি ছোট ছোট যুঁইগুলি ফুটে না ?

৪

যে বিশ্বে প্রেমের গান,
মাতায় মানব প্রাণ,
সে বিশ্বে কি শিশু ভাষা শুনি কেউ মোহে না ?
যে বিশাল বিশ্ব মাঝে,
ধনীর প্রাসাদ রাজে,
সে বিশ্বেতে দরিদ্রের কুটীর কি রহে না ?

৫

যে বিশ্বে সাধক দল,
বিভু পূজে অবিরল,
সে বিশ্বে কি ক্ষুদ্র নর ভগবানে ডাকে না ?
যে বিশ্বে মাধবী লতা,
জানায় প্রেমের কথা,
সে বিশ্বে কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণগুলি থাকে না ?

৬

যে বিশ্বে বরিষা ধারা,
করে সবে আত্মহারা,
সে বিশ্ব কি শিশিরের বিন্দু বুকে সহে না ?

পরমেশ পাশে ভাই,
ছোট বড় ভেদ নাই
সবে তাঁর সম দয়া ভেদাভেদ রহে না।
তবে গো তোমরা হেন,
ক্ষুদ্র জনে দল কেন,
সবে প্রেম ঢাল, হৃদে স্বার্থ যেন বহে না!

১৩০৩। ৭ই আশ্বিন।
বদনগঞ্জ, শ্যামবাজার।

ভালবাসা কারে কয় ?

১

ভালবাসা কারে কয় ?
কোথা সে বসতি করে,
কেমন মূরতি ধরে,
বল সে কেমন ক'রে প্রাণ কেড়ে লয় ?
কেমনে বা মাতায় হৃদয় ?

২

এ জগত কেন বাঁধা তায় ?
কেহ না ছাড়িতে চায়,
সবে লুটে তার পায়,
বুকেতে রাখিতে তারে কেন সবে ধায় ?
বল শুনি কি আছে তাহায় !

৩

কি বলিব কত মধু তায়,
চারিটি আখরে তার,
সুধা ঝরে অনিবার,
একবার সে রতন পশিলে হিয়ায়,
শোক তাপ সব দূরে যায় ।

৪

বিশ্ব বাঁধা তারি রাঙা পায়,
পূর্ণিমার শশধর,
পশিলে আপন ঘর,
আকুল তারকা কুল কাঁদিয়া লুটায়,
ধরিতে তাহারে ছুটে যায়।

৫

এ ধরণী ভালবাসাময়,
তাহারে ছাড়িতে হায়,
সবাই বেদনা পায়,
ব্রজাঙ্গনা তারি তরে ত্যজি সমুদয়,
শ্যাম পদে দিছিল হৃদয়।

৬

ভালবাসা অজর অমর,
পরশিলে তার বায়,
লৌহ হেম হ'য়ে যায়,
এ জগতে ভালবাসা পরশ পাথর,
তাই এত তাহার আদর !

১৩০৩। ২২শে ভাদ্র।
হুগলী।

প্রার্থনা

১

ও চরণে
কায়মনে
আমার মিনতি হরি !
মনপ্রাণ,
যেন দান
তোমারি চরণে করি।

২

কিবা সুখ,
কিবা দুখ
যেন সম দেখে মন।
কি বিপদে
কি সম্পদে
যেন স্মরি ও চরণ।

৩

"আমি করি"
গর্ব্ব হরি,
হয় যেন তিরোধান।

প্রার্থনা।

কর্ম্মফল,
অবিরল,
করি যেন তুঁহে দান।

৪

পরমেশ,
দয়ালেশ,
বিতরিয়া এ জনায়,
দাসী ক'রে,
চিরতরে,
রেখ ওই রাঙা পায়।

৫

এ বাসনা
এ সাধনা
যেন গো পূরণ হয়,
এই চাই,
আর নাই
কোন সাধ দয়াময়!

৬

পিপাসিত,
পোড়া চিত,
তোমারি আশেতে হায়!

কেঁদে কেঁদে,
বুক বেঁধে,
প'ড়ে আছে এ ধরায়।

৭

সাধ নিতি
প্রেম গীতি
গাব নাথ অনিবার।
প্রেমধন
বিতরণ
কর মোরে একবার।

১৩০৩।৭ই আশ্বিন।
হুগলী।

কাছে কি দূরে ?

১

কাঁদি যবে নিরালায়
আকুল প্রাণে,
তখন অলক্ষ্যে আসি,
ঢালিয়া অমিয়া রাশি,
কে তুমি জুড়াও চিত
মধুর তানে ?

২

ভাঙে যবে হিয়া মোর
অজানা ব্যথা,
তীব্র বাসনার ঘায়,
হিয়া যবে ছিঁড়ে যায়,
কে তুমি তখন বল
মধুর কথা ?

৩

এ দগ্ধ সংসারে যবে
বেড়াই ঘুরে,
ঢালিয়া করুণা ধারা,
কর মোরে আত্মহারা,
কে তুমি পরাণে দাও
অমিয়া পুরে ?

৪

কত কথা কও মোর
নিকটে এসে,
দেখি মনে লয় হেন,
পুনঃস্বপ্ন ঘোর যেন,
কেন এত লুকোচুরি
মধুর হেসে !

৫

তুমিত ঢালিছ প্রেম
নিয়ত মোরে,
আমি দূরে দূরে থাকি
ভুলে তোমা নাহি ডাকি,
তবু সাথে সাথে কেন
বল কি ঘোরে ?

৬

আমিত চিনি না তোমা'
তুমি আমারে,
মোহন কটাক্ষে হেন,
সুধারাশি ঢালি কেন
ভাসাইতে চাহ প্রাণ
প্রেম-পাথারে ?

৭

অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে কেন
পরাণ টান ;
বারেক দিলে না দেখা,
তবু তুমি বুকে লেখা
আমিত বুঝিনা তুমি,
কি গুণ জান !

৮

এ তব কেমন খেলা,
বুঝিতে নারি,
এ কেমন প্রেম করা,
ধর, নাহি দাও ধরা,
এই আছ এই নাই
চতুর ভারি !

৯

নিকটে বাজাও বাঁশী
ললিত স্বরে,
বাঁশী লক্ষ্যে ফিরে চাই,
দেখাত নাহিক পাই,
কে কবে আমারে তুমি
কাছে কি দূরে ?

১৩০৫।২৯শে জ্যৈষ্ঠ।
হুগলী।

প্রেম।

১

মনে করি ভুলেছি তোমায়,
মনে হয় কাছে এলে,
দেখিব না আঁখি মেলে,
দেখা হ'লে চ'লে যাব আনত মাথায়!

২

মনে হয় সে সকল কথা,
নাহি লেখা হিয়াতলে,
ডুবেছে বিস্মৃতি জলে,
মুছে গেছে মরমের দারুণ ব্যথা।

৩

কিন্তু অহো এ রীতি কেমন!
ভুলেও কেননা ভুলি,
কেন বা স্মৃতির তুলি,
আবার এ বুকে করে সে ছবি অঙ্কন!

৪

যবে নীল নৈশাকাশে চাই,
ভাঙিয়া বুকের বাঁধ,
কত কথা কহে চাঁদ,
নীরব ভাষায় তার গেয়ান হারাই।

৫

স্মরি তোমা হেরি তারা হার।
হেরি যবে ফুলবালা,
তাহে তব স্মৃতি ঢালা,
সারাবিশ্ব-ব্যাপী তুমি একি গো আবার।

৬

যাহা কিছু মধুর ভুবনে,
তারেই দেখিলে হায়,
তব ছবি বুকে ভায়,
ভুলিয়াছি তবে আর বলিব কেমনে?

৭

এবে দুঁহে বহু ব্যবধান,
তুমি মায়া রাজ্য পারে,
আমি মায়া-পারাবারে,
তবু কেন অলক্ষিতে টানিছ পরাণ?

৮

চঞ্চলদামিনী সম সার,
  কেন মিছা আস আর,
  বাড়াইতে অন্ধকার,
কেন হেন টানাটানি ল'য়ে ছেঁড়া তার ?

৯

আজু কেন টানে প্রাণমন ?
  কোন মন্ত্র হেন আছে
  শতদূর—করে কাছে
ভাঙা বীণা সপ্তমেতে বাজায় এমন ?
(আমি জানি প্রেম সে গো নহে অন্য জন)

১৩০৩।১২ই আশ্বিন।
হুগলী।

প্রভাত সঙ্গীত।

১

উজলি পূরব দিক
    শুকতারা ঢালে হাসি,
বিদাইয়া চাঁদিমায়,
বিদাইয়া তারকায়,
নিশার বিদায় গায়
    ছড়ায়ে কনকরাশি।

২

রজনীর গলা ধরি
    নিদ্রাদেবী যায় চ'লে,
তারি সনে পায় পায়,
স্বপন সুন্দরী যায়,
কত স্মৃতি ঢেলে দিয়া
    মানস-মরম-তলে।

৩

আলোক আঁধার ছুঁহে
    দুজনে জড়ায় বুকে,

অশ্রুধারে ভাসি হায়,
আঁধার বিদায় চায়,
আলোকের ক্ষীণ হাসি
ফুটে উঠে চারু মুখে।

৪

দিবা আগমন-হেরি
আবাহন তরে তার,
সুন্দরী বালিকা উষা,
পরিয়া কনক ভূষা,
মঙ্গল নিছনি করে
ছড়ায়ে কনক ধার!

৫

পিক কুল কুহু স্বরে
আবাহন গীতি গায়,
বরণ করিতে তায়,
মৃদুল পবন ধায়,
সরসেতে সরোজিনী
ডাকে তারে" আয় আয়।"

৬

যামিনী বিরহে বুক
হ'য়ে গেছে শতখান,

সুখের স্বপন চয়,
ভেঙে গেছে সমুদয়,
নীরবেতে দীপশিখা।
ত্যজে তাই ক্ষুদ্র প্রাণ।

৭

ভরিল নবীন ভাবে
এ বিশাল ধরাখান,
নবোদ্যমে এ ধরায়,
খাটে সবে পুনরায়,
কত আশা নিরাশায়
আবার ভরিল প্রাণ।

৮

প্রভাত ঢালিল বিশ্বে
অনন্ত প্রেমের ধার,
ধরা উজলিয়া উঠে,
অনন্ত লহরী ছুটে,
স্বরগ মরত যেন
হ'য়ে গেল একাকার !

১৩০৩।৫ই আশ্বিন।
হুগলী।

সান্ত্বনা।

হে পথিক্ কেন তব ঝরিছে নয়ন ?
কি হেন বিষাদ ব্যথা পশিয়া হিয়ায়,
করিয়াছে মুখখানি কালিমা বরণ,
কাতর পরাণ তব কি রতন চায় ?

মুছে ফেল মরমের করাল কামনা,
ছিঁড়ে ফেল ধরণীর স্নেহের শিকল,
এ জগত মরুভূমি, এখানে ফলে না
বাসনা লতার মাঝে শান্তিময় ফল।

জগতের সুখ সেত নিশার স্বপন!
অথবা কেবল তাহা কবির কল্পনা,
এ সংসার কারাগার বড়ই ভীষণ
তাহে বাঁধা র'তে সাধ কেন গো বল না ?

যদি হে মরমে বড় বেদনা পেয়েছ,
যদি হে হৃদয়ে সদা জ্বলে কালানল,
জীবন রহিতে যদি মরিয়া রয়েছ,
অশ্রুধারা যদি তব ভরসা কেবল,

আপন প্রাণের স্বার্থ দলি দুটি পায়,
ভাই বোন ভাবি সবে ঢাল ভালবাসা,

অনন্ত প্রেমের বন্যা ছুটাও ধরায়,
তবেই পুরিবে যত মরমের আশা।

ভুলি হিংসা দ্বেষ আর অনিত্য সংসার,
নিবায়ে বৈরাগ্য জলে বাসনা অনল,
ওই শ্রান্ত প্রাণ খানি লইয়া তোমার,
শোও শান্তিময় কোলে পাবে শান্তি জল।

ঘুচে যাবে মরমের যত হাহাকার,
একটি বিষাদ রেখা মরমে রবে না,
কাঁদ তাঁর পদে, যদি মরমে তোমার
সুখের একটি ঢেউ ভুলেও বহে না।

১৩০৩।১৩ই আশ্বিন।
হুগলী।

এস না।

মরণ! চরণ ধরি এখন এস না কাছে,
এখনো মরমে মোর কত সাধ আশা আছে।
যদিও কঠোর ঘায় ভাঙিয়া গিয়াছে প্রাণ
তবু মোর সাধ আশা হয় নাই অবসান।
যতক্ষণ রবে প্রাণ যতদিন র'বে শ্বাস,
ততদিন অবিরত পরাণে জাগিবে আশ।
এখনো খাটিতে সাধ রয়েছে জগতে মোর,
এখনো জগতে মোর চিত আছে হ'য়ে ভোর
তুমি কেন উঁকি মার আমার জীবন পাশে?
কেন মোরে পলে পলে বাঁধিতেছ দৃঢ় ফাঁসে?
তুমি যদি কোলে লও ভুলিব পুরাণ গান,
যে স্মৃতির গাথা আজো বাঁচায়ে রেখেছে প্রাণ
দগধ হৃদয় লয়ে পড়ে আছি নিরালায়,
কেহই না ডাকে মোরে কেহই না ফিরে চায়।
তুমি কেন ডাক মোরে মোরে ডাকি কিবা ফল
আমারে ফেলিতে দাও দুই ফোঁটা অশ্রুজল।

কামনা বাসনা সাধ দিয়া যবে বলিদান,
ডাকিবে কাতরে তোরে আমার অবশ প্রাণ
সেই দিন সখা ভাবে আসি দিও আলিঙ্গন,
এখন এস না কাছে রাখ এই নিবেদন।

১৩০৩৷৮ই কার্ত্তিক।
বৈদ্যনাথ—দেওঘর।

ভুল।

১

আকাশ মাঝারে হাসিছে শশী
হাসিছে অগণ্য তারকাকুল,
সরসে হাসিছে আমোদে কুমুদি
কাননে হাসিছে কতই ফুল।

২

ফুলের আতর মাখিয়া গায়,
সমীর হাসিয়া পড়িছে ঢ'লে,
আমারি থেমেছে হাসির খেলা,
কালিমা ছেয়েচে মরম তলে।

৩

আমারি বসন্তে অনল ঢালা
মলয়ে মাখান তপত ধূল;
মোর বীণা শুধু বেসুরে বাজে
আমারি পরাণে মাখান ভুল।

৪

হৃদয় হইতে প্রেমের মালা,
হরষে পরানু যাহার গলে;

সে কভু চাহে না নয়ন তুলি
হিয়াখানি পদে ফেলিল দলে।

৫

ফুটিল তাহাতে জ্ঞানের আঁখি
ভাবিলাম চিতে জগতে আর,
আপনা ভুলিয়া রবনা বাঁধা,
ধরিব না কভু প্রেমের ধার।

৬

হৃদয়ের প্রেম যতনে নিতি
পরমেশ পদে করিব দান,
তাঁরি প্রেমে সদা মগন র'য়ে,
প্রাণ খুলে গাব তাঁহারি গান।

৭

কোথা সে কল্পনা গেল গো উড়ি,
খুঁজিয়া তাহার না পেনু কুল,
উছাসে ধরিনু হৃদয় চাপি।
পরাণে জড়ান রহিল ভুল।

৮

কত ভাই বোন র'য়েছে হেথা,
আমারে দেখায়ে দিবে কি কূল ?
আপন বলিয়া যতন করি,
দিবেকি আমার ভাঙিয়া ভুল ?

১৩০৪।২৮শে আশ্বিন।
বদনগঞ্জ—শ্যামবাজার।

বিয়োগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া।

১

গোরাবিয়োগিনীবালা নয়নে বহিছে জল,
ক্ষণে করে হায় হায়,
ক্ষণে পথ পানে চায়,
আলুলিত কেশদাম চুমিছে চরণতল।

২

গদ গদ ভাষে বালা কহে "কোথা প্রাণাধার,
কি এত ক'রেছি দোষ,
কেন বঁধু এত রোষ
এ জীবনে দিবে নাকি মোরে দরশন আর ?

৩

"চিরতরে কেন বল তেয়াগিলে অবলায় ?
নিতি করি ডাকাডাকি,
পাওনা শুনিতে তাকি,
কেন দিলে বুক ভাঙি নিদারুণ উপেখায় ?

৪

"হেন নিঠুরতা শরে, কেন নাথ মোরে আর,
বিঁধিতেছ অবিরত,
আমি যে মরমে হত,
বল বল আরো সাধ কিবা আছেগো তোমার ?

৫

"তোমার ঘরণী হ'য়ে কেন জনমিনু হায় ?
পথের পথিক যারা,
তোমা ধনে পায় তারা,
যতনে লুটায়ে পড়ে ওই দুটি রাঙা পায়।

৬

"নারী না হইয়া যদি হইতাম অন্য জন,
তবে এ নয়ন ধারা,
মোরে না করিত সারা,
নিদারুণ নিঠুরতা দহিত না এ জীবন।"

৭

এতই বলিয়া বালা জুড়ি চারু করদ্বয়,
উর্দ্ধ নেত্রে চাহি হায়,
যেন কারে ক্ষমা চায়,
আপন হৃদয় পানে চাহিয়া আবার কয়।—

৮

"কি বলিলি বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ মোর নিরদয় !
যদি প্রলয়ের ঝড়ে,
দিনকর খসি পড়ে,
মক্ষিকা সুমেরু তুলি মহাশূন্য মাঝে লয়।

৯

অনন্তে মিশায় যদি এ বিশাল বিশ্বখান,
সতী ছাড়ে নিজ পতি,
ত্যজে তপ ঋষি যতি,
তবু দয়া মাখা রবে নাথের বিমল প্রাণ।

১০

কে বলে সে গেছে ভুলে হ'য়ে মোরে নিরদয় ?
আমার মরম ঘরে,
সে যে নিতি খেলা করে,
একদণ্ড এক তিল মোর কাছ ছাড়া নয়।

১১

যদি গৃহ মাঝে মোর রহিত হৃদয় ধন,
রহিতেন পতি মম :
আজি মোর প্রিয়তম,
হইয়া জগত পতি তুষিছে জগত জন।

১২

আলয়ে রহিলে শুধু আমিই পেতেম সুখ,
আজি সারা বিশ্বজন,
হেরি নাথ ও চরণ
পাইছে অনন্ত শান্তি জুড়ায়ে দগধ বুক।

১৩

সবে সুখে ভাসে হেরি বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি-মুখ,
এ হ'তে সৌভাগ্য আর,
কিবা আছে অবলার,
উছসি উঠিছে হিয়া ভাবি এ অতুল সুখ।

১৪

যেখানেই রও তুমি রবে মোর প্রাণাধার,
মোর পতি বিনা ভবে,
অন্য পতি নাহি হবে,
তবে আর কেন কাঁদি, কেন এত হাহাকার!

১৫

বিলাও বিলাও প্রেম যত সাধ এ ধরায়,
এ দাসী যেন গো তায়,
নাহি হয় অন্তরায়,
আর মোর কোন সাধ নাহি নাথ এ হিয়ায়।

১৬

হইয়া জগতপতি বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণাধার,
এ সারা জগত পরে,
সুধা বরিষণ করে,
সুখ-শান্তি-প্রীতি-স্থল আজি গো সে এ ধরার।

১৭

এর চেয়ে মোর সুখ কিবা আছে এ ধরায়,
নাহি মোর শোক দুখ,
নবসুখে পূর্ণ বুক,
আচণ্ডালে দাও প্রেম মনে যত সাধ যায়।

১৩০৪।৯ই কার্ত্তিক।
বদনগঞ্জ—শ্যামবাজার।

থাম রে বীণা।

১

থাম রে সাধের বীণা বাজিসনে আর,
ধরায় সুখের বায়,
নিয়ত বহিয়া যায়,
তুই কেন ঢেলে দিস বেদনার ভার ?

২

কত শত হাসি মুখ রয়েছে ধরায়,
তোর বেদনার ভার,
এখানে নামায়ে আর,
হাসি মাখা দেশ কেন ছাবি কালিমায় !

৩

তাই বলি থামা বেগ তোর মুচ্ছ‍র্নার,
যে আগুণ বুকে জ্বলে,
থাক তা মরম তলে,
দিসনে দেখায়ে পরে বেদনার ভার।

৪

প্রেমডোরে বাঁধি বীণা তোল তাল মান,
ভুলি' শত বেদনায়,
বিশ্বে ঢাল আপনায়,
অবেই জাগিবে পুন নীরব পরাণ।

১৩০৪।২৮শে আশ্বিন।
বদনগঞ্জ—শ্যামবাজার।

চিন্তা।

১

যবে শ্রান্ত প্রাণ খানি মোর,
মুদিয়া আঁখির পাতা,
স্মরিয়া পুরাণ গাথা,
ধীরে ধীরে শোয় কোলে তোর।

২

সে সময় মরমে আমার,
কতই উচ্ছ্বাস বয়,
কি কব কবার নয়,
যথা উদ্বেলিত পারাবার।

৩

তখন পরাণে সাধ হয়,
তোর কাছ হ'তে ভাই,
শত দূরে সরে যাই,
যথা তুই ছুবিনা আমায়।

৪

বিফল সে বাসনা আমার,
একদণ্ড তরে তুমি,
ছাড়না এ হৃদি ভূমি,
বাসভূমি এ যেন তোমার।

৫

যদিইবা ভুলে একবার,
ছাড়ি এ হৃদয় ঘর,
যাও তুমি দূরান্তর
আমি তবে বাচিনা আবার।

৬

থাকিলেও বধ স্মৃতি ঘায়,
নাহি থাকিলেও তুমি,
হয় হৃদি মরুভূমি,
এ নীতি কে শিখালে তোমায়?

৭

যায় যাক স্মৃতি ঘায় প্রাণ,
ঝরুক নয়ন ঘোর,
তবু তুমি থাক মোর,
ব'ক তোর এ অনন্ত টান।

৮

তুমি হারা যে পোড়া হৃদয়,
সে ত মরুভূমি শুধু,
অথবা শ্মশান ধু ধূ,
কিম্বা তাহা জলবিম্বময়।

৯

তাই তোরে সাধি বার বার,
অনন্ত অক্ষয় হ'য়ে
রও তুমি এ হৃদয়ে,
সরবস্ব তুমি অবলার।

১০

তোরেই লইয়া সখি বুকে
বিশ্বপ্রেম মাঝে হায়,
ভাসাই লো আপনায়,
(মোরে) তুমিই ভাসাও শতসুখে।

১৩০৩। ১৬ই ফাল্গুন।
পাণ্ডুয়া

নির্ঝরিণী।

১

কোথা যাও নির্ঝরিণি!
কার প্রেমে পাগলিনী,
কার অনুরাগে ছুট করি "কল কল"
স্মরিয়া কাহার মুখ,
বিদরি পাষাণ বুক
কারে চাও? কার প্রেমে হিয়া ঢল ঢল!

২

মুখেতে মধুর হাসি
প্রণয় উচ্ছ্বাসে ভাসি,
কোথায় চলেছ বালা তুলি মৃদু তান?
একটানে ছুটে যাও,
ফিরে আর নাহি চাও,
কার প্রেমরসে হেন বিভল পরাণ?

৩

প্রবল সমীর পেয়ে,
এমন যেতেছ ধেয়ে,
সুনীল সিন্ধুরে বুঝি করিতে চুম্বন!

সে তোর একার নয়,
তার কত পিয়া রয়,
তবুও তোমার সেই সরবস্ব ধন!

৪

ধন্য বালা তোর প্রেম,
জিনি জাম্বুনদ হেম,
অমিত জগতে তার তুলনা না পাই।
তোর পদে আমি ভাই,
নিতি এই বর চাই,
তোর সম প্রেমে যেন আপনা হারাই।

১৩০৩। ১৩ই শ্রাবণ। হুগলী।

কোন নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি।

১

এক দুই তিন করে গেছে কত দিন,
তবু স্মৃতিটুকু তব হয়নি মলিন।
মৃদুল সমীর ভরে,
গাছের পাতাটি ঝরে,
তব পদধ্বনি ভাবি ঘুরে ফিরে চায়,
কোথা তুমি মরিচীকা, চকিতে ফুরায়!

২

বসন্তে হাসিয়া উঠে সারা ধরাখান,
নবীন উচ্ছ্বাসে মাতে মানব পরাণ।
তোমারি আত্মীয় যত,
বিষাদে মরম হত,
তাদেরি বীণায় নাহি কানাড়ার তান।
তাদেরি অঝোরে আজ ঝরিছে নয়ান।

৩

যার সুখ তরে দিতে আত্মবরজন,
কেমনে নিঠুর হলে তাহারে এমন?

অর যে দাঁড়াতে ঠাঁই
জগতে কোথাও নাই,
কেহ না আদরে তারে তোমার মতন।
কেবল আঁধার ভরা তাহার জীবন।

৪

জানেনা অভাগী তুমি রয়েছ কোথায়,
তবু করে ডাকাডাকি নিয়ত তোমায়।
হায় সে অভাগী বালা,
ভুলি ভুলি গাঁথে মালা,
বাসনা পরাবে মালা তোমার গলায়,
কোথা তুমি ? ফুলমালা নীরবে শুকায়।

৫

তবু সে যে বেঁচে আছে অত বেদনায়,
কেবল সে ভবিষ্যত মিলন আশায়।
তোমার সুখেতে হায়,
সে যে নিতি সুখ পায়,
জানে না সে নিজ সুখে ডুবিতে কখন,
তবে কেন অবিরত বরষে নয়ন ?

৬

তোমার দরশ সুখ পায়নি বলিয়া
ভেবনা ভেবনা হেন মরে সে কাঁদিয়া।
ভিজিবে বরষা--জলে,
ঘুমাবে তরুর তলে,
কত দিন অনশনে করিবে যাপন।
তাই স্মরি কাঁদে তার কাতর জীবন।

৭

তুমি সুখে আছ যদি পায় সে জানিতে,
অদর্শনে শতবর্ষ পারে সে যাপিতে।
হও তুমি ঋষি যতি,
হও ত্রিভুবন পতি,
অভাগী সে সব নাহি বুঝে একবার,
সে কেবল বুঝে তুমি দেবতা তাহার।

৮

ইষ্টদেব-সেবা বিনা কে বাঁচে কোথায় ?
তাই আবাহন করে নিতি সে তোমায়।
কি এত করেছে দোষ,
কেন তারে এত রোষ,
কেমনে পাষাণ দিয়া বেঁধেছ পরাণ,
এত ডাকে তবু কেন না তুল নয়ান ?

৯

তব তরে পুড়ে গেছে তাহার জীবন,
তব তরে অগ্নিময় তার এ ভুবন।
তব তরে হায় তার,
নাহি ঠাঁই দাঁড়াবার,
তবুও তোমারে তার ভুলেনা হৃদয়,
তবুও তবুও তুমি কত মধুময়।

১০

এ জীবনে তোমারে সে না ভুলিতে চায়,
কে কোথা ভুলিতে পারে ইষ্ট দেবতায়।
সে তোমা নবীন সাজে,
বসায়েছে হিয়ামাঝে,
পতি পিতা পুত্ররূপে সে পূজে তোমায়।
দেখে যাও কত মধু সে পুত পূজায়।

১৩০৩।১৯ শে আশ্বিন।
হুগলী।

প্রবাসের পত্র।

১

তোমার চরণে সেই লইয়া বিদায়,—
তরি মাঝে আরোহিয়া
জাহ্নবীর বুক দিয়া,
গেছিনু একটি দেশে বিভল হিয়ায়।

২

শত ব্যথা বুকে মোর বেজেছে তথায়,
শিরায় শোণিত ছুটে,
ধমনী কাঁপিয়া উঠে,
থাক সে পুরাণ গাথা কায নাই তায়।

৩

আমারে গো সেই দিন করিয়া বিদায়,—
হইয়া আপনা হারা,
কতই নয়ন ধারা
ঢালিলে জাহ্নবী তীরে আকুল হিয়ায়।

৪

দয়াময়ি! তব স্নেহ স্মরি অনিবার,
এমন অগাধ স্নেহ,
আমারে ঢালেনি কেহ,
মাতৃস্নেহ হারি মানে স্নেহেতে তোমার।

৫

তোমার অসীম স্নেহ ভুলা নাহি যায়,
সে যে অন্তঃশীলা বয়,
চঞ্চলতা নাহি রয়,
সে মোর অমৃত নদী মরু সাহারায়।

৬

সে দেশে কেঁদেছি কত পরমেশ পায়,
বলিয়াছি জুড়ি হাত,
অভাগীরে প্রাণনাথ,
রেখনা রেখনা আর বাঁধি এ কারায়।

৭

গিয়াছিল সে প্রার্থনা বুঝি তাঁর পায়,
তাই বুঝি দয়া করি,
অশেষ যাতনা হরি,
দয়ার দেবতা মোরে আনিলা হেথায়।

৮

কায়মনে তুমি যার যাচিছ মঙ্গল,
নিঠুরতা এ ধরার,
কি তার করিবে আর,
ও স্নেহ স্মরণে ঘুচে অশান্তি সকল।

৯

বিভুর করুণা আজ স্মরি অনিবার,
তাঁর করুণায় ভেসে,
আসিয়াছি এই দেশে,
ঘুচে গেছে মরমের বেদনা অপার।

১০

আবার নীরব বীণা উঠেছে বাজিয়া,
ক্ষুদ্রতরি আরোহিয়া,
কত নদ নদী দিয়া,
আমাদের দেশখানি এসেছি ছাড়িয়া।

১১

কভু নাচে তরিখানি মাতায়ে পরাণ,
ক্ষুদ্র পথ এ পল্লীর,
দুধারে অগাধ নীর,
তাহাতে শকট চাহে দিতে আত্মদান।

১২

সে দৃশ্য নেহারি কাঁপি উঠে গো পরাণ,
বুঝিবা জীবন যায়,
স্মরি ইষ্ট দেবতায়,
তোমাদের আশীর্ব্বাদে পাইয়াছি ত্রাণ ॥

১৩

অনাহার অনিদ্রায় যাপি তিন দিন,
আসিয়াছি এই দেশ,
যাতনা হয়েছে শেষ,
সে দুখের স্মৃতি টুকু হয়েছে বিলীন ।

১৪

দুখশেষে আছে শান্তি বুঝিনু ধরায়,
সুদূরে বেঁধেছি বাসা,
পুরেছে সকল আশা,
বকুনির তীব্র বিষ নাহি গো হেথায় ।

১৫

লোকের জঞ্জাল জাল নাহিক হেথায়,
নীরব নিথর গ্রাম,
বিমল আনন্দ ধাম,
কেহ না হৃদয় ভাঙে লাঞ্ছনার ঘায় ।

১৬

বড় সাধ এমনি গো রব শত দূর,
জ্ঞানের তপত বায়,
ছোঁবে না আমার কায়,
রহিবে হৃদয়ে প্রেম ভকতি মধুর।
আজ তবে ঘরে যাই,
ভুলনা গো এই চাই,
ফিরে গিয়া নমিব ও যুগল চরণ।
আজ করি নীরবেতে ও স্নেহ স্মরণ।

১৩০৪।১৭ই আশ্বিন।
বদনগঞ্জ-শ্যামবাজার।

শিশুর হাসি।

১

শিশুর সুন্দর হাসি,
কি মধুর মরে যাই,
তাহারি তুলনা সে যে,
জগতে তুলনা নাই!

২

দেখেছি বসন্ত কালে
গোলাপ বেলীর হাঁসি,
কিন্তু এর সম নয়
তাহার সুষমা রাশি।

৩

শারদে চাঁদের হাসি
করিয়াছি দরশন,
দেখেছি তারকা-হাসি
ভরিয়া পরাণ মন।

৪

দেখেছি জলের হাসি
গঙ্গার পবিত্র গায়,
সে সুষমা নহে কিন্তু
এ শোভার তুলনায়।

৫

দেখেছি বিজলী হাসি
যবে জলধরে ঝলে,
দেখেছি বর্ষার হাসি,
মৃদু ফোঁটা ফোঁটা জলে।

৬

দেখেছি নলিনী হাসি
যবে বাল-সূর্য্যোদয়,
কিন্তু শিশু হাসি সনে
তাহার তুলনা নয়।

৭

শিশুহাসি মহা প্রেমে
ডুবেছে মানব দলে,
সে যে শান্তি পারাবার
এ দগ্ধ ধরণী তলে।

১৩০০। জাজপুর।

বসন্ত পঞ্চমী।

বসন্ত পঞ্চমী আজ উজলে ভুবন,
সারাটি বরষ পরে,
বীণাপাণী ভক্তঘরে,
আসিছেন জুড়াইতে ভকত জীবন।
মলয় মৃদুল হাসে,
বলিছে ভকত পাশে,
"পূজিতে মায়ের পদ কর আয়োজন"।

যাহার ক্ষমতা যত,
আয়োজন করে তত,
মনসাধে পূজিতে সে কমলচরণ।
পূজিতে সে পাদুখানি,
আপনি প্রকৃতি রাণী,
সাজাইছে থরে থরে কুসুমভূষণ।

পূজিতে মায়েরে সবে করে আয়োজন,
আমিই গরিব দীন,
আমিই শকতি হীন,
আমারি নাহিক কিছু পূজিতে চরণ।

তা'বলে কি মোর বাড়ী
ত্রিদিব আলয় ছাড়ি,
আসিবে না মা আমারে দিতে দরশন ?
ধনীর আলয়ে যাবে,
মনোমত পূজা পাবে,
তা বলে কি দুখিনীরে হবে বিস্মরণ ?
(মায়ের মমতা স্নেহ নহে গো এমন !)
যে বড় গরীব দীন,
যে বড় শকতিহীন,
শুনেছি তারেই মার অধিক যতন।
তবে কেন পাবনা মা তব দরশন ?
দুখিনীরে দয়া করে,
এস মা আমার ঘরে,
আমিও মনের সাধে পূজিব চরণ।
প্রীতির কুসুম তুলে,
ভকতি চন্দন গুলে,
প্রেমবিল্ব পত্র দলে করিব পূজন।
করিব অঞ্জলী দান,
আমার এ মন প্রাণ
সংসার মগন ব'লে করো না হেলন !

১৩০২।৩রা মাঘ।
কৃষ্ণনগর।

নবজাত শিশুর প্রতি।

১

কেরে তুই আমারে তা বল ?
ঘুমাছিলি কোন দেশে,
কেমনে আসিলি ভেসে,
কেমনে ফুটিলি হেথা সোনার কমল ?

২

তুই কিরে স্বরগের ফুল,
তোর আধ আধ স্বরে,
আলয়ে অমিয়া ঝরে,
মা'র বুকে স্নেহ ধারা বহে কুলকুল

৩

খুঁজিয়া দেখেছি ত্রিভুবন,
এমন পাগল করা,
এমন পরাণ হরা,
অতুল মুরতি আর দেখিনি কখন।

৪

দেখিয়াছি সুনীল গগন,
তারকার শোভারাশি,
চাঁদের মধুর হাসি,
প্রাণ মন মাতানীয়া নবীন তপন।

৫

কতদিন করেছি দর্শন,
সাঁঝের কনক ছটা,
নবীন মেঘের ঘটা,
উষার মধুর ছবি নয়ন-রঞ্জন।

৬

তারা নহে তোর তুলনায়,
তোর যে মধুর সবি,
অমিয়া মাখান ছবি,
শান্তি পারাবার তুই মরু সাহারায়।

৭

যে হৃদয়ে অনন্ত বেদন,
তোর পরশনে তার,
দূরে যায় দুখ ভার,
স্বরগের সুখ মুখ করিতে চুম্বন।

৮

নাহি বুঝি তুই কোন জন,
শুধু আমি বুঝি এই,
তোর যে তুলনা নেই,
এ জগতে তুই শিশু অতুল রতন।

৯

শিশু! তুই স্বর্গীয় রতন,
তুই ঘরে নাহি যার,
বিফল জীবন তার,
তারমত আর কেহ নাহি অভাজন।

১০

মা বাপের বুক চেরা ধন,
মোহন আশার বাতী
সুখ শান্তি প্রেম-ভাতি,
তুই শুধু মানবের সংসার বন্ধন।

১১

তোরে মোর এই আশীর্ব্বাদ,
দেবতার শিশুপারা,
রোক বুকে প্রীতি ধারা,
অক্ষয় অমর হও পূর্ণ হোক সাধ।

১২

যেন ওই কোমল হিয়ায়,
দলাদলি হিংসাদ্বেষ,
পশেনা পাপের লেশ,
বিশ্বসেবা ব্রতে দিও ঢালি আপনায়।

১৩

এই শুভ জন্মদিনে তোর,
কিবা দিব উপহার,
সকলি অযোগ্য ছার,
একটি চুম্বন শুধু ধর আজ মোর।

পাণ্ডুয়া।

নব দম্পতির প্রতি।

১

শিরে ধরি বিধাতার বর,
হ'য়ে এক প্রাণ মন,
হাসি হাসি দুইজন,
পশিছে সংসার গেহে বিহ্বল অন্তর।

২

এতদিন হেথা দুই জন,
সংসারে সঙ্গীর সনে,
খেলিয়াছে ফুল্লমনে,
সংসারের বিষামৃত বুঝেনি কেমন!

৩

আজ দুঁহে সুখে নিমগন,
শৈশব বিদায় চায়,
সংসার ডাকিছে "আয়",
তাদের জগতে আজ সকলি নূতন।

৪

আজ তারা সেই তারা নয়,
তাদের ধরণী আজ,
ধ'রেছে নবীন সাজ,
তাদের নয়নে আজ সবি মধুময়।

৫

বিভো! আজ তাহাদের তরে,
এ অবলা তব পায়,
সকাতরে ভিক্ষা চায়,
এমনি সুখেতে দুঁহে রেখ ধরাপরে।

৬

দুঁহু হৃদি তরঙ্গিনী মাঝে,
সদা যেন প্রেম-স্রোত,
হয় নাথ ওতপ্রোত,
অশান্তি অশনি তায় কভু নাহি গাজে।

৭

শুন প্রিয় ভগিনী আমার,
আজ দুটো কথা ভাই,
তোরেও বলিতে চাই,
হ'য়েছ গৃহিণী আজি সংসার মাঝার।

৮

খুলে গেছে প্রেম রাজ্য পথ,
ফুরায়েছে ধুলা খেলা,
নাহি ঘুমাবার বেলা,
সমুখে দাঁড়ায়ে ওই কর্ত্তব্যের রথ।

৯

শিখ বোন কর্ত্তব্য পালন,
নতুবা জীবন হায়,
হত হবে সাহারায়,
কর্ত্তব্য পরায় নরে স্বর্গীয় ভূষণ।

১০

বেশী তোরে কি বলিব আর,
পিতা মাতা যাঁর করে,
সঁপিলেন সমাদরে,
দাও বোন আত্মবলি চরণে তাঁহার।

১১

মণি মুক্তা কিবা প্রয়োজন,
পতির বিমল প্রেম,
জগতে অতুল হেম,
অবলা নারীর সেই প্রকৃত ভূষণ।

১২

তাহা বিনা রমণী জীবন,
অগ্নিসম মরু ধূ ধূ,
জগতের ভার শুধু,
তাই বলি হ'য়ে বোন এক প্রাণ মন,

১৩

স্বার্থ ত্যাগ তরি আরোহণে,
প্রেমরাজ্যে যাও ধীরে,
আতঙ্কে এসনা ফিরে,
আগে দাও তবে পাবে সে পূতরতনে।

১৪

এই দুঁহে আশীর্ব্বাদ মোর,
এক হ'য়ে দুটী প্রাণ,
দিয়া স্বার্থ বলিদান,
জগতে বিলাও প্রেম হইয়া বিভোর।

১৫

যেন ওই মধুর প্রণয়,
বিভুপদে হয় নত,
পুরে মনোসাধ যত,
হিংসাদ্বেষ ছলামলা মরমে না রয়।

হুগলী।
(১৩০৪। ৩রা অগ্রহায়ণ)

তারকা।

১

হীরক-কুসুম সম ক্ষুদ্র তারাকুল,
ছড়াইছে গগনেতে সুষমা অতুল।
কি হেতু গগন গায়,
নিত্য এক দিঠে চায়,
যামিনীর প্রেমে যেন আঁখি ঢুলি ঢুল।

২

নিশা অবসানে কেন নাহি থাকে আর,
দিবসে না রহে কেন এ চারু বাহার।
প্রভাতে গগন কায়,
ত্যজি ওরা কোথা যায়,
কেনবা ঢলিয়া পড়ে অনন্ত মাঝার।

৩

যখনি ওদের আমি করেছি দর্শন,
কতই পুরাণ কথা হ’য়েছে স্মরণ।
নবীন উদ্যমে ভেসে,
তখনি স্বরগ দেশে,
গিয়াছে ছুটিয়া মোর কাতর জীবন।

৪

ভাবিয়া না পাই আমি ওরা যে কাহারা,
কেন গো ওদের হেরি হই আত্মহারা!
নীরব ভাষায় ওর,
আমি নিতি হই ভোর,
দিছে কি বিভুর রাজ্যে নীরব পাহারা?

৫

চাহিলে ওদের পানে জুড়ায় জীবন,
দেখিয়াছি সারাবিশ্ব করি অন্বেষণ,
এমন রতন ভাই,
আর খুঁজে মিলে নাই,
ওরা যে গো জগতের অতুল রতন।

৬

কে উহারা নৈশাকাশে হাসিছে বসিয়া,
কতই করেছি চিন্তা পাইনি ভাবিয়া।
বিমল প্রেমের কণা,
এ জগতে অতুলনা,
ওরাই কি সে রতন গগন শোভিয়া?

৭

প্রেমিক হৃদয় হ্রদ করিয়া মন্থন,
প্রেমটুকু করি মহা শূন্যেতে গমন,

উছলিয়া শোভারাশি,
ঢালিয়া মধুর হাসি,
তারাই বা শোভে ওই উজলি গগন ?

৮

কিম্বা হায় প্রেমিকের নয়নের জল,
ত্যজি এই পাপ ভরা মর ধরাতল,
বিমল শান্তির আশে,
গিয়াছে স্বরগ পাশে,
তাহারি ছটায় ভোর অবনিমণ্ডল !

৯

সাধুর চরিত্র কিবা সতীত্ব সতীর,
কিম্বা মার স্নেহটুকু হৃদয় নদীর !
কিম্বা ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম,
অথবা গোলক মর্ম্ম,
আমিত বুঝিনা ওরা কারা অবনীর !

১০

যে হোক সে হোক আর শুনিতে নাচাই,
নিতি যেন ওর ছায়ে জীবন জুড়াই।
ওরা যেন নিতি নিতি,
এমনি ছড়ায় প্রীতি,
যেন তাহে ডুবে যায় মানব সবাই।

১৩০২।১০ই আশ্বিন।
হুগলী।

৮

তুমি আমি ম'রে যাব
প্রেমত মরণ হীন
প্রেম বলে সেই দেশে
মিলিব হে এক দিন।

৯

আজি এ বিদায় কালে
কিবা দিব উপহার,
লও শুধু দুই ফোঁটা
এই দগ্ধ অশ্রুধার!

১৩০৩। ১২ই বৈশাখ। হুগলী।

সন্ধ্যায় জাহ্নবী স্মৃতি।

১

দিবার তপত রবি ধরিয়া রঙ্গিল ছবি,
ধীরে ডুবে পশ্চিম গগনে,
তার সে মধুর ছায়া পরশি জাহ্নবী কায়া,
কত স্মৃতি জাগায় গো মনে।
রাঙারবি নরগণে শিখাইচে সযতনে,
"তেজ গর্ব্ব কভু ভাল নয়,
মোর সম এক দিন অনন্তে হইবে লীন,
যত গর্ব্ব সবি হবে লয়"।

২

রবি ধীরে চলে যায় বিজয়ী বীরের প্রায়,
কত আশে জাগে শশধর,
সে ছবি লইয়া বুকে জাহ্নবী ছুটিছে সুখে
দেখাতে তা' প্রাণেশগোচর।
হেরি সে মধুর দৃশ্য বিমোহিত সারাবিশ্ব,
সে শোভার নাহিক তুলন।
পূত জাহ্নবীর তীরে চিরদিন ধীরে ধীরে,
ব'হে যায় মলয় পবন।

৩

জাহ্নবী তোমার বালা সকলি অমিয়া ঢালা
সবি তব নয়নরঞ্জন,
যে হৃদি অনলময়, অনন্ত বেদনা বয়,
তারো হেথা জুড়ায় জীবন।
আকুল ব্যাকুল প্রাণ করিতেছে আনচান,
সাধ যাই তোমার সদন।
হেরিলে সুষমা তোর এ চিত হইবে ভোর,
যেন হেন হইছে স্মরণ।

৪

গেছে মোর হেন দিন লইয়া স্মৃতির চিন,
বাতায়ন করি উন্মোচন,
বসিয়া নিকটে তার হেরি তোরে অনিবার
তখনি গো অনন্ত বেদন ;
পলাইত শত দূরে, এচিতে অমিয়া পুরে,
তোরি ধ্যানে হ'তেম মগন।
আজি এ নিঠুর পুরে আমি দূর শতদূরে,
নাহি পাই তব দরশন।

৫

তোমার দরশে মোর ঘুচিত বেদনা ঘোর,
তাই তোরে মরমের টান,

ছোট ছোট ঢেউগুলি শোভার ভাণ্ডার খুলি
মাতাইত অবশ পরাণ।
কানু যে যমুনা তীরে তুলিতে গো ধীরে ধীরে,
চিত হরা মুরলী নিঃস্বন,
শুনি যে বেণুর রব, আকুল গোপীকা সব,
যার তীরে করিত গমন,

৬

তার সে পবিত্র জল, তোর হৃদে ঢল ঢল
তাই বুঝি এতই সুন্দর।
বুঝি মোর প্রাণ ভাই, তোরে এত টানে তাই,
তাই বুঝি বিভল অন্তর।
সে যমুনা দেবারাধ্য হায়রে নাহিক সাধ্য,
তার পাশে যাইবারে মোর,
তাই সদা নিরজনে এ বাসনা জাগে মনে,
অমি যেন মরি তীরে তোর।

৭

যবে যাবে এ জীবন আত্মীয় বান্ধব গণ,
যবে মোরে করিয়া দাহন,
লইয়া তোমার জল নিবাইবে চিতানল,
ছাইগুলি করি অরপণ।

তোমার করুণা পেয়ে দখিনা পবনে ধেয়ে,
ছাইগুলি মৃদুল হিলোলে,
ধীরে যেন ভেসে যায় মিশাইতে যমুনায়,
এ মিনতি করি পদতলে।

১৩০৩। ৭ই ফাল্গুন। পাণ্ডুয়া।

মলয় পবন।

১

এতদিন ছিলে হে কোথায় ?
তোমার এ বাড়ী ঘর,
কেন তবে "পর পর"
গিয়াছিলে কোন দেশে বল কি আশায় ?

২

তোমার বিরহে এই ধরা,
বসন ভূষণ হীন,
যেন ম্লান অতি দীন,
এক পাশে প'ড়েছিল জীবনেতে মরা।

৩

তুমি প্রাণসখা ধরণীর ;
বিদাইয়া তোমা ধনে,
সেকি থির রহে মনে ?
নীরবে ঢালিত সে যে নয়নের নীর।
(নাজানি বলিত লোকে নিশির-শিশির)

৪

কি বলিব সখা তব পায়,
প্রকৃতি সুবেশ করি,
কুসুম ভূষণ পরি,
তোমা বিনা এক দিন হাসেনি ধরায়।

৫

তোমা বিনা ওই নির্ঝরিণী
উত্তাল তরঙ্গ সনে,
খেলিত না ফুল্ল মনে,
ধীরে বয়ে যেত যেন কত বিষাদিনী।

৬

পিক না গাহিত ফুটে গান,
শীত ভয়ে জ্বরজ্বর,
নীরব সে কুহু স্বর,
বিষাদ মাখান ছিল সবারি পরাণ।

৭

সঞ্জীবনী মন্ত্র ভাই তুমি,
তোমার পরশে আজ,
ধরিয়া নবীন সাজ,
জাগিয়া উঠেছে হের সারাবিশ্ব ভূমি।

৮

লতায় কুসুম আজি হাসে,
ভ্রমর মধুর গায়,
সুধা ঢালে পাপিয়ায়,
চাতক "ফটিক জল" যাচে ঘন পাশে।

৯

আজি সবি দেখি অতুলন,
জগতে সুরভি ছুটে,
মৃতগণ বাঁচি উঠে,
ধরণী কৃতজ্ঞ চিতে পূজিছে চরণ।

১০

শিখাও গো তুমি করুণায়,
তব বিশ্ব সেবা ব্রত,
আমি যেন অবিরত,
এমনি জগত হিতে ঢালি আপনায়।

১১

আমি দাসী অতি দীনহীন,
পূজিবারে ও চরণ,
নাহি মোর কোন ধন,
ধর শুধু অশ্রুধারা কৃতজ্ঞতা-চিন।

১৩০৪। ফাল্গুন।
হুগলী।

পাগলিনী।

আমি পাগলিনী চির এ ভবে
জগতে দোসর নাহিক মোর,
আপনি বাজাই আপনি গাই
আপনি তাহাতে হইগো ভোর।

কভুবা বসিয়া যমুনা-তটে
হেরি গো লহরী আপন মনে,
কোথায় যমুনা কোথাবা আমি
কেবা তাহা ভাবে কেই বা গণে ?

নীল নৈশাকাশে কভুবা ছুটি
খেলিব বলিয়া চাঁদের সনে,
তারকার মালা পরিব ব'লে,
কভুবা মালিকা গাঁথি যতনে।

ধরণীর স্বার্থ টুটিবে কিসে
হইবে সকলে ভগিনী ভাই,
হায় ছুটি দেবতা পাশে
বিভল পরাণে সুধাতে তাই।

মলয় সমীরে করিয়া ভর
　কভুবা ঘুরিগো জগত ময়,
নীল সিন্ধু বুকে সাঁতারি কভু
　পরাণে কতই উছাস বয়।

কভুবা জগতে আপনা ঢালি,
　বিশ্ব-সেবা ব্রতে ডুবিগো সুখে,
মাতৃহীন শিশু দেখিয়া কভু
　যতনে ধরিগো জড়ায়ে বুকে।

কভুবা হইয়া নয়ন ধারা
　হতাশ প্রেমীর জুড়াই বুক,
কভুবা শোকার্ত্ত নিকটে ধাই
　হইয়া পবিত্র সান্ত্বনাটুক।

লতাকুঞ্জ আড়ে বসিয়া কভু
　কলকণ্ঠ সনে মিশাই তান,
কভুবা গণি বরষা ধারা
　অনন্তে মিশায়ে আ[illegible]ন প্রাণ।

কভুবা সম্রাট সাজিয়া সুখে
　আসনে বসিয়া বিচার করি,

কভু সারা দিন গৃহীর দ্বারে
মুষ্টি ভিক্ষাতরে ঘুরিয়া মরি।

কভুবা দলিয়া সংসার-সাধ
বসিয়া শ্রীগুরু চরণ তলে,
সেবি সে চরণ কতই সুখে
হিয়া ভাসে প্রেম ভকতি জলে।

কত নিবেদন করি সে পদে
মুক্ত করি মোর মরম দ্বার,
আপনা হারায়ে ফেলি গো তায়,
হলেন বা তিনি জলধি পার?
(নহেন আমার হৃদয় আড়)

কভুবা সাধক সাজিয়া সুখে
হরিনাম গাহি বীণার সনে,
যুগল হেরিতে গোলকে কভু
ছুটিয়া যাইগো বিভল মনে।

আমি ক্ষেপা বলে সবাই হাসে,
গায় ধূলা দিতে কেহবা চায়,
পাগলের সুখ বুঝে কি তারা
সংসারে জড়ান যাহারা হায়?

যদিবা দৈবাৎ ক্ষেপে গো কেহ
 কি সুধা তাহে বুঝিতে পায়,
তখনি অনন্ত সংসার সুখ
 ফেলিবে দলিয়া দু'খানি পায়।

অমনি বুকেতে উঠিবে ছুটে
 অগণ্য অনন্ত ভাবের ঢেউ,
ভালবেসে মোরে বলগো তোরা,
 মো'সম পাগল হবি কি কেউ ?

১৩০৪। ১৬ই চৈত্র। হুগলী

দেবতা।

১

পতিই দেবতা মোর,
চিত্ত যেন রহে ভোর,
আমরণ তাঁরি ধ্যানে এই বড় সাধ ;
ঢালি প্রেম-অশ্রু জল,
পূজি যেন পদতল,
বিধাতা সে সাধে যেন নাহি সাধে বাদ।

২

আশা রজ্জু ধরি করে,
কতই আবেগ ভরে,
খুঁজেছি সকল লোক যত দেবতায়,
কে জানে কপাল লেখা
মিলেনি কাহারো দেখা,
হ'য়েছিল প্রতিধ্বনি শুধু এ হিয়ায়—

৩

"পতিধর্ম্ম পতিস্বর্গ
পতি মুক্তি অপবর্গ"
তাই আজ চাহে প্রাণ মিশিতে ওপায়

ওপদ বুকেতে রাখি,
মুখপানে চেয়ে থাকি,
আমার এ প্রাণ যেন নীরবে ঘুমায়।

৪

এমনি দ্বাদশ বর্ষ
এমনি আদর হর্ষ,
মোর তরে চির যেন রহে এ ধরায়।
চাহিনা দেবতা বর্গ
চাহিনা গোলক স্বর্গ,
চাহিনা নির্ব্বাণ মোক্ষ, কি হইবে তায়?

৫

পতির হৃদয় খানি
আমার গোলক জানি
তবে গোলকের আশে ঘুরিয়া কি কাজ?
দেব দরশন আশে,
কেন যাব তীর্থ বাসে,
অমৃত দেবতা পতি রাজে হৃদি মাঝ।

৬

পতি অবলার গতি,
আমার সর্ব্বস্ব পতি,
আমার গগনে পতি তরুণ তপন !
পতি প্রেম সুবিমল,
আমার তারকাদল,
পতির পবিত্রস্মৃতি চাঁদিমা আনন।

৭

আমার কানন মাঝে,
পতি প্রেম পুষ্প রাজে,
পতিপ্রেম স্রোত বহে আমার গঙ্গায়।
নয়নে ভকতি মাখি,
অনিমিখে চেয়ে থাকি,
আমি যেন নিতি পূজি পতি দেবতায়।

০

১৩০৪। ২৫শে মাঘ।
হুগলী।

চেয়ে থাকা।

১

কেন ও চরণ পানে,
এমন বিভল প্রাণে
অনিমিখে চেয়ে থাকি কি বলিব আর ;
দেখি ও চরণ পাশে,
স্বরগ গোলক ভাসে,
সাধে আত্মহারা হয় পরাণ আমার !

২

ছিল সাধ বুকে লেখা,
পেলে সে চরণ দেখা,
মরমের গীতি মোর দিব উপহার,
খুলিয়া মরম দ্বার,
দেখাব প্রাণের ভার,
দেখাব কি বিষামৃত ভাণ্ডারে তাহার।

৩

কিন্তু সে চরণ যবে,
দেখিনু অমনি তবে,

অনন্ত কল্পনা মোর লুকাল কোথায়,
ভুলিলাম শোক দুখ,
উছসি উঠিল বুক,
আপনা হারায়ে শুধু ডুবিলাম পায়।

৪

হৃদয়ে হৃদয়ে টানে,
কথা হুঁহু প্রাণে প্রাণে
কি যেন দিলাম পদে কি পাইনু তার।
স্বরগ মরত যেন,
একাকার দেখি হেন,
সেই আমি তবু যেন নহি এ ধরার।

৫

কায কি কহিয়া কথা,
কায কি দেখায়ে ব্যথা,
ভাবের কুসুম ফুটে নীরব ভাষায়।
পা দুখানি বুকে রাখা
চোখে চোখে চেয়ে থাকা,
কত সুখ কত প্রীতি তাহে উথলায়—

৬

কব তা কেমন ক'রে,
কহিতে না কথা সরে ;
ছুটে কি ভাবের ঘরে বাক্যের লহর ?
(যে) নীরবে নিকটে বসি
হেরে প্রিয়-মুখশশী,
সেই জানে চেয়ে থাকা কত মনোহর !

১০৩৫। ৪ঠা বৈশাখ।
হুগলী।

রবির প্রতি কমলিনী।

১

কোথা যাও হৃদয় রঞ্জন ?
সারারাতি তব তরে,
ছিলাম মরমে ম'রে,
দরশনে জাগিয়াছে এ মৃত জীবন।
বল সখা মাথা খাও,
এরি মধ্যে কোথা যাও,
মুছে কিহে দুইদণ্ডে অনন্ত বেদন ?

২

কে তোমারে করে আবাহন ?
বল বল প্রাণেশ্বর,
সাজায়ে বাসর ঘর,
সাজায়ে মঙ্গল ডালা মনের মতন,—
কে রয়েছে তব আশে,
যাও ছুটে কার পাশে,
কেন দল অভাগীরে দিয়া দুচরণ ?

৩

আছে তব কত শত দাসী,
তব পদ বিনা আর,
গতি নাহি এজনার,
তাইত ও পা দুখানি এত ভালবাসি।
দেখিয়া জীবন ধরি,
না দেখে তখনি মরি,
অবিরত কায়মনে ঢালি প্রেমরাশি।

৪

মোর প্রেম দলি দুটি পায়,
একি সিন্ধু বুকে হেন,
ঢলিয়া পড়িছ কেন,
হা ধিক, সে প্রেমডালি দিবে কি তোমায়?
নানাধনে ধনী সিন্ধু,
কিন্তু নাহি একবিন্দু,
অমৃত অতুল প্রেম তার ও হিয়ায়।

৫

ভুলিও না তার ও ছটায়,
ও যে বড় যাদু জানে,
সবারে নিকটে টানে,

এখনি ডাকিবে চাঁদে তাড়ায়ে তোমায়।
অগণ্য তারকাদলে,
বাঁধিয়া মরম তলে,
ঢেলে দিবে প্রেমামৃত যত সাধ যায়।

৬

নাহি বাঁধা রহে কারো পায়,
ও জানে না ভালবাসা,
ওর প্রেম বড় ভাসা,
অনন্ত প্রণয় ওর চকিতে ফুরায়।
বিদায় করিয়া একে,
অন্য জনে আনে ডেকে,
চেয়ে চেয়ে মরা বাঁচা ও জানে না হায়!

৭

যাদু মন্ত্রে সবারে ভুলায়!
তাই বলি ওর বুকে,
আপনা ঢেল না সুখে,
মোহিত করিয়া ও যে অতলে ডুবায়।
তাই বলি এস ফিরে,
আমার মাথার কিরে,
অনন্ত আঁধারে বল কে ডুবিতে চায়?

৮

তবু মানা মানিলে না হায়,
তবে কোন রত্নধন,
আছে কিহে প্রয়োজন,
ডুবিছ সিন্ধুতে তাই অতুল আশায় ?
কুসুম ভূষণ দিয়া,
দিব তোমা সাজাইয়া,
কাজ কিহে "সোণা" "মণি" বিঁধিবে তা গায়।

৯

তবুও তবুও কেন যাও ?
সত্য যদি এ জনায়,
একান্ত দলিবে পায়,
মরিব তোমার আগে একটু দাঁড়াও।
ভাবিয়াছি কত দিন,
ও চরণে হব লীন,
মন-আশা মনে থাকে নিত্য ফাঁকি দাও।
(আজত দিব না ছেড়ে একটু দাঁড়াও !)

১০

যেও না গো মোর মাথা খাও,
তব ও প্রচণ্ড করে,
সবে জ্বলে পুড়ে মরে,

আমারি শীতল শুধু মোরে লয়ে যাও।
ডুবিয়া তোমার করে,
রব ওই পদোপরে,
পাব তাহে নব প্রাণ একটু দাঁড়াও।

১৩০৫। ৫ই জ্যৈষ্ঠ। হুগলী।

নবীন তপন।

১

নিশার তামস করিয়া বিদায়
নবীন তপন,—
দিবসের পানে তৃষিত নয়নে
ধীরে ধীরে চায়, পুছে সমাচার,
আছে সে কেমন!

২

দিবসের প্রেমে আবদ্ধ তপন;—
চারিটী প্রহর,—
না হেরিয়া তায় কত দুখে হায়,
ক'রেছিল রবি যামিনী যাপন,—
ছিল মর মর।

৩

উষারে বরিয়া দূতীপদে তার,
করে আগমন,
সারা নিশি হায়, ব'সে নিরালায়,
শিশিরের ছলে নয়ন আসার
করেছে বর্ষণ।

৪

মরমের সেই বেদনার ভার,
ঘুচিল এখন,
নব অনুরাগে নব সাজে জাগে
দিবস মু'খানি চুমি বার বার—
ছড়ায় কিরণ।

৫

দিবা সতী পেয়ে পিয় দরশন,
হইল বিভল,
জানাইতে প্রীতি পিক কণ্ঠ গীতি
প্রাণভরি পদে করে অরপণ।
হিয়া টলমল।

৬

হেরি তাহাদের মধুর মিলন,
বিভল সমীর,
বিভল পরাণে ছুটিছে উজানে,
যমুনা জাহ্নবী হরিষে তখন,
(ঢালি) পিরীতি মদির।

৭

ঋষি আশীর্ব্বাদ করিল হাসিয়া
"সুখে রও" বলি,
হাসিল সলিল হাসিল অখিল,
তারা' পড়ে ঢলি।

১৩০৩। ১২ই অগ্রহায়ণ।
ডায়মণ্ডহার্ব্বার।

হতাশ প্রণয়ী।

১

দাও দেবে দ'লে হৃদি কিবা ক্ষতি তায়,
আমি ত তোমারি হই,
তোমা ছাড়া কারো নই,
আমার দেবতা তুমি আমি বাঁধা পায়।

২

আমিত ঢেলেছি প্রাণ অজস্র ধারায়,
প্রেম-মন্দাকিনী মোর,
তোমারি ধেয়ানে ভোর,
সে তোমারি প্রেমগাথা গাহে কানেড়ায়।

৩

আমিত দিয়াছি পদে ঢালি আপনায়,
আমারি নয়ন মাঝে,
সদা ও মুরতি রাজে,
বাজিছে অতীত বীণা আমারি হিয়ায়।

৪

আমিত ও মুখে হেরি স্বর্গীয় সুষমা,
ও মুখে দেবের ভাতি
আমি হেরি দিবা রাতি
আমিত এ বিশ্বে তার না পাই উপমা।

৫

প্রাণের উচ্ছ্বাস ল'য়ে জোছনা নিশায়,
আরোহি কল্পনা-রথে,
ঘুরিয়াছি পথে পথে,
ঢেলেছি নয়ন ধারা আকুল হিয়ায়।

৬

কেহ দেখে নাই সেই দগ্ধ অশ্রুধার,
কেবল নীরবে ভেসে,
গিয়াছে অনন্ত দেশে,
সে মধুর স্মৃতি টুকু প'ড়ে আছে তার।

৭

কভু বা প্রাণের তন্ত্রী উঠেছে বাজিয়া,
কেহই শুনেনি গান,
সেই প্রাণগলা তান,
নৈশ সমীরণ বুকে ফেলেছে ঢাকিয়া।

৮

আমার যা কিছু ছিল দিয়াছি তোমায়,
এখনো যা কিছু আছে,
তাও বাঁধা তব কাছে,
জড়াজড়ী ও মূরতি আমার হিয়ায় !

৯

স্বরগ মরত তাহে হেরি একাকার,
কামনা বাসনা চূর্ণ,
নব রসে হিয়া পূর্ণ
সাধে কি তোমারে পূজি দেবতা আমার ?

১০

স্বরগ গোলোক মোর ওই দুটী পায়,
চাহি না পরশ সুখ,
দরশে উথলে বুক,
আমি চাই দূরে দূরে পূজিতে তোমায়।

১১

হ'য়েছে আমিত্ব মোর ও চরণে লয়,
ও মূরতি বুকে আঁকা,
দূরে দূরে চেয়ে থাকা,
আমি শুধু জানি একা কি অমৃতময়।

১২

আমিত সকলি দিছি ওই রাঙা পায়,
বল গো মাথার কিরে,
কি দেছ যে নেবে ফিরে,
প্রতিদান আশে প্রাণ ঢালিনি তোমায়।
(প্রতিদান বিকি কিনি চাহিনাক তায়!)

১৩

দাও দেবে দ'লে হৃদি ভয় কি তাহায়,
না হয় এ ভাঙা প্রাণ,
আরো হ'বে খান খান,
না হয় দলিবে ধরা আরো উপেখায়।

১৪

তবুও তবুও বাঁধা রব ওই পায়,
ও ছবি পরাণে পুরে,
পূজিব গো দূরে দূরে,
সিন্ধুগামী নদীস্রোত কে রোধে ধরায়?

১৩০৪। ৮ই চৈত্র। হুগলী।

মিলন।

বিধির বিধানে
প্রেমিক দুজন,
বাসন্তী সন্ধ্যায়
ঘটিল মিলন।

দুঁহু দিঠি দুঁহু
বদন উপর,
দুঁহু কর মাঝে
রাখে দুঁহু কর।

দুঁহু বাঁধা দুঁহু
হৃদয় মাঝার,
স্বরগ মরত
যেন একাকার।

দুঁহে দুহু পদে
দিতে উপহার,
মর্ম্মগীতি দিয়া
গেঁথেছিল হার।

মিলন।

যব দুঁহু দুঁহে
কৈল দরশন,
উচ্ছ্বাস সাগরে
ভেল নিমগন।

অমনি টুটিল
মরমের তার,
সরমে মিশিল
বাসনা অপার।

তখন খুঁজিয়া
একটি বচন,
কেহ না পাইল
মনের মতন।

কেবল মথিয়া
দুঁহু হিয়াতল,
ঝরিল কপোলে
বিন্দু অশ্রুজল।

দরিদ্র রতন
সম দুই জন,
ঘনঘন হেরে
দোঁহার বদন।

কি করিবে দুঁহে
নাহি পায় ওর,
সে মাধুরী হেরি
কে না হয় ভোর?

প্রেমের মাধুরী
কে পারে বর্ণিতে?
অনুভব তাহা
কর নিজ চিতে।

১৩০৪। হুগলী।

স্বপন।

অলসে অবশে আমি রয়েছি স্বপন ঘোরে
না ভাঙ্গিতে ঘুম ঘোর কে হেন ডাকিছ ভোরে ?
ভেঙ্গে গেছে বীণাবাঁশী থেমেছে কল্পনা তান,
অফুট অজানা সুরে মিশায়ে দিয়াছি প্রাণ।
স্মৃতি নির্ঝরিণী বুকে বয়ে যায় ধীরে ধীরে,
ঘোমটায় মুখ ঢাকি বসে আছি তারি তীরে।
দিব না তাহারে ধরা তাই লুকোচুরি হেন,
জানি না তাহারে আর ভাল যে না লাগে কেন !
আমি আছি বেশ আছি স্বপনে বিভোর হয়ে,
অফুট সঙ্গীত কত হিয়া মাঝে যায় বয়ে।
শুইয়া স্বপন-কোলে ভুলেছি পুরাণ গান,
অনন্ত বিষাদ ব্যথা এখন না ভাঙে প্রাণ।
জগত সংসার মোর আজি শত দূরে রয়,
আমি স্বপনের দেশে সবি হেথা মধুময়।
আমি আছি বেশ আছি থেমেছে সকল খেলা,
সমুখে রাজিছে ওই মধুর সংযম বেলা।
তার তীরে খেলে ওই যত দেব বালাগণ,
বাজায় মোহন বীণা মাতাইয়া প্রাণমন।

তথা মোরে যেতে দাও বাঁধিওনা মায়া ডোরে,
শিথিল প্রাণের গ্রন্থি কি করিবে লয়ে মোরে!
কত অণু পরমাণু অনন্তে মিশিয়া যায়,
জগত কি ডাকে তারে কেবা তারে ফিরে চায়?
আমি ক্ষুদ্র অণু কণা কেন এত ডাকাডাকি,
অজানা অফুটরূপে দূরে দূরে চেয়ে থাকি।
সে দেব মূরতি মোরে ডাকে কত মমতায়,
নবীন উচ্ছ্বাসে তাহে প্রাণখানি উথলায়।
অভাগীর সে সুখেতে কেন এত বাধা দেও?
ভেঙনা স্বপন-ঘোর পায়ে পড়ি মাথা খাও।

১৩০৪। ৫ই ফাল্গুন। হুগলী।

প্রতারিত প্রেম।

ভালবাসা ভালবাসা কবির কল্পনা,
মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা সমুদয়,
তার মাঝে কিছু সত্য নয়,
সকলি শঠের প্রতারণা
এ জগতে ভালবাসা কেবল লাঞ্ছনা।
যার কাছে হৃদি মুক্ত ক'রে,
হেসে হেসে বলি প্রেম ভরে,
তোমা বই এ সংসারে,
নাহি জানি আর কারে,
তুমি মোর জীবনের সখি,
তোমা বই কিছু না নিরখি।
(তুমি মোর) হিয়া সরোবরে প্রফুট কমল,
হৃদয়-গগনে শশাঙ্ক অমল।
জীবনের মোর তুমি ধ্রুব তারা,
সংসার মাঝারে তুমি সারাৎসারা।
যতদিন দেহে প্রাণ রবে,
প্রাণ আর কারো নাহি হবে,
তোমার নিকটে চিরদিন বাঁধা রবে।
কিন্তু আজ যদি সেই মুদে দুনয়ন,

গিয়া অন্য নারী পাশে,
চুমিয়া মৃদুল হাসে,
যতন করিয়া বলিব তখন!
সেটা কি মানুষ ছিল,
ভাল হ'ল যমে নিল
নহিলে কি পাইতাম এ হেন রতন!
সেটা ছিল কদাকার,
তুমি পিয়া চম'কার,
সেটা ছিল কালো লোহা তুমি লো কাঞ্চন।
ছিল সে নিতান্ত চাষা,
না বুঝিত ভালবাসা,
বড় কপালের জোর,
গিয়াছে আপদ মোর,
তাইত তোমারে আমি পেয়েছি এখন।
"ছেড়ে দাও তার কথা,
কেন এত মাথাব্যথা,
এস সুখে করি দোঁহে প্রেম আলাপন!
যতদিন ভবে রব,
কারেও না কথা কব,
তব প্রেমনীরে শুধু রহিব মগন।"
এখনি হউক মুণ্ডে শত বজ্রপাত,

এত কপটতা ছল,
যাক্ পৃথ্বী রসাতল,
এখনো মানুষ কেন হলোনা নিপাত !
প্রেমে প্রতারণা, অমৃতে গরল,
কুসুমেতে কীট, বরফে, অনল !
একি বিষম লাঞ্ছনা !
মুখে বলি ভালবাসি,
মরমে গরল রাশি,
এরি নাম প্রেম—ছি ছি বিষম যন্ত্রণা !
লেখনি অবশ হও কি লিখিবে আর,
প্রেম লয়ে মানুষের এই ত ব্যাভার।
দেবের আরাধ্য প্রেম,
প্রেম জাম্বুনদ হেম,
কে সহিতে পারে তাহে এত অবিচার।
আপনি আপনা ভুলি সেও সহ্য হয়,
প্রেম প্রতারণা কভু প্রাণে নাহি সয়।

১৩০৪। ১৭ই বৈশাখ। হুগলী।

ছায়াবাজী।

১

কাননে ফুটিয়া কুসুম কলিকা
আপনি ফুটিয়া ঝরিয়া যায়।
কেহ না আদরে, কেহ না নেহারে,
কেহই পরশ করে না তায়।

২

সরোবর মাঝে ফুলদলরাণী
বিকশিত হয় মনের সুখে,
ক্ষণেক থাকিয়া সুরভি ছাড়িয়া
আপন বদন আবরে দুখে।

৩

নব জলধর নীল নভোতলে,
ক্ষণেক তাহাতে দামিনী খেলে,
ক্ষণেক থাকিয়া যায় সে চলিয়া,
অনন্তে লুকায় বঁধুরে ফেলে।

৪

রামধনু খানি কিবা মনোহর,
রাঙা, নীল, পীত বরণ ভাতি,
ক্ষণেক থাকিয়া যায় সে চলিয়া
অচিরে ফুরায় কনক কাঁতি।

৫

পূর্ণ শশধর পূর্ণিমার রাতে,
অমিয় হাসিতে মাতায় মেদিনী,
নিশা অস্ত হ'লে যায় গো সে চলে,
বিধবার বেশ ধরয়ে যামিনী।

৬

রম্য উপবন শোভার আধার,
সুন্দর প্রাসাদ মনমুগ্ধকর,
দুদিন থাকিয়া যায় গো ভাঙিয়া,
চির নাহি রহে এত মনোহর।

৭

সাধের যৌবনে রূপের গরিমা
চিরকাল তরে কিছুই নয়,
কি ছার জীবন কেবল স্বপন,
জলবিম্ব হ'বে জলেতেই লয়।

৮

অসার সংসার শুধু ছায়াবাজী,
মরিচীকা যেন মরুভূ মাঝে।
দুদিনের তরে নরে মুগ্ধ করে,
মরমে শেষেতে যে কুলিশ বাজে।

৯

এক ধন শুধু আছে ভবে সার,
শুনেছি সে ধন ধরে "প্রেম" নাম,
কর অরজন সেই মহাধন,
সাধিলে তাহারে পূরাইবে কাম।

১০

আত্মত্যাগ সেতু দিয়া সযতনে,
স্বার্থত্যাগ দয়া খনির মাঝারে,
আপনা ভুলিয়া আকর্ষণী' দিয়া
সঞ্চয়ি সে ধন যাহ ভবপারে

১৩০২। ১৭ই চৈত্র। হুগলী।

মেঘ।

১

লোকে তোরে মেঘ কয়
করেছি শ্রবণ রে,
আমিত বুঝিনা তুই
কোন মহাজন রে।

২

কি হেতু ও মহাশূন্যে
যাইতেছ ভাসিয়া ?
মধুর চাঁদের ছবি
হৃদয়েতে ঢাকিয়া ?

৩

বিজলি চমক ছলে
হাসি রাশি ঢালিছ,
বরিষণ ছলে পুন
কতই গো কাঁদিছ !

৪

কভু বা বীরের সম
　　রুদ্র রবি সহিতে,
দেখেছি তামসী রোষে
　　কত দিন যুঝিতে।

৫

বিরহ বিধুর প্রায়
　　দেখি কভু তোমারে,
কভু বা বালক বেশে
　　দেখি শূন্য মাঝারে।

৬

হতাশ প্রেমের শ্বাস
　　গেছে শূন্যে ছুটিয়া,
দাঁড়াতে না পেয়ে ঠাঁই
　　মরিতেছি ঘুরিয়া।

৭

তুই কিরে সেই শ্বাস
　　বল তাহা আমারে,
অথবা অভাগা তুই
　　এ জগত মাঝারে।

৮

কত ঘৃণা অবহেলা,
এ জগতে সহিয়া,
গেছ শূন্য পথে ছুটি
আকুলিত হইয়া।

৯

সংসারের তীব্র তাপে,
বুক গেছে পুড়িয়া,
তাই কি পাগল প্রায়,
মরিতেছ ঘুরিয়া !

১৩০৩। ২৫শে শ্রাবণ,
হুগলী।

—০—

প্রেমিক হৃদয়।

শুনেছি রতন আছে অতল সাগর জলে,
শুনেছি রতন আছে দুরারোহ হিমাচলে।
শুনেছি রতন আছে ফণিরাজ শিরোপরে,
শুনেছি রতন আছে খনি মাঝে ভূবিবরে!
সাগরে না পারি যেতে জলচর ভয় হয়,
কে উঠিবে হিমাচলে পড়ে যাব যমালয়,
কে ধরিবে ফণিরাজে আছে তাহে হলাহল,
কে পশিবে ভূবিবরে জ্বলিতেছে কালানল?
তবেত রতন আশা পূরণ হল না আর,
দুরাশা পুষিয়া শুধু হৃদয় হয়েছে ভার।
হেনকালে দেখি পাশে, প্রেমিকের মুখখানি,
রতন কোথায় আর ইহারি হৃদয়ে জানি।
নয়নে নয়ন ভেল ফেলিল সে আঁখি লোর,
অমনি রতন আশা পূরণ হইল মোর।

১৩০২। ১৭ই চৈত্র।
হুগলী।

অশ্রু।

কে তুমি গো হিয়ামাঝে ধীরি ধীরি পড় বেয়ে,
কে তুমি গো আস যাও নিতি তার গীতি গেয়ে
তারি সে বাতাস টুকু মাখামাখি তোর গায়,
তারি সে পবিত্র রূপ তোর মাঝে উথলায়।
তারি সে প্রেমের ভাষা কহ তুমি কানে কানে,
তুমিও যে তারি মত কত ঢেউ তুল প্রাণে।
আমি যদি মনে করি ভুলি ভুলি কভু তায়,
তুমি তারে নব সাজে ডেকে আন পুনরায়।
সেত দূর শত দূরে নাহি দেখা শুনা আর,
তুমি কেন হিয়া মাঝে ডাক তারে বার বার ?
দাও না ভুলিতে তারে এ তোমার কি আচার,
শূন্য এ হৃদয় রাজ্যে তুমি কি প্রহরী তার ?
তারি স্মৃতি দিয়া গড়া তোর ও হৃদয় খানি,
তাই তোরে ভালবাসি আয় গো হৃদয়রাণী।
সবাই ত্যজুক মোরে সবাই দলুক পায়,
তুমি শুধু একদণ্ড ভুলিও না এ জনায়।
তোরেই সম্বল করি বেঁচে আছি ধরাতলে,
তোরে বুকে ক'রে সখি পশিব লো চিতানলে।

১৩০৩। ৯ই অগ্রহায়ণ,
ডায়মণ্ডহার্বার।

—o—

নীরব স্নেহ।

১

ভালবাসে যেবা যারে,
দেখিলে চিনিতে পারে,
"ভালবাসি ভালবাস" ব'লে কিবা ফল ?
মনে মনে ভালবাসি,
না বলিব পরকাশি,
হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাক্ রসাতল।

২

তারি সত্য ভালবাসা,
নাহি সাধ, নাহি আশা,
নীরবে কেবল করে মুখানি স্মরণ।
(তাহার মঙ্গল তরে সঁপে প্রাণ মন।
নিষ্কাম সাধনা সেই
তার যে তুলনা নেই,
স্বর্গীয় অমৃতে ভরা তাহার জীবন !

৩

ভালবাসে মন যার,
ধৈর্য্যই আশ্রয় তার,
নীরবে সে ডুবে যায় ভাসেনা কখন,
এ যে এক মহা যজ্ঞ,
এ স্নেহ দেবের ভোগ্য,
আমিও সাধিব সখি এ মহাসাধন।

১৩০৪। ৭ই আষাঢ়।
হুগলী।

মহাপ্রেম।

গ্রহগণ দিবাকরে সদা প্রদক্ষিণ করে,
মহামন্ত্রে মুগ্ধ যেন বদ্ধ মহাশক্তি ডোরে !
কি শক্তি সে ? বৈজ্ঞানিক খুলি শাস্ত্র অগণন,
বলিবে সে "জগতের গূঢ়শক্তি" আকর্ষণ।
মহাশক্তি যার বলে গ্রহগণ যন্ত্রমত,
নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরিতেছে অবিরত।
দিবা নিশি ছয়ঋতু পুনঃ পুনঃ যায় আসে,
ফুল ফোটে কাননেতে, গগনেতে চাঁদ হাসে।
মেঘ হতে ঝরে জল, নদী সাগরেতে ধায়,
মহাশক্তি আকর্ষণ সৃষ্টি বাঁধা আছে যায় !
প্রতি পরমাণু বাঁধা এই মহাশক্তি বলে।
জড় জগতের ক্রিয়া এই আকর্ষণে চলে।"
জড়ের এ শক্তি কেন ? জিজ্ঞাসহ অতঃপর,
"জড়ের এ ধর্ম্ম" বলি বৈজ্ঞানিক নিরুত্তর।
হায় মূর্খ বৈজ্ঞানিক, মিথ্যা মত ভ্রমময়,
জড় যে চেতনা শূন্য, জড়ে কি চেতনা রয় ?
জড়ের এ মহাশক্তি ?—এই মহা আকর্ষণ ?
জড়শক্তি বলে এই সৃষ্টি হয় সংঘটন ?
ভ্রম ভ্রম মহাভ্রম ! মহাভ্রম সবাকার !
শক্তি যে চৈতন্যরূপা মহাশক্তি বিধাতার।

শক্তিহীনে শব মাত্র শক্তিযুক্তে হয় শিব,
শক্তির এ মহাসৃষ্টি ফল, ফুল, জন্তু, জীব।
গ্রহ উপগ্রহ তাঁর শক্তিতে চৈতন্যময়,
কেহ কভু জড় নয়, সকলেই প্রাণময়।
রবির উজ্বল শোভা, চাঁদের মধুর হাসি,
তটিনীর কল ধ্বনি ফুলের সুষমা রাশি,
যে দেখেছে, যে শুনেছে, যে ভেবেছে একবার,
'তাহাদের প্রাণ নাই' বলিতে কি পারে আর!
জগতের প্রতি অণু সকলেই প্রাণময়,
সকলেই হাসে কাঁদে সকলেই কথা কয়।
পশু, পক্ষী, তরু, লতা সব একতারে গাঁথা,
সকলেই প্রকৃতির এক মহাসুরে বাঁধা।
তুমি আমি মুগ্ধ বাঁধা যেই শকতির বলে,
সেই শক্তি বলে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চলে।
বিধাতার মহাশক্তি, সেই শক্তি সবাকার,
বিজ্ঞানের "আকর্ষণ" "প্রেমধন" নাম তাঁর।
বিধাতার মহাপ্রেম অপূর্ব্ব মহিমাময়,
মহাশক্তিরূপে এই জগতেতে ব্যাপ্ত রয়।
গ্রহ-উপগ্রহ আর নদ-নদী তরু-লতা,
সকলের এই তত্ত্ব সকলের এই কথা।
রবিরে ঘেরিয়া সদা কেন ঘোরে গ্রহগণ,
দিনেকের তরে কেন নাহি হয় বিস্মরণ!

রজনীতে শশধর কেনবা আকাশে ওঠে ?
নদনদী অবিরত কেন সিন্ধু পানে ছোটে ?
মাতাপিতা কেন সদা মুগ্ধ সন্তানের তরে ?
পতি তরে সতী নারী কেন আত্ম-ত্যাগ করে ?
তুমি সেথা আমি হেথা কেন এত হাহাকার ?
কেন বিশ্বে সবে করে একি প্রশ্ন অনিবার ?
বিধাতার মহাশক্তি মহাপ্রেম বিধাতার,
সবি সেই মহাপ্রেম, একই উত্তর তার।

১৩০৫। ২৫শে আষাঢ়,
হুগলী।

ভালবাসা।

১

কেন হিয়া স্নেহে ভরা? জানিনা উত্তর।
ভালবেসে সুখ পাই,
এত ভালবাসি তাই,
চাহিনাক প্রতিদান চাহিনা আদর।
চাহিনা পরশ তার,
শুধু চাই অনিবার,
অবাক হইয়া হেরি মুখ-শশধর।
নলিনী বিভল প্রাণে
চেয়ে থাকে নভোপানে,
কত দূর দূরান্তরে রহে দিনকর!

২

পরশ চাহে না কভু প্রেমিক অন্তর,
রবিপানে চেয়ে চেয়ে,
সরলা সুশীলা মেয়ে
সূর্য্যমুখী,—ভবখেলা ভাঙে অতঃপর।
শুধু দরশন আশে,
কুমুদ সলিলে ভাসে,

কোথা কুমু কোথা নভো কোথা শশধর।
পরশে কি আসে যায়, .
দরশে দেবত্ব ভায়,
শুধু দরশন আশে দেবে পূজে নর।

৩

জানিনা স্নেহেতে ভরা কেন যে অন্তর।
কেন তারা নৈশাকাশে,
তটিনী উজানে আসে,
নীল সিন্ধুবুকে কেন খেলে শশধর ?
কেন গাছে ফুটে ফুল,
কেন বা বিহগকুল,
উষায় মানবে ডাকে তুলি মৃদুস্বর।
পার কি উত্তর তার,
দিতে কেহ একবার,
আমিত খুঁজিয়া তার পাইনি উত্তর।

৪

কেন ভালবাসি তবে ? কি দিব উত্তর ?
নীরবে হৃদয় চাই,
কেবল উত্তর পাই
ভালবাসা ডোরে বাঁধা বিশ্বচরাচর।

ভালবাসা সুবিমল,
নাহি তাহে হলাহল,
দেবতা তাহারে পূজে করিয়া আদর।
ভবে যে দেবতা প্রায়,
চিতঢালা বিভু পায়,
ভালবাসা সুধামাখা তাহারি অন্তর।

৫

জানিনাক কেন ভালবাসি নিরন্তর।
শুধু জানি ভালবাসি,
নিতি ঢালি প্রীতিরাশি,
সেই আমি আমি সেই নহে স্বতন্তর।
ভেবে দেখ একবার,
ভালবাসা রাধিকার,
ভাব সেই আত্মত্যাগ কত মনোহর!
ভালবাসা মাঝে হায়,
দেবছটা বয়ে যায়,
কেন ভালবাসি তার নাহিক উত্তর।

১৩০৩। ১৯শে অগ্রহায়ণ।
পাণ্ডুয়া।

শেষ।

১

চাহিনা শারদ রাকা,
সে যে গো কালিমা মাখা,
চাহিনা বসন্ত সে যে দুদিনে ফুরায়।
ঊষার কনক রবি,
চাহিনা সে চারু ছবি,
যৌবনে উন্মত্ত সে যে ধরণী পোড়ায়।

২

চাহিনা মলয় বায়,
চকিতে ফুরায়ে যায়,
চাহিনা বরষা তার সকলি আঁধার।
সপ্ত রঙে রাঙা তনু,
চাহিনা সে রামধনু,
তার স্থিতি পলমাত্র গগন মাঝার।

৩

চাহিনা সাগর তায়,
পিয়াসা মিটেনা হায়,
যে চায় মুকুতা-মণি যাক্ তার পাশ।
অনন্ত অমিয়া ঢালা,
চাহিনা তারকামালা,
সে যে শত দূরে দেখে নাহি মিটে আশ।

৪

চাহিনা গোলাপ যাতি,
জোনাকীর চারু ভাতি
চকিতে ফুরাবে যাহা কি করিব তায়?
চাহিনা পুত্রের মুখ,
সেও দুদিনের সুখ;
মায়াডোরে পাকে পাকে সে বাঁধে ধরায়।

৫

সোহাগা জড়িত হেম,
অমূল পতির প্রেম,

দিয়াছ আমারে নাথ কত মমতায়,
তবে ও চরণে আর,
কি চাহিব প্রাণাধার,
কি রতন তরে প্রাণ করে হায় হায় ?

৬

শুন গো কি ধন নাই,
শুন নাথ, কি যে চাই,
চাইগো বিমল প্রেম ওই রাঙা পায়।
সবে ভাবি ভাই বোন,
ঢেলে দিব প্রাণমন,
অসীম বিশ্বের মাঝে হারাব আমায়।

৭

আর চাই প্রাণধন,
যত দিন এ জীবন,
করিব তোমার সেবা ঢালি প্রাণমন,
দাসী হয়ে জীবনান্তে,
রব ওই পাদ প্রান্তে,
অনিমিখে ওই ছবি করিব দর্শন।

৮

শুনিলেত কি যে চাই,
দিবে কি বল গো তাই,
ভাসিবে কি প্রেমস্রোতে এ নীরস প্রাণ।
আমি কি তোমার হব,
চিরপদে বাঁধা রব,
পারিব কি বিশ্বে দিতে আপনারে দান ?
অন্য সাধ নাহি আর,
শেষ সাধ এ আমার,
এ শেষ পাইয়া শেষ হবে কি পরাণ ?

১৩০৪। ৯ই শ্রাবণ।
হুগলী।

মর্ম্মগাথা সম্বন্ধে মহাত্মাব্যক্তিগণ ও সংবাদ-পত্র ও মাসিক পত্রাবলীর মত।

"আপনার পুস্তক পাইয়াছি। আপনার কবিতা আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। আপনি রমণীরত্ন।" প্রীতকামি

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

"শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী প্রণীত একখণ্ড মর্ম্মগাথা প্রাপ্ত হইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া গ্রন্থকর্ত্রীকে আমার ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কহিবেন, তাঁহার গ্রন্থপাঠে প্রীত হইয়াছি, কেন না ইহাতে প্রকৃত কবিত্ব আছে।" ইতি

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,

নারিকেলডাঙ্গা। ১৩০৩। ৫ই মাঘ।

"আপনার মর্ম্মগাথা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ভগবান যে আপনাকে কবিত্বশক্তি দান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে দেদীপ্যমান।" শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ,

৯৭। ১৯। ডিসেম্বর।

"শ্রীমতী নগেন্দ্রবালার গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি অকপট হৃদয়ে বলিতে পারি যে, অনেক স্থলেই এরূপ হইয়াছে যে তাহা পাঠকের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিবে। মর্ম্মগাথার আদ্যোপান্ত কোমল ও মধুর। নগেন্দ্রবালার লেখা অনেক পুরুষ লেখকের পক্ষেও গৌরবকর।" শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদনদত্তের জীবনী প্রণেতা। বৈদ্যনাথ দেওঘর। ১৮৯৭। ফেব্রুয়ারী।

"আপনার মর্ম্মগাথা পাঠ করিয়া এত প্রীত হইলাম যে, কি

বলিয়া তাহার প্রশংসা করিব ভাষায় তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রত্যেক কবিতার প্রতি শব্দ হৃদয়স্পর্শী। কোন কোন কবিতা পাঠে সত্যই অশ্রুপাত করিয়াছি।" শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।" হরিদাস ঠাকুরের জীবনী প্রভৃতি প্রণেতা।

"মর্ম্মগাথা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ পাইয়াছি। কবিতাগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী ও সরল। এত অল্প বয়সে এরূপ কবিতালেখা সহজ ব্যাপার নহে। শ্রীরমণীমোহন মল্লিক । চণ্ডীদাস প্রভৃতি সম্পাদক।" মেহেরপুর, নদীয়া।

"গ্রন্থখানির অনেক কবিতাই হৃদয়গ্রাহী, লেখিকা প্রশংসা লাভের যোগ্যা।" বামাবোধিনী পত্রিকা।

"লেখিকা বালিকা কিন্তু এই গ্রন্থে প্রবীণার ন্যায় পরিচয় দিয়াছেন।" নব্যভারত।

মর্ম্মগাথা। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী প্রণীত, মূল্য ৸০। আমরা মর্ম্মগাথা পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। মর্ম্মগাথার অনেক কবিতাই পাঠকের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিবে। ইহার কবিতা সরল ও কোমল এবং মাধুরীময়। ভালমন্দ বিচার না করিয়া নমুনা স্বরূপ একটী কবিতা নিম্ন উদ্ধৃত করিলাম।"

বসন্তে।

ফুটেছে মলয় যেন আজ নব অনুরাগে
গুঞ্জরিছে অলিকুল সতত পঞ্চম রাগে।
আকাশে উঠেছে শশী বাগানে ফুটেছে ফুল,
শাখায় গাহিছে পাখী কুহরিছে পিককুল।

মাঝে মাঝে "চোকগেল" ব'লে ডাকে পাপিয়ায়,
তার "চোখ গেল" তানে মরম বিদারি যায়।
আকাশেতে খেলে কভু ভাঙাভাঙা মেঘদল,
চাতক আকুল অতি কাতরে চাহিছে জল!
নির্ম্মল নদীর জল ধীরে ধীরে যায় বয়ে,
চলিছে নাবিক কত তরিতে আরোহী লয়ে।
মরা গাছে জড়ায়েছে আজ কত কত নব লতা,
দেখিয়া মরমে জাগে অতীত স্মৃতির কথা।
যেদিকে চাহিয়া দেখি সেদিক প্রফুল্ল আজ।
আহা কি বসুধা সতী সেজেছে সুন্দর সাজ।
নাথের আহ্বান তরে বুঝিগো বসুধা বালা,
নবপত্র মুকুলেতে সাজালে মঙ্গল ডালা।
জ্বালিয়া রেখেছে দীপ নির্ম্মল চাঁদিমা ভাতি,
বৃন্তেতে রেখেছে গাঁথি গোলাপ মল্লিকা যাতি।
তুমিও শুনলো ধনী পূজিবারে প্রাণাধার
সাজায়েছ মনোমত কতশত উপহার।
আমি আজ কি দিয়া লো পূজিব তাঁহারে ভাই,
যাঁহার আদেশে হাসে রবিশশী সর্ব্বদাই।
আছে শুধু এ হৃদয়ে ভক্তি আর ভালবাসা,
তাও ঢেলে সে চরণে মেটেনা প্রাণের আশা,
তার চেয়ে আরো উচ্চ যা আছে তা দিতে চাই,
ভকতির চেয়ে আর কি আছে বলনা ভাই?

সঞ্জীবনী। ১৩০৪। ২০শে ভাদ্র।

"মর্ম্মগাথার কবিতা পাঠকের মর্ম্মস্পর্শ করিয়া চক্ষের জল টানিয়া আনে!" স্বারস্বত পত্র। ঢাকা।

.........বস্তুত নগেন্দ্রের শান্তশীলতায় কোমলতায় ও সরলতায় বৃদ্ধচক্ষের তীব্রতা স্বভাবের কুয়াশায় ঢাকিয়া ফেলে। এ কবিতায় ব্রাণ্ডীর মাদকতা নাই, চা কফির মধুরতা আছে।

আমি যে কি তোরা ভাই কেমনে জানিবি তাহা,
ভাবিয়ে না পাই খুঁজে আমি ভাই হই যাহা।
আমি নহি বসন্তের মলয় জুড়ান প্রাণ।
মধুর বাঁশরী রব রাগিণী পুরবী তান।
আমি নহি ভ্রমরের মধুর গুঞ্জিত স্বর,
নহিরে ফুলের হাসি পূর্ণিমার শশধর।
নহিরে বিজলী আমি অট্টহাসি চপলার।
নহি আমি মেঘমালা, চাতকিনী বরিষার।
নহি আমি লতাপাতা নহি আমি তৃণকণা,
এ জগতে আমি যে রে অভাগিনী অতুলনা।
কি শুনিবি মোর কথা শুনে কি পাইবি সুখ?
কি বলিব কত তাপে ভরা যে এ পোড়া বুক।
তৃণকণা মোর চেয়ে ভাল যে রে শতবার,
এ জগতে আছে ভাই দাঁড়াবার ঠাঁই তার।
মোর তরে বিন্দু ঠাঁই মিলে না এ ধরাদেশে,
কালের অনন্ত স্রোতে, কেবল যেতেছি ভেসে।
আমি যে কি, আমি তাহা ভাবিয়া নাহিক পাই!

তবে এই মাত্র বুঝি, এই মাত্র জানি ভাই,
আমি এ জগতে হেয় শুধু অপদার্থ ছাই।

পূর্ণিমা। ১৩০৪। শ্রাবণ।

[শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম, এ।

মর্ম্মগাথা—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালী মুস্তোফী প্রণীত মূল্য ৷৹ বার আনা। ......আজকাল শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সাহিত্য সমাজে সুপরিচিতা। তিনি অনেক সাময়িক পত্রেই প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। আমাদের সৎসঙ্গেরও তিনি একজন লেখিকা। তাঁহার এ গ্রন্থে প্রকৃত কবিত্ব আছে। তিনি যেরূপ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যের সমধিক উন্নতি হইবে। গ্রন্থখানির অধিকাংশ কবিতাই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। সৎসঙ্গ। ১৩০৩। বৈশাখ।

মর্ম্মগাথা......কাগজ ছাপা রচনা সকলই ভাল। প্রত্যেক কবিতাই ভাবময়ী, ইহাতে লেখিকা ভাবে বিভোর হইয়া কখনও স্বর্গের জ্যোতি দেখিতেছেন, কখনও বা নরকের ভীষণ ছবি আঁকিয়া পাপীদিগের হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করিতেছেন, আবার কখনও বা সরলা বালিকার ন্যায় পরিমপিতার নিকট আপনার দুঃখের কাহিনী জানাইয়া আব্দার করিতেছেন। পুস্তকখানি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলাম এবং সাধারণে সন্তুষ্ট হইবেন আমাদের এরূপ বিশ্বাস। আশা করি, টেক্‌ষ্টবুক কমিটী পুরস্কারের জন্য নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের মধ্যে এই মর্ম্মগাথা খানিকে স্থান দিবেন।

প্রভা। ২য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

মর্ম্মগাথা……এই কবিতাগুলি পাঠে আমরা মোহিত হইয়াছি —আর আশা করি, এই কবি বালিকা সাহিত্য সমাজের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে, কালে কবিতা কিরণে বঙ্গসাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত ও সমুজ্জ্বলিত করিবেন। মর্ম্মগাথারচয়িত্রী এখনও বালিকা, কিন্তু তাঁহার কেমন সংযত সরল ভাষা, কবিতাগুলির কেমন অপূর্ব্ব ভাব সমাবেশ—বুঝি অনেক কৃতবিদ্য খ্যাতনামা পুরুষ কবির নিকটেও এমন মিলে না।……এ যে কবি মর্ম্মালোড়িত ভাব প্রসূত।…এই নিমিত্তই নগেন্দ্রবালার কবিতার নিকট অনেক পুরুষ কবির পাণ্ডিত্যও নিষ্প্রভ।……নগেন্দ্রবালা! তোমার লেখনিতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। তোমার অনন্ত সুরভিপূর্ণ কোমল কবিতা পড়িতে পাইয়া বাঙ্গালিপাঠক ধন্য হইয়াছেন।

………অন্তর বাহিরে তব সৌন্দর্য্য পীযুষ ঢালা।
কে তোরে সুন্দর হেন করিল রে ফুলবালা?
কেবা তোরে বিতরিল সুন্দর সুবাসচয়।
ও সুবাসে তাপিতের দগ্ধ হিয়া শান্ত হয়।

তোমার কথায় আমরাও বলি,—

যে দিয়াছে এত সুধা ভগিনী তোমার প্রাণে,
ভুলনা জনমে যেন ভ্রমে কভু সেই জনে।
অন্তর বাহির তব সৌন্দর্য্য পীযুষ ঢালা।

নদীয়াবাসী। ১৩০৩। অগ্রহায়ণ। ৩য় সংখ্যা।

Babu Shibnarayan Mukerjee, a learned Zamindar, wrote a letter from Uttarpara, dated Feb. 21, 1897।

* * The verses are full of music and pathos, *

considering the age and sex of the writer, the performance is a marvel to be sure. *

Marmmagatha by Shrimati Nagendrabala Mustafi. A collection of poetical pieces by a young lady belonging to a highly respectable family. In the preface the publisher says that, the authoress has consented to issue the book only on the recommendation of her guardians and relatives. She has done well, we think ; for, though evidently this is her first attempt, there is enough indication in Marmmagatha of her eventually proving a poetess of no mean order. Her style is simple, and, language chaste. Shrimati Nagendrabala has done herself credit in all the pieces contained in her book, and in several she has soared higher and given unmistakable evidence of a strongly-marked poetic genius.

The Amrita Bazar Patrika, Tuesday, March 1897.

MARMMAGATHA.

The contents amply justify the name given to this collection of poetical pieces, for the poems are really the outpourings of a feeling heart,—a heart, which has felt deeply for its possessor as well as for others. One feature of the compositions is the entire absence from them of the artificiality

and sickly sentimentalism, that characterise many another poetical production of the day. Every piece, short as it is, is instinct with life, and infuses a sad pleasure into the reader's heart. Shrimati Nagendrabala Mustafi the fair composer, has set an excellent example to her sisters and brothers as well, in the field as to how to wield the poetic pen. So that it may fascinate the readers by the words and edify them by the sentiments.

Indian Mirror, 13 July, 1897.

Calcutta Gazette, Wednesday, December 30, 1896.

A book of poems by a Hindu lady, consisting of a number of short pieces on a variety of topics * * Many of the pieces contain very good poetry.

অমিয়গাথা।

মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা, নারীধর্ম্ম প্রভৃতি রচয়িত্রী

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী

প্রণীত।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৮

মূল্য ১৲ টাকা।

অমিয়গাথা।

মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা, নারীধর্ম্ম প্রভৃতি রচয়িত্রী

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী

প্রণীত।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৮

মূল্য ১৲ টাকা।

উৎসর্গ

গুরুপ্রতিম—উৎকল কবিগুরু

শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর

স্কুলইনেস্পেক্টর মহোদয়ের প্রতি।

দেবগো, তোমার কাছে, কি মোর অদেয় আছে,
কিন্তু তব যোগ্যধন কি আছে ধরায় ?
স্বর্গের দেবতা তুমি, বিষাক্ত এ মর্ত্ত ভূমি,
এখানে কঠোর সবি—যদি বাজে পায় !
কতই আগ্রহ ভরে, দেবগো যতন ক'রে,
যেই ক্ষুদ্র মালাগাছি ক'রেছি রচন,—
উৎকণ্ঠা-পূরিত-চিতে, আসিয়াছি তাই দিতে,
শিষ্যা ব'লে দয়া ক'রে কর তা' গ্রহণ !
তুমি গো মহান্ উচ্চ, আমি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছ,
আপ্লুত হইয়া তব স্নেহের ধারায়—
এসেছি সাহসভরে, দিতে ইহা পদোপরে,—
ধরি এ অঞ্জলি কর—কৃতার্থ আমায় !

সেবিকা

নগেন্দ্রবালা।

গ্রন্থকর্ত্রীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বাঙ্গালা ১২৮৪ সাল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর ষ্টেসনের পশ্চিম দিকে অবস্থিত পালাড়া নামক গ্রামে শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল সরকার, মাতার নাম শ্রীমতী কুসুমকামিনী দাসী। নৃত্যগোপাল বাবু সম্প্রতি মুন্সেফের কার্য্য করিতেছেন। তারকেশ্বর রেলওয়ের সিঙ্গুর ষ্টেসনের অদূরবর্ত্তী দলুইগাছা গ্রামে ইঁহাদের 'আদ্য বাটী ছিল, কয়েক বৎসর হুগলী কাটঘরা লেনে নূতন বাটী করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ইঁহারা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ।

আড়াই বৎসর বয়সে নগেন্দ্রবালা পিতার সহিত চট্টগ্রামে গমন করেন। ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি অধিকাংশ সময় এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হুগলী জেলার সুখড়িয়া গ্রামের অতি সম্ভ্রান্তবংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র (মুস্তোফী) মহাশয়ের সহিত ইঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

বিবাহের অব্যবহিত পরে প্রায় এক বৎসর কাল নগেন্দ্রবালা পালাড়ায় নিজ মাতামহীর নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৩ বৎসর বয়সে ইনি শ্বশুরালয়ে গমন করেন। এই সময়ে দারুণ যোষাপস্মার রোগে আক্রান্ত হইয়া ৫ বৎসর কাল এই রোগের এবং অন্যান্য ঔপসর্গিক রোগের তীব্রযন্ত্রণা ভোগ করেন। এই অবস্থায় বায়ুপরিবর্ত্তনোদ্দেশে মুর্শিদাবাদ, যাজপুর প্রভৃতি স্থানে পিতার সহিত এবং মধ্যে মধ্যে সুখড়িয়া গ্রামে শ্বশুরালয়েও অবস্থান করিতেন।

সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম এবং উড়িষ্যা পরিভ্রমণ সময়ে ইনি কবিত্বের সংধুক্ষণ এবং পরিপোষণোপযোগী শৈল সমুদ্র প্রভৃতি প্রকৃতির মহান্ দৃশ্যনিচয় দর্শন করিবার সম্পূর্ণ সুবিধা পাইয়াছিলেন। অতঃপর খগেন্দ্র বাবুর সহিত হুগলীতে আসিয়া অবস্থান করিতে-ছেন। খগেন্দ্র বাবু শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রকৃতি অতি সদাশয় এবং সত্ত্বগুন-প্রধান। এক দিকে ইনি যেমন কার্য্যকুশল এবং ইহাঁর বিষয়বুদ্ধি যেরূপ তীক্ষ্ণ, উহার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা, সাধারণ সাহিত্য এবং ধর্ম্মগ্রন্থানুশীলনেও ইহাঁর বিশেষ আস্থা পরিলক্ষিত হয়। নগেন্দ্রবালার নিকট-আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু অমরনাথ মিত্র খগেন্দ্র বাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু, ইহাঁরই সংসর্গে খগেন্দ্র বাবুর বৈষ্ণব ধর্ম্মে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা

উৎপন্ন হয়। এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে ইহাঁর সমধিক শ্রদ্ধা হওয়াতে কুমারহট্ট হালিসহরনিবাসী ভক্তপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নিত্য-সখা মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাঁকে সস্ত্রীক সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সদ্‌গুরুর পুণ্যপ্রভাবে এবং সদুপদেশফলে পতিপত্নী অশেষ শ্রেয়ঃলাভে সমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ মুখোপাধ্যায় মহা-শয়ের সহিত ইহাঁদের এই মণিকাঞ্চনযোগবৎ শ্লাঘনীয় সম্বন্ধ ইহাঁদের জীবনে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

দীক্ষার পর খগেন্দ্র বাবু নিজের মনস্বিনী পত্নীকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে নানা তীর্থ সন্দর্শন করাইয়াছিলেন।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা উপযুক্ত পিতা মাতার উপযুক্ত দুহিতা। ইহাঁর মাতা অতীব বুদ্ধিমতী, সুগৃহিণী, গম্ভীর ও সাধারণ স্ত্রী-সুলভ-দুর্ব্বলতার উর্দ্ধতন স্তরে অবহিত; পিতা নৃত্যগোপাল বাবু স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তার জন্য সর্ব্বজনপ্রিয়। সাহিত্য-রসিকতা সহৃদয়তা সাপেক্ষ। প্রায় বাল্যাবধি ইনি সাহিত্যচর্চ্চার অনুরাগী ছিলেন এবং অবকাশ মতে সময়ে সময়ে কবিতা রচনা করিতেন। নগেন্দ্রবালা স্নেহশীল পিতার নিরবদ্য-আদর্শ অনুকরণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। সেই আদর্শ সর্ব্বদা চক্ষুর পুরোবর্ত্তী থাকায় অতি অল্প বয়সেই ইনি সাহিত্যানুশীলনে

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রায় ১২ বৎসর বয়স হইতেই কবিতা-রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাময়িক ক্রমানুসারে ইহাঁর রচিত পুস্তকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। দানবনির্ব্বাণ।

২। ঊর্ষাপরিণয়।

৩। মর্ম্মগাথা।

৪। চামেলী।

৫। গীতাবলী।

৬। প্রেমগাথা।

৭। ব্রজগাথা।

৮। নারীধর্ম্ম।

৯। গার্হস্থধর্ম্ম।

১০। অমিয়গাথা।

১১। শিশুমঙ্গল।

১২। কুসুমগাথা (অসম্পূর্ণ)।

এই ১২ খানি পুস্তকের মধ্যে কেবল মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা এবং নারীধর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল, সম্প্রতি কেবল অমিয়গাথা প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট পুস্তকগুলি এখনও পাণ্ডুলেখ্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

ইহা ব্যতীত ইনি বামাবোধিনী, নব্যভারত, সাহিত্য, জন্মভূমি, পূর্ণিমা, আনন্দবাজার প্রভৃতি নানাবিধ মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায় সময়ে সময়ে কবিতাদি লিখিতেন এবং ইহাঁর প্রবন্ধাদি সর্ব্বদা সাগ্রহে এবং সাদরে পরিগৃহীত হইত।

নগেন্দ্রবালার প্রত্যেক কাব্য উজ্জ্বল প্রতিভার অমরমুদ্রায় মুদ্রিত হইলেও কাব্যগুলি উত্তরোত্তর উৎকর্ষোন্মুখ বোধ হইতেছে। কি পদ্য, কি গদ্য উভয়বিধ রচনায় ইনি সিদ্ধহস্তা। ইহাঁর গদ্য রচনাও কবিত্বপূর্ণ। ইহাঁর রচনায় বিশেষতঃ পদ্য রচনায় কি এক মধুর আকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে তাহা কেবল সহৃদয় সংবেদ্য; ভাষায় উহা ব্যক্ত হইবার নহে। কবিতাতে ইনি ইহাঁর নিজ হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের অনুরূপ এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন। কবিতাগুলি পড়িলে বোধ হয় যে সংগীত রাজ্যে বামাকণ্ঠের মাধুরী যেমন সর্ব্ববাদিসম্মত, কবিতা-রাজ্যেও যেন বামাকণ্ঠের সেইরূপ বিশেষত্ব আছে। অতি সহজ সচরাচর প্রচলিত বাঙ্গালা কথা উচ্চগভীর ভাব প্রকাশের কিরূপ উপযোগী নগেন্দ্রবালার প্রায় প্রতি কবিতাতেই ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সুলভ। জীবনে ইনি নানাবিধ দৈহিক এবং মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন এবং ইহাঁর প্রণীত কাব্যাবলীতে তজ্জনিত তীব্র বিষাদ এবং নৈরাশ্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত

হইয়াছে। মহাকবি বায়রণের মত ইহাঁর কবিতায় কোন কোন অংশকে কিয়ৎপরিমাণে ইহাঁর নিজ জীবনের চিত্র বলিতে পারা যায়। অগুরুধূপের মত ইনি স্বয়ং দগ্ধ হইয়া জগতকে সৌরভে আমোদিত করিয়াছেন। সংসারে গুণীমাত্রকেই খলের এবং কুসংস্কারাবিষ্ট লোকের নির্য্যাতন অল্পাধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হয়, নগেন্দ্রবালার ভাগ্যে এ নির্য্যাতন পূর্ণমাত্রায় ঘটিয়াছিল।

প্রতিভান্বিত ব্যক্তিরা প্রায়শঃ সাধারণ রুচি এবং সহানুভূতির উর্দ্ধতন স্তরে অবস্থিত,—এই কারণে ইহাঁরা সাধারণের মধ্যে অধিক সংখ্যক বন্ধু পাইতে পারেননা, কিন্তু তাঁহারা যে অতি অল্পসংখ্যক সমধর্ম্মাবন্ধু পান তাঁহারা আন্তরিক বন্ধু, কেবল বন্ধু নন, তাঁহাদিগকে প্রতিভার উপাসক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নগেন্দ্রবালা যখন প্রথমে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার কবি-প্রকৃতিক খুল্লতাত শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্দ্র পালিত এবং বামাবোধিনী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছিলেন। এই দুই সহৃদয় এবং সদাশয় মহাত্মার সহানুভূতিই নগেন্দ্রবালার কবিত্ব বিকাশের অন্যতম কারণ। এই উৎসাহবারি না পাইলে এই সুরভি-কুসুম হয়ত মুকুলেই বিনষ্ট হইত। নগেন্দ্রবালার পূজনীয় দীক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও একদিকে

যেমন তাঁহার এবং তাঁহার স্বামীর আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনকল্পে যত্নবান সেই সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রবালার সাহিত্য সেবাব্রত যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তৎপক্ষেও সর্ব্বদা আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারই আদেশমতে নগেন্দ্রবালা "ব্রজগাথা" ও "নারীধর্ম্ম" পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

নগেন্দ্রবালা যদিও ভিন্ন ভিন্ন রসাশ্রিত কবিতা প্রণয়নে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাঁহার বীণার প্রেমতন্ত্রীর ঝঙ্কার সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী। তাঁহার প্রেমগীতিগুলি প্রগাঢ় প্রেমাবেগে পূর্ণ হইয়াও অবলাজনোচিত শালীনতায় সুসংযত হইয়া এত মনোহর হইয়াছে যে উহা পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইতে হয়। অন্য কোন নব্য বঙ্গীয় কবি এ বিষয়ে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন কিনা জানি না। নগেন্দ্রবালার "প্রেমগাথা" এবং "ব্রজগাথা" যিনি পড়িয়াছেন, তিনি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে কি লৌকিক কি আধ্যাত্মিক উভয়বিধ প্রেম বর্ণনেই নগেন্দ্রবালা তাঁহার নৈসর্গিক শক্তির একশেষ দেখাইয়াছেন। তাঁহার "ব্রজগাথা" মুদ্রিত হইলে বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবে এ বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা যেরূপ অল্পবয়সে সুকবিকীর্ত্তি স্থাপনে

কৃতকার্য্য হইয়াছেন এরূপ উদাহরণ বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেও বিরল। এখনও ইহাঁর বয়স ২৪ বৎসর অতিক্রম করে নাই, ইনি অন্তঃপুরচারিণী সম্ভ্রান্ত হিন্দুললনা, নানাবিধ দারুণ রোগে প্রায় আজীবন জর্জ্জরিতা, শিক্ষালাভের সুবিধা ইহার ভাগ্যে ঘটে নাই বলিলেই হয়। বাল্যকালে ইনি একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেম, ইহাঁর বিদ্যালয় শিক্ষার উহাই চরম সীমা।

ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রতিভা নিজের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বঙ্গদেশে নগেন্দ্রবালা ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ। নিজের যত্নে ইনি যেমন সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন এমন সুদৃষ্টান্ত পুরুষদিগের মধ্যেও কচিৎ দেখা যায়। অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিয়া ইনি কেবল বঙ্গ উৎকল ভাষার নহে ইংরাজি সংস্কৃত প্রভৃতি মার্জ্জিত ভাষার সাহিত্যের কিরূপ চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহার রচনাই উহার পরিচায়ক। প্রায় সমস্ত মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা মুক্তকণ্ঠে ইহাঁর পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনার প্রশংসা করিয়াছেন। হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের অধ্যক্ষগণ ইহাঁর রচিত "প্রেমগাথা"র কবিত্বে প্রীত হইয়া ইহাঁকে পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। কবিবর নবীনচন্দ্র ইহাঁকে "রমণীরত্ন" আখ্যা

প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ নগেন্দ্রবালার বিদ্যাবত্তা, শক্তিমত্তা এবং কোমল সৌম্য স্নেহৈকপ্রবণ চরিত্রের অল্পমাত্র পরিচয়ও যিনি পাইয়াছেন তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, এই রমণীরত্ন আখ্যা অপাত্রে অর্পিত হয় নাই।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা এরূপ প্রতিভান্বিতা এবং সুশিক্ষিতা হইয়াও তাবৎ গার্হস্থ সদ্‌গুণ নিচয়ে বিভূষিতা। স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যের উপাসক হইয়াও ইনি নিত্য প্রয়োজনীয় এবং সুফলোপধায়ক তাবৎ গার্হস্থ শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবতী। কি রচনায় কি বাস্তব জীবনে ইঁহাকে কোমলা নারীপ্রকৃতির আত্মাস্বরূপিণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রূঢ়তা কিম্বা কার্কশ্য যেন ইঁহার ত্রিসীমা স্পর্শ করে নাই। ইঁহার রচিত “নারীধর্ম্ম” পুস্তকে ইনি যে সদুপদেশ দিয়াছেন, ইঁহার গার্হস্থ জীবনে তৎসমুদায় প্রতিফলিত দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতে হয়। ইনি যেমন সুগৃহিণী সেইরূপ সুপাচিকা, সীবনকুশলা এবং স্বাস্থ্যতত্ত্বাভিজ্ঞা। রোগীর সেবাকার্য্যে ইনি যেমন সুদক্ষা অনেক সুশিক্ষিতা ধাত্রী সে বিষয়ে ইঁহার সমকক্ষ কিনা সন্দেহ। অতিথির পরিচর্য্যা, আতুরের সেবা এবং দীনে দয়া ইঁহার যেন স্বভাবগত। দুঃখিত এবং তাপিত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া নগেন্দ্রবালা একস্থলে গাহিয়াছেন,—

"হ'য়ে থাক যদি সুখ শান্তিহারা,
এসগো আমার ঘরে,
হৃদয়ের রক্ত সঁপিব গো আমি
তোমার সুখের তরে"।

ইহাঁর এই উক্তি কেবল রচনা অলঙ্করণের জন্য সন্নিবেশিত হয় নাই। ইহাই ইহাঁর প্রকৃতি। ফলতঃ স্নেহশীলতা এবং স্বাবলম্বনপ্রিয়তা ইহাঁর চরিত্রের মূল ভিত্তি এবং এই দুই গুণই ইহাঁর সর্ব্বতোমুখ উৎকর্ষের প্রসূতী বলিতে হইবে। মৃদুতার এবং দৃঢ়তার এমন কমনীয় সমাবেশ স্ত্রীজীবনে অতি অল্প স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

"মৃদু প্রকৃত্যাচ সসার মেবচ"

কালিদাসের এই উক্তির শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

চুঁচুড়া।
১—১—১৯০২

শ্রীরাধানাথ রায়।

সূচী।

প্রথম খণ্ড

প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

তৃতীয় খণ্ড

চিন্ময়-সৌন্দর্য্য।

প্রথম খণ্ড।

প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য।

অমিয়গাথা।

প্রার্থনা।

বিভো কি বলিব আর,—
যেখানে সেখানে থাকি,
নাথ বলে যেন ডাকি,
সদা যেন মনে থাকে আমি গো তোমার !

রেখ ওই নিবেদন,
পেয়ে সংসারের সুখ,
যেন না উথলে বুক,
যেন গো না যাই ভুলে ও দুটি চরণ।

এই ক'রো দয়াময় !
থাকিয়া সংসার মাঝে,
খাটিব তোমারি কাজে,
তব নামে ভরা রবে এ তুচ্ছ হৃদয় ।

শুন ওগো প্রাণ ময় !
হব তৃণাদপি দীন,
কারে না ভাবিব ভিন,
আপনা হারায়ে ফেলে হব বিশ্বময় ।

দেখ দেখ এইকথা,—
আমারে জননী ব'লে,
আসিয়া আমার কোলে,
দুখী তাপী জন যেন ভুলে সব ব্যথা !

আরগো প্রার্থনা মোর,
তুমি প্রভু তুমি স্বামী,
তোমারি সেবিকা আমি,
এই জ্ঞানে দেখ মোরে দিবা নিশি ভোর ।

বোলপুর।

সংসার-গতি।

কাহারে জানাব মম প্রাণের বেদন,
কি ধন অভাব মম,
কারে কব প্রিয়তম,
বলিলেই কেবা তাহা করিবে শ্রবণ !
ভগন হৃদয় হায়,
পরিপূর্ণ কি ব্যথায়,
এখানে চাহেনা কেহ তুলিয়া নয়ন

যার পাশে যাই সেই করে অযতন,
অভাগীর তপ্তবায়,
কেহ নাহি নিতে চায়,
চোখ চোখি হ'লে সবে নামায় বদন।
কত অপরাধীমত,
প'ড়ে আছি অবিরত,
নিয়ত সংসার দলে দিয়া দু'চরণ।

পাইনা জগতে আমি একটু যতন,—
আমি জগতের পর,
সবে বলে "সর সর"—
আমার বাতাস পাছে করে পরশন !
আমার নয়ন জল,
ভাসায় ধরণী তল,
কেহত চাহেনা তুলি করুণ নয়ন !

নিঠুর সংসার বিভো ! নিঠুর কেবল,
ঘৃণা উপহাসে হায়,
সে যে গো নিভাতে চায়,
ভগন পরাণ মাঝে জ্বলে যে অনল।
সে ঘৃণা উপেখা বাণে,
আরো ব্যথা বাজে প্রাণে !
বজ্রানলে ধরা কভু হয় কি শীতল !

না পাইনু এজগতে একটু আদর,
শুধু প্রাণে হাহাকার,
নাহি স্থান দাঁড়াবার,
মোর চোখে মরুভূমি বিশ্ব চরাচর !

জগতে র'য়েছে যারা,
সবে হাসে খেলে তারা,
বিষম বিষাক্ত ব্যথা ভাঙেনি অন্তর।

আমারি হৃদয় শুধু বিষাদে কাতর,
আমিই মরমে ম'রে,
এক পাশে আছি স'রে,
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস মাঝে বাঁধিয়াছি ঘর।
আমারি গো ছেলে বেলা,
ভেঙেছে সাধের খেলা,
আমিই জগতে আছি হ'য়ে পর পর!

আমারি ভাঙিয়া গেছে সুখের স্বপন,—
আমারি প্রভাতে ধরা,
বিকট আঁধার ভরা,
আমারি সকাল বেলা যামিনী ভীষণ।
আমারি বসন্ত ছটা,
বরষার ঘন ঘটা,
আমারি গো অগ্নিকণা চাঁদিমা-কিরণ।

হেরি সংসারের গতি বুঝিনু এখন,—
সংসারে মমতা নাই,
নাহি আরামের ঠাঁই,
দীনের তরেতে নাই সান্ত্বনা বচন।
না থাক্ তাহে কি দুখ,
চাহিনা ধরার সুখ,
আছেত আমার তরে তোমার যতন।

জগতে আমার শুধু তুমি নিজধন,—
যে হৃদি সংসার হায়,
ভাঙিয়াছে ব্রজ্রঘায়—
পতি পিতা পুত্ররূপে সে হৃদি এখন—
জুড়াও গো প্রাণময়,
হয়ে যাক এ হৃদয়,
ও পদে সমাধি নাথ জনমমতন।

হুগলী; ১৩০৩।

কাজনাই।

কোলে টেনে লও আর থাকিতে না চাই,
সংসারের কালানলে,
হৃদয় যেতেছে জ্বলে,
কত যাতনায় প্রাণ পুড়ে হয় ছাই।
কোলে টেনে লও নাথ আর কাজনাই।

কোলে টেনে লও নাথ আর কাজনাই,
সংসারের সুখ ছাই,
আর আমি নাহি চাই,
হৃদয়ে আগুণ জ্বলে কাঁদিয়া বেড়াই।
কোলে টেনে লওনাথ আর কাজ নাই।

নাও নাথ দয়া ক'রে কোলে টেনে নাও,
হেথা ভরা হিংসা দ্বেষ,
নাহি বিন্দু সুখ লেশ,
কেন আর রাখি মোরে, পরাণ পোড়াও?
নাও নাথ দয়া ক'রে কোলে টেনে নাও।

নাও প্রভো অভাগীরে কোলে টেনে নাও
সংসার উপেখা আর,
ওগো প্রিয় প্রাণাধার—
পারিনা সহিতে—মোর যাতনা নিবাও।
নাও প্রভো অভাগীরে কোলে টেনে নাও!

নাও নাথ দয়া ক'রে কোলে টেনে নাও
যারা আপনার জন,
ছল খোঁজে অগনন
বিনা অপরাধে প্রাণ করেগো উধাও
নাও নাথ দয়া কোরে কোলে টেনে নাও।

দাও মোরে দাও ঠাঁই তোমারও পায়,
নতুবা প্রাণের হরি,
নিবাও গো দয়া করি,
যে আগুণে সদা মোর বুক জ্বলে যায়।
দাও নাথ দাও ঠাঁই তোমার ও পায়!

না না না কিছুই আমি চাহি নাগো আর,—
বিষাদ ব্যথিত বুকে;
চাব সুখ কোন মুখে,

তাই কর ইচ্ছাময় যা ইচ্ছা তোমার।
নাহি এ জগতে আর প্রার্থনা আমার।

শুধু চাই দাও ঠাঁই তোমার ও পায়।
জগতের কিছু হায়,
এ প্রাণ নাহিক চায়,
ভুগেছি অনেক ভোগ এ পোড়া ধরায়।
তাই আজ মাগি ঠাঁই ও রাতুল পায়!

কোলে টেনে নাও নাথ আর কাজ নাই,
ত্যজি দেশ ত্যজি ঘর,
এসেছি বিদেশে "পর"
আকুল পরাণে আজ দেশে যেতে চাই!
কোলে টেনে নাও নাথ আর কাজনাই।

হুগলী ১৩০৩।

হতাশের উচ্ছ্বাস।

কে তুমি বেড়াও কেন
গাহিয়া বিষাদ গান ?
কি আঘাতে বল ভাই
ভেঙেছে তোমার প্রাণ ?

"সুখ সুখ" ক'রে কেন
আকুল পিপাসী প্রায়,
হায় সখে বারি ভ্রমে
ছুটিতেছ সাহারায় !

কারে তুমি "সুখ" বল
তাহারে কি চেন ভাই !
আমিত জীবনে কভু
তার মুখ দেখি নাই।

আমি জানি কথা দুট
আকাশ কুসুম প্রায়,

অথবা লুকায় সুখ
পরশি আমার বায় !

খুঁজে তারে হ'নু শ্রান্ত
আর খুঁজে কিবা ফল,
পরের হাসিতে আমি
ঢেকে রাখি অশ্রুজল।

আমিও তোমার মত,
সুখের কাঙাল ভাই,
আইস দুজনে মিলে
একপথে ছুটে যাই।

আমিগো জগতে একা
নিয়ত কাঁদিয়া মরি।
পাইনা প্রাণের সখা—
কাঁদিতে গো গলা ধরি।

নীরবে নীরবে মোর
হৃদয় ফাটিয়া যায়,

একটি স্নেহের ভাষা
কেহত বলেনা হায় !

একটি স্নেহের ভাষা
শুধু লভিবার তরে,
দিয়াছি এ সারা প্রাণ
ঢালিয়া জগত পরে—

কিন্তু হায় কোথা স্নেহ
কোথা তার প্রতিদান—
নিঠুর সংসার মোরে
শুধু করে হতমান।

তাই করিয়াছি ঠিক
খুঁজিবনা সুখ আর—
বধির বিশাল বিশ্বে
ঢালিবনা হাহাকার।

প্রাণের দারুণ জ্বালা
গোপনে ঢাকিয়া রেখে

তুলিব বীণায় তান
পরের হাসিটি মেখে।

হও তুমি সখা মোর
এক করি দুটি মন
গাব বিভু প্রেম গান
যতদিন এ জীবন।

নিঠুর জগতে কেন
মিছা অশ্রু জল ঢাল?
ব্যথিতে ব্যথিতে এস
সাজিবে মানাবে ভাল।

এ জগত দুদিনের
কেন ক্ষোভ তাপ তায়;
নিত্যসুখ কোথা এস,
খুঁজে দেখি দুজনায়!

সংসারের মায়া মোহ
সব পায়ে দ'লে ভাই,

আইস অনন্ত দেশে
অনন্তে মিশিতে যাই।

কেবল সুখের তরে
আসিনি জগতে ভাই,
আছে জীবনের কাজ
তাকি কিছু মনে নাই ?

মিশায়ে প্রাণের ব্যথা
বিশাল জগত গায়,—
নবোদ্যমে জগতেতে
খাটি এস পুনরায়।

মাথাখাও আর সখে
গেওনা বিষাদ গান,
বিশ্ব সেবা ব্রতে এস
দোঁহে ঢেলে দিই প্রাণ।

হুগলী ; ১৩০৩।

জিজ্ঞাসা ।

নীরবে শিখেছি প্রেম
তোমারি কাছে,
মরমে তোমারি ছবি—
লুকান আছে ।

পাখীর ললিত গানে,
তবপ্রীতি জাগে প্রাণে,
মলয়ে তোমারি প্রেম—
উছলি আসে ।
তোমারি প্রেমের স্মৃতি—
সাগরে ভাসে ।

চাঁদের মধুর হাসি,
তোমারি সুষমারাশি,
তোমারি করুণা বিন্দু
নীল আকাশে ।
তোমারি সুরভি লভি
সান্ধ্য বাতাসে ।

অনন্ত হয়েও তুমি,
সান্ত রূপে মরভূমি,
জুড়িয়া রয়েছ কিবা—
মধুর রূপে,—
সাধে কি সমাধি যাচি
ও প্রেম কুপে !

বলেছিলে এক দিন
মধুর হেসে,—
জুড়াবে তাপিত প্রাণ
নিকটে এসে !
সে দিন আসিবে কবে,
তাই বসি গণি ভবে,
বল এ সাধনা মোর—
পূরিবে কবে ?
অসীমে সসীমে কবে
মিলন হবে ?

মাগুরা।

আবাহন।

এস এস তুমি আমার দুয়ারে—
আমি তব নহি পর,
যেই বিশ্বে তুমি লভেছ জনম—
সেই বিশ্বে মোর ঘর।

দারুণ বর্ষায় বসি তরুতলে—
সহিবে সলিল ধারা,—
রুধিয়া জানালা আমি ব'সে রব—
হইয়া আপনাহারা!

ইহা কভু নহে মানব ধরম—
নহে শ্রেয় অনুকূল,
আপনার মাঝে আপনারে বাঁধা
শুধুই মোহের ভুল।

হ'য়ে থাক যদি সুখ শান্তি হারা—
এসগো আমার ঘরে,—
হৃদয়ের রক্ত সঁপিবগো আমি
তোমার সুখের তরে।

তোমার জগত যদি হয়ে থাকে—
ওগো উধাও শ্মশান !
এস মোর বাড়ী মোর সব দিয়া—
ফুটাব তোমার গান ।

মোর সব দিয়া তোমারে হাসাব—
এবার করেছি সার,
আপনার মাঝে আপনারে আমি—
নারিগো বাঁধিতে আর ।

যদিও অসীম মানব জীবন—
ক্ষুদ্র পরিসর তার,—
অসীমের সনে তবু জড়াজড়ি
কি অপূর্ব্ব একাকার !

ক্ষুদ্র হ'য়ে কেন আপনারে লয়ে,
রহিব ধরার মাঝে ?
অসীমের ছবি হৃদয়ে ফুটাব
খাটি তোমাদের কাজে !

অমিয়গাথা।

এ সাধনা মোরে সাধিবারে দাও
ওগো তোমরা সবাই,—
তোমাদের তরে যেন বিশ্ব মাঝে
আমি আপনা হারাই।

যে আছ যেখানে দুখী তাপীজন,—
এসগো আমার ঘর!
তোমরা আমার আমি তোমাদের
ভেবনা একটু পর!

হুগলী।

পাপিয়া।

কেনরে করুণ-গীতি গাস অবিরল!
কেন তুই মর্ম্মে মরা,
কি বেদনা বুকভরা,
তোর কি নাহিক হেথা আরামের থল!

তোরে কি করিয়া স্নেহ,
সংসারে ডাকেনা কেহ,
তোরেকি নাদেয় ঠাঁই গিরি তরু দল!
কেন তোর "চোখ গেল" বল্ মোরে বল্?

ভাল বেসে তুই কিরে,
পাসনি একটু ফিরে,
তাই কিরে তোর বুকে জ্বলি কালানল—
আঁখি দিয়া উথলায়,
তাই তোর চোখ যায়,
তাই কি সহিস বুকে ব্যথা অবিরল!

অথবা সংসারে ভরা হিংসা স্বার্থ ছল,—
তোর ও স্বর্গীয় আঁখি,
দেখিতে পারেনা পাখি,
তাইকি নিয়ত বহে প্রাণ গলা জল!
সঞ্জীবনী ধারা হ'য়ে,
যাবেকি তা বিশ্বেব'য়ে,
জাগিবেকি মানবের মৃত হিয়াতল!

আয় পাখি! তুই আমি মিলে দুজনায়,—
হৃদয়ের রক্ত দিয়া,
বিশ্ব প্রেম শিখাইয়া;
মানুষে দেবতা আজ করিব ধরায়!
"চোখ গেল" তোর গান,
আমার এ ভাঙা প্রাণ,
দু'হে মিলে নব যুগ আনি ভবে আয়!

মাগুরা।

বৈষম্য।

বিভো ধরণী তোমার !
কোন স্বপনের ভরে,
গড়িলে কিসের তরে,
সবি যেন ভাঙা গড়া কেন গো ইহার ?

বিভো ধরণী তোমার,—
স্নেহ প্রেম প্রীতি পূর্ণ,
তবু কেন হিয়া চূর্ণ,—
শতকণ্ঠে কেন নিতি উঠে হাহাকার !

বিভো কেনগো এমন !
মিলনে বিরহ দিয়া,
তৃপ্তিটুকু আবরিয়া,
জড়াইলে সুখে দুখে প্রাণের স্বপন !

বল বল ভগবান !
আশায় নিরাশা কেন,
সাধেতে বিষাদ হেন,
স্নেহবলি দিতে কেন গড়িলে শ্মশান।

বল বল প্রাণাধার !
জীবনের স্তরে স্তরে,
কেন মৃত্যু বাস করে,
মানবের বুকে কেন হিংসা স্বার্থভার ?

বল বলগো আমায় !
সুন্দর গোলাপ হেন,
কণ্টকে বেষ্টিত কেন,
মধুর চন্দ্রিকা কেন ভরা কালিমায় !

কেন ওগো দয়াময় !
সোণার বসন্ত হায়,
ছুদিনে ফুরায়ে যায়,
পলে পলে কেন বিশ্ব পাইতেছে লয় ।

বল বল একবার !
সুন্দর ও অসুন্দর,
কেন হেন একস্তর,
বাস্তব স্বপন জাল কেন একাকার !

হুগলী ।

সৃষ্টিরহস্য।

এ সৃষ্টিরহস্য কি যে বুঝা নাহি যায়,
এই যে কুসুম দল,
রূপে গুণে ঢল ঢল,
প্রভাতে ও কম—কায় লুটিবে ধূলায় !

নদীর লহরীগুলি,
মৃদুল হিল্লোলে দুলি,
মানব মরমে কত উচ্ছ্বাস বহায় !
কিন্তু সে সুষমা হায়,
পলকে ফুরায়ে যায়,
পলে পলে নব নব সকলি ধরায় !

বসন্তেতে কোকিলের মনোরম স্বর,—
মাতায় মানব প্রাণ,
কিবা সে পঞ্চম তান,
বসন্ত সুহৃদ সহ হয় সে অন্তর !

নিদাঘে তপত রবি,
বরষার নীল ছবি,
প্রাণহরা শরতের স্বর্ণ শশধর,—
হেমন্তে শিশির-ঘটা,
শীতের কুহেলি-ছটা,
সবি দুদিনের তরে ধরণী উপর !

বালকের আধ ভাষা দুদিনের তরে,
সপ্ত রঙে রাঙা তনু
মনোহর রামধনু,
পলকের তরে শুধু গগন উপরে।

আজি হাসি অশ্রু কাল,
মিলনে বিরহ জ্বাল,
এই ঢাকা ছিল নভো তারকানিকরে ;
দূর ক'রে গাঢ় মসী,
আবার উঠিল শশী,
কে জানে রহস্য কত সৃষ্টির ভিতরে।

আজ যারে হেসে বলি আমি গো তোমার !
"প্রলয়ে ডুবিলে ভব,
তবুও তোমারি রব",
কালি যে যন্ত্রণাময় ছায়াটি তাহার !

কোথা সে প্রণয়-সিন্ধু,
নাহি আর এক বিন্দু,
আছে শুধু স্মৃতি-চিহ্ন ঘৃণা উপেখার !
গেছে ভাল বাসা বাসি,
নিবেছে সুখের হাসি,
নাহি বুঝি জগতের কি যে এ বিচার !

চারি দিকে ভাঙা গড়া হেরি অনিবার,—
সংসার তরঙ্গ-ঘায়,
ক্ষুদ্র তৃণ কুটা প্রায়,
ভাসিছে মানবদল করি হাহাকার।

কেন এত ভাঙা গড়া,
নাহি বুঝি আগাগোড়া,

কেন হেন খেলা খেলে কে সে খেলোয়াড় !
কেবল দেখিতে পাই,
এই আছে এই নাই,
নাহি জানি আছে ইথে কি যে সমাচার !

অথবা জানিতে মোর নাহি অধিকার,
খেলিছেন বিশ্বস্বামী,
তাঁহার পুতুল আমি,
আমি অণু—কায কিগো সৃষ্টির বিচার !

না গো না চাহিনা আর,
শুনিতে সে সমাচার,
তুমি খেল খেলিতে যা বাসনা তোমার।
এ বিশ্ব রহস্যাগারে,
ডুবাইয়া আপনারে,
আমি শুধু বসে নাথ দেখি অনিবার।

হুগলী।

দিবা অবসান।

হয় ওই দিবা অবসান,
যেন হায়,
কি ব্যথায়,
চ'লে যায়,
পায় পায়,
কেঁদে কেঁদে লোহিত নয়ান !

হয় ওই দিবা অবসান,
পশ্চিমেতে,
বিষাদেতে,
কার আশে,
মুক্ত বাসে,
ও যেন গো করিছে পয়ান।

হয় ওই দিবা অবসান,
সে ছায়াটি,
পরিপাটী,
নীল জলে,
কিবা ঝলে,
কিবা তুলে প্রেমের তুফান।

হয় ওই দিবা অবসান,
কেশ-ভার,
গেছে তার,
এলাইয়া,
ছড়াইয়া—
শ্যামছটা—সুষমা মহান্।

হয় ওই দিবা অবসান,
কত সুখ,
কত দুখ,
কত শান্তি,
কত ক্লান্তি,
ভরে দিয়া মানব—পরাণ।

হয় ওই দিবা অবসান,
কত স্মৃতি,
কত প্রীতি,
কত আশা,
ভাল বাসা,
তার সনে করে গো পয়ান।

হয় ওই দিবা অবসান,
হায় হায়,
ওই যায়,
তার সনে,
নিরজনে,
মানবের কল্পনার গান।

হয় ওই দিবা অবসান,
ফুল-হাসি,
তারা-রাশি,
চাঁদিমায়,
মৃদু বায়,
এজগতে করিয়া আহ্বান।

হয় ওই দিবা অবসান,—
সন্ধ্যা ধীরে,
চাহে ফিরে,
তার পায়,
আপনায়,
দিবা সুখে দিল আত্মদান।

হুগলী।

সন্ধ্যা।

সারা দিন খেটে-খুটে
কাতর হইয়া—
দিবাটি সাঁঝের কোলে
প'ড়েছে শুইয়া।
তাহার বিরহ-শরে,
দিনেশ মরমে মরে,
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা
পড়িছে ঢুলিয়া—
সুনীল সিন্ধুর বুক
কাতরে চুমিয়া!

সহসা ভাঙিল যেন
কি এক স্বপন,
থামিল পাপিয়া গীতি—
ভ্রমর-কুজন।
পাখিদল ম্লান মুখে,
কত ব্যথা যেন বুকে,
ধীরে ধীরে ফিরিতেছে
কুলায় আপন।
শিশু ডাকে "আয় চাঁদ"
মা চুমে বদন।

সন্ধ্যা আসে স্বপনের
গলাটি ধরিয়া;
দিগঙ্গনা আনে তারে
বরণ করিয়া।
মঙ্গল শঙ্খের তান,
গায় আগমনী গান,
ঘরে ঘরে দীপমালা
ছড়ায় কিরণ।

কি এক নবীন ভাবে
ভরিল ভুবন।

প্রকৃতি সন্ধ্যারে পূজে
সিন্দূর ঢলিয়া,
রক্তিম আভায় উঠে
দিক উজলিয়া।
দ্বিজদল দেব-ঘরে,
মঙ্গল আরতি করে,
হেরি সে মধুর ভাব
বিভল হইয়া,—
ধীরে ধীরে সমীরণ
যাইছে বহিয়া।

ঝোপের আড়ালে নব—
বধূটির প্রায়,
ধীরে ধীরে কত আশে
শশধর চায়।
হেরি সে চাহনী তার
মনে পড়ে রাধিকার—

আকুল চাহনী সেই—
যমুনা বেলায়।
মনে পড়ে সেই বাঁশী
"আয় রাধে আয়"।

কি এক বিমল স্রোত
বহিল ধরায়,
মানবের শোক তাপ
ছিল যা হিয়ায়—
থামিল ক্ষণেক তরে,
সবাই বিভুরে স্মরে,
সবাই প্রণমে তাঁরে
বিভল হিয়ায়।
আমিও প্রণমি দেব
পবিত্র সন্ধ্যায়।

পাণ্ডুয়া।

প্রকৃতির বীরত্ব।

প্রকৃতিগো একি আজ করি দরশন,—
কোথা সে মোহিনীবেশ,
কোথা সে রূপের রেশ,
কোথায় সে বসন্তের কুসুম-ভূষণ!
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু,
কোথা সে শারদ ইন্দু,
কোথা সে তারার হার নয়ন-রঞ্জন!
শিশির-মুকুতামালা কোথা বা এখন;
বল আজ তব ছবি কেনগো এমন?
মসীময় বর্ম্মে আজ,
কেন হেন বীর সাজ,
করেতে অশনি-অসি করে ঝন্ ঝন্!
সমীরণ দ্রুত ব'য়ে,
কি বারতা যায় ল'য়ে,
কার সনে বল আজ বাধিয়াছে রণ!
বল বল এ বীরত্ব কিসের কারণ?

প্রবল সিন্ধুর ঢেউ আজ কি কারণ,—
আকুল পরাণে ছুটে,
পড়িছে আবেগে লুটে,
আতঙ্কেতে বেলা-পদ করিয়া চুম্বন !
কেন আজ বেলা তায়,
গরবে না ফিরে চায়,
সদম্ভে আছাড়ি ঘোষে গৌরব আপন ?
শরণাগতেরে আজ কেন সে এমন !

তরুগুলি নত মাথে কেন গো এমন,—
পড়িয়া ধরণীতলে,
কার পায় কিবা বলে,
কার সনে সন্ধি তারা করিছে স্থাপন ?
নদীতে তরণী-কুল,
কেন হেন দিক-ভুল,
বরুণ তাদের কেন করে আবাহন ?
সেকি গো বিপক্ষ তব বল বিবরণ !

সুনীল গগনে নাহি চাঁদিমা তপন,
শুধু ঘন অন্ধকার,
ঢাকিয়াছে অঙ্গ তার,
আঁধার—আঁধারময় এবিশ্ব ভুবন!
কে আজি গো রোষভরে,
দারুণ তীখন শরে,
দীনের কুটিরগুলি করিছে ভগন?
কে নিঠুর দীন জনে নিঠুর এমন!
কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তোমা করে আবাহন,—
নারী হ'য়ে নরহেন,
প্রবল বীরত্ব কেন,
কেন গো এ বীর-দর্প ভীম আস্ফালন?
কেন তীব্র হুহুঙ্কার,
কোন বীর অবতার,
চাহেনি তোমারে কর করিতে অর্পণ?
বল বল কেন আজ বীরত্ব এমন!

বোলপুর।

বর্ষা।

নীবিড় জলদজালে ঢাকিয়া বিশাল বিশ্ব,
ওকে রাণী ফুলময়ী দেখায় হরিত দৃশ্য !
হরিত অম্বরপরা শ্যামল চিকণ কেশ,
মৃদু মৃদু বারি বিন্দু বাড়াইছে চারু বেশ !
ঝলকে বিজলী হাসি আহা মরি কি মধুর !
মেঘছলে চারুপদে বাজে মরি কি নুপূর !
নাচিয়া উঠিছে সিন্ধু আনন্দ ধরে না বুকে।
খুলিয়া মোহন পাখা শিখি নাচে মন-সুখে।
গাহিছে বন্দনা ভেক আরামেতে ঢল ঢল,—
ডুবে গেল ওর প্রেমে রবি শশী তারাদল !
বালা যেন বিশ্বজয়ী আপন রূপের ভরে,
দেখিছে কবি ও ছবি দুটি আঁখি শত ক'রে ;
মরি মরি কি মাধুরী ডুবে গেল সারা ধরা !
কে দেখেছে হেন রূপ প্রাণ পাগল করা !

মাগুরা।

জ্যোছনা নিশি।

মধুর জ্যোছনা রাতে,
কি আনন্দ পাতে পাতে,
মেদুর মলয় বাতে
কত সুধাধার !
কুমু ডাকে "প্রিয়তম",
কোকিলের কাল ভ্রম,
প্রকৃতির মনোরম,
রূপের বাহার।

আকাশে অযুত তারা,
অস্ফুট অফুট পারা,
যেন তারা আত্মহারা,
কার রাঙা পায় !
ফুলবধূ ঊর্দ্ধ মুখে,
কত মধু লয়ে বুকে,
যেন চেয়ে আছে সুখে
কার অপেখায় !

পতি যার পর বাসে,
সেও আজ কত আশে,
আলুলিত কেশ পাশে,
চাহে বাতায়ন !
বাতায়ন-মুক্ত দ্বারে,
সে আজ দেখিছে যারে,
তুলনা করিছে তারে,
নাথের বদন !

চাহিয়া চাঁদের পানে,
বঁধুয়া জাগিছে প্রাণে,
তাই হেন একতানে,
করে দরশন ।
চাহিয়া চাহিয়া তায়,
অভাগী মিটাতে চায়,
যত আছে ও হিয়ায়,
বিরহ জ্বলন ।

প্রেমিক যুগল যারা,
গলাগলি বসি তারা,

ছুটায় কল্পনা ধারা
মনের মতন,—
সাধক বিভুরে স্মরি,
ভাবিছে কি কারিগরি,
আনন্দে লুটিছে মরি
ধরি সে চরণ !

প্রিয়ার মধুর ছবি,
তুলনা করিছে কবি,
মধুর মধুর সবি,
আজি এ নিশায় ।
সাধে প্রাণ জেগে ওঠে,
সাধে কি লহরী ছোটে,
সাধে কি পরাণ লোটে,
বরাঙ্গ-ছটায় !

বোলপুর।

চাঁদের হাসি।

ঢল ঢল ঢল হাসিছে শশী
  নীলিমা সুচারু আকাশতলে,—
খল খল খল হাসিছে সিন্ধু
  সে ছায়া ধরিয়া হৃদয়তলে।

ঢল ঢল ঢল হাসিছে ধরা
  চাঁদের হাসিটি পরশকরি,
হাসে কুমুদিনী সরসী মাঝে
  বঁধুয়া নেহারি প্রেমেতে ভরি।

হাসিছে প্রকৃতি গরবভরে,
  প্রভাত ভাবিয়া গাহিছে পিক।
চাঁদের হাসিতে জগত হাসে
  কাঞ্চন ছটায় উজলি দিক।

প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া চাঁদে
  হাসিছে আকাশে তারকাকুল,
হেরিয়া মধুর সে প্রেমছটা
  হাসিয়া লতায় ফুটিছে ফুল।

এজগত মাঝে কেবা না হাসে
এমন মধুর হাসিটিকার,—
বালক যুবক স্থবির মাতে
হেরিলে ইহারে একটিবার!

হাসির সাগর বিরলে পেয়ে
যতনে তাহা মথিয়া সুখে,—
বঞ্চিয়া সবারে চন্দ্রমা একা
রেখেছে মাখায়ে আপনমুখে।

হেরিয়া চাঁদের মধুর হাসি
শিশুরা নাচিছে মধুরতালে,
কবির হৃদয়ে স্বভাব সুখে
ঝলকে ঝলকে অমিয়া ঢালে।

হাস হাস চাঁদ এমনি ক'রে,
মধুর মধুর মধুর পারা,
মোর আঁখি জল যাউক ভেসে
তোমাতে হ'য়ে আপনা হারা।

বোলপুর।

সুরা।

শ্লথ হৃদি মাঝে করি ভর,
কেতুই বহিয়া যাস করি তর্ তর্ ?
আধজাগা আঁখি দুটি,
তোর পায় পড়ে লুটি,
পরশিতে বর বপু দিক্ ভোলেকর।

হায় হায় বৃথা সে প্রয়াস,
তোর যে ছলনা দেখি নরে বারমাস !
অদেখা মোহিনী বেশে,
দাঁড়াস নিকটে এসে,
অমিয়া ঢালিস দিয়া মধুরিম হাস !

তবু ভুলে নাহি দিস ধরা,
তোর কাজ দেখি, শুধু নরে ক্ষিপ্ত করা।
ধরায় কি জানে কেহ,
ল'য়ে অশরীরি দেহ,
খেলিতে এমন খেলা প্রাণ মন হরা !

বোলপুর।

সঙ্গীত।

কোন্ দেব দেশ হ'তে
এলে তুমি ঝরিয়া ধরায় ?
কোন্ মন্ত্র বলে বল
পশ হেন মানব হিয়াঁয় !

কি মোহিনী জান তুমি
হিংস্রজাতি-আনতমস্তক।
সারাবিশ্ব ভজে তোমা
সারাধরা তোমারি স্তাবক।

তরল নদীর সুম
নেচে নেচে তর্ তর্ করি,
নরের কঠোর হৃদি
কেমনে ভিজাও মরি মরি !

তব নিরাকার বাঁশী
বাজে কিবা মধুর সুতানে;
ঢালি সঞ্জীবনী সুধা
সারাবিশ্ব নিজপাশে টানে।

বোলপুর।

একখানি

ফটোদর্শনে।

তন্দ্রামগ্ন অলসের মত
কত যুগ—যুগান্তর একাকি বসিয়া,
ভাবিছ কি গত সুখ যত?
অথবা সে দুখস্তর রাখিছ গণিয়া!

যে চাহে তোমার মুখ পানে,
চেয়ে দেখ তারে স্নেহে হইয়া বিভল
নাহি ভাঙ বুক বজ্রটানে
স্বার্থপর ভাঙে যথা দীন হৃদি তল।

কত যুগ যুগান্তের কথা,—
তোমার দরশে আজ উঠেছে জাগিয়া
থাক ঢাকা সে অজানাব্যথা,
জীবন হউক ভোর ও গীতি গাহিয়া !

বোলপুর।

মতিঝিল।*

এক দুই ক'রে হায়,
কতদিন চ'লে যায়,
কিন্তু তার স্মৃতিটুকু
মুছেনা কখন,—

সে যে অতি ধীরে ধীরে,
জাগে মরমের তীরে,
মানব হৃদয় তার
সাধের আসন।

---

* মুর্শিদাবাদস্থ মতিঝিল নামক পুষ্করিণী দৃষ্টে লিখিত।

নববধূটির প্রায়,
ঘোমটা খুলিয়া চায়,
কতই অতীত গীতি
মাখা সে বদন।

ওই মতিঝিল ওই,
কিন্তু সে সুষমা কই,
যেই দিন মহম্মদ
সহ প্রিয়জন—

প্রাসাদে তীরেতে ওর,
হইয়া সুখেতে ভোর,
কল্পনায় স্বর্গরাজ্য
করিত গঠন।

স্বর্গ মন্দাকিনী প্রায়,
ওযেগো নাচিত হায়,
তার সনে কতসুখে—
হইয়া মগন।

সেদিন হ'য়েছে হত,
কালগর্ভে সবনত,
গেছে মহম্মদ, শুধু
আছে মতিঝিল,

নাহি সে মুকুতামণি, (১)
নাহি সে সোহাগ খনি,
অনন্ত সুষমা রাশি
হ'য়েছে শিথিল।

নাহি সে মোহিনীবেশ,
নাহি সে সুখের লেশ,
নাহি সে সম্পদ, শুধু
রয়েছে সলিল!

আজি এরে দেখি হায়,
কত কথা মনে ভায়,
কত পুরাতন স্মৃতি
জাগিছে হিয়ায়!

---

(১) প্রবাদ আছে পূর্ব্বে মতিঝিলে মুক্তা জন্মাইত।

কালের কঠোর ঘায়,
চির তরে নিদ্রা যায়,
এক্রামও মহম্মদ
ওর স্নিগ্ধ ছায়। (২)

আহা মরি সেই দুখে,
বেদনা পাইয়া বুকে,
বুঝি মতিঝিল আজ
কাঁদিয়া লুটায়!

ওর সে সুষমা তাই,
পুড়িয়া হয়েছে ছাই,
নাহি তাই সেই শোভা
নয়ন রঞ্জন।

সে সব সুখের হাসি,
কালস্রোতে গেছে ভাসি,
স্মৃতি শুধু পূর্ব্বছটা
করিছে কীর্ত্তন।

(২) মতিঝিলের নিকট মহম্মদ ও এক্রামের সমাধি আছে।

আঁজি মতিঝিল হায়,
ম্লান মুখে শুধু গায়,
জগতের অনিত্যতা
বরষি নয়ন।

মায়া।

হে সুরসুন্দরি ! তুমি বল মানবের,—
কোন পুরাতন বন্ধু কত জনমের !
এড়াইতে তব কর,
চাহে যদি কোন নর,
অমনি যে বাঁধ তারে দিয়া শত ফের।

কেন গো নরের সনে এ খেলা তোমার ?
তারা কি তোমার ওগো বড় আপনার !
তাই কি ক্ষণেক তরে,
পার না ছাড়িতে নরে,
তাই নরে টান—দিতে আত্ম উপহার।

বল অয়ি বরাননে বাসনা তোমার !
মানবের সনে তুমি কেন একাকার ?
স্বর্গীয় ললনা তুমি,
তোমার চরণ চুমি,
হতাশ জীবনে আশা জাগে শতবার ।

কোন কার্য্য তরে বল মানস মোহিনি !
মরতে নরের সহ খেলিছ এমনি ?
তুমি কি নরের মিত্র;
বুঝি না ও কোন্ চিত্র,
বুঝি না ও চোখে তব ভাসে কি চাহনি !

হুগলি।

কমলাবতীর প্রতি পুষ্পবতী।

রাজমাতা আশে; ভবানী পূজিতে,
গেছিনু পিতার বাস,
অভাগীর ভালে, জ্বলিল অনল,
পুড়িল সকল আশ।

তৃষায় কাতরে, চাহিলাম বারি,
অম্বরে উদিল মেঘ,
আমার কপালে, উড়াইল মেঘে,
দুর্ভাগ্য পবন বেগ।

---

* শিলাদিত্য মহিষী পুষ্পবতী পুত্র কামনা করিয়া তাহা লাভান্তে পিতৃ রাজ্যস্থিত জাগ্রত ভবানী দেবীর পূজার্থে গমন করিয়াছিলেন সেই সময় শত্রুসমরে শিলাদিত্য নিহত হন। অন্যান্য মহিষীগণ চিতারোহণ করেন। পিত্রালয় হইতে প্রত্যাগমন কালে পুষ্পবতী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজধানী না গিয়া স্বীয় সখী কমলাবতীর নিকট গিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই অবলম্বনে এই কবিতাটি লিখিত হইল। লেখিকা।

পুত্ররত্ন সখি, লভিয়াছি কোলে,
ভবানী দেবীর বরে।
কিন্তু প্রাণপতি, ত্যজিয়া দাসীরে,
গিয়াছেন চিরতরে।

ছিল বড় সাধ, পুত্রধনে মোর
নাথ-কোলে অরপিয়া,—
স্বরগের চিত্র মরতে হেরিব
উথলি উঠিবে হিয়া!

সম্মুখ সমরে, পড়িয়া প্রাণেশ
গেছেন স্বরগ পুর,
সুখ সাধস্মৃতি, আমারি কেবল,
হৃদয় করিছে চূর।

প্রাণপতি সহ, সপত্নী সকল,
গেছেন স্বরগ ধাম,
আমিই র'য়েছি, যাতনা সহিতে,
আমারে বিধাতা বাম।

পতিবংশ মোর, গর্ভেতে আছিল,
রক্ষিতে তাহার প্রাণ—
সখিলো আমার, এ তুচ্ছ পরাণ,
করিণি চিতায় দান।

এবে অনুরোধ, সখিলো তোমায়,
লও পুত্রধনে মোর,
আপন সন্তান, ভাবিয়া তাহায়,
বেঁধ দিয়া স্নেহ ডোর।

রাজপুত্র সম, করিও শিক্ষিত,
যতন করিয়া তায়।
রাজকন্যা সনে, দিও পরিণয়,
বেশী কি বলিব হায়!

পতিবংশ মোর, এই পুত্র হ'তে,
যাহাতে উজ্জ্বল হয়—
তাই করো সখি! নিবেদন মোর,
হইওনা নিরদয়।

তব করে পুত্রে, করি সমর্পণ
আজি পতিপাশে যাই,
তোমার দয়ায়, সে দেশেতে সখি,
যেনলো আরাম পাই।

শিলাদিত্য প্রিয়া, এতেক বলিয়া
পশিলা চিতার মাঝে,
দেববালাগণ, লইলা তাঁহারে
স্বরগে নবীন সাজে।

জগত গাহিল, সতীর মাহাত্ম্য
মলয় তাহাই গায়,
শিলাদিত্য প্রিয়া, স্বরগেতে গিয়া
নমিলা পতির পায়।

বোলপুর।

কবি।

কে তুমি মোহন বীণা
লইয়া করে ?
কোন্ দেব দেশ হ'তে,
আসিয়াছ এ মরতে,
মানবের দগ্ধ হিয়া
মোহন তরে !

গাইছ কতই গান
ললিত তানে,
দেখাইলে রণ ক্ষেত্রে,
সে ভীষণ কুরুক্ষেত্রে,
ছুটিতে অগণ্য ক্ষত্রে
অনন্ত-পানে।

দুর্য্যোধন নৃপতির
দুরাশা কথা,
শুনালে সকল নরে,
দেখাইলে ভাল করে
রাজ্য হারা পাণ্ডবের
বুকের ব্যথা।

দেখাইলে পাণ্ডবের
সত্য মমতা,—
উজ্জল স্নুবর্ণাক্ষরে,
বুঝাইলে ভাল করে,
"যথাধর্ম্ম চির দিন
বিজয় তথা"।

বুঝালে ব্রজের প্রেম
মধুর গেয়ে,
দেখাইলে শকুন্তলা,
পতির চরণে দলা,
কেমনে সহিল বুকে
তাপস—মেয়ে!

তব করুণার বলে
দেখেছিসবি,
দেখিছি দণ্ডক বনে,
রাম সীতা আলাপনে
প্রেমের অমূল্য ছটা
মধুর ছবি।

লহরী বহাও কত
মানসনদে,
ভুতলেতে কবি ঋষি,
প্রেমমগ্ন দিবা নিশি,
পূরাও বাসনা মোর
নমামিপদে,

বোলপুর।

নদী

অবিরত শুধু কল কল,—
কোন্ সমাচার লয়ে কোথা যাস বল্ !
কতবিরহীর ব্যথা,
নিরাশার আকুলতা,
তোর ওই কল গানে যেন উছলায় !
তোর——উন্মাদিনী প্রাণ কারে চায় ?

তালে তালে নাচিয়া মোহন !
কতভুত ভবিষ্যৎ করাও স্মরণ।
কখনো বালিকা বেশে,
মৃদুল মধুর হেসে,
তারাবধূসহ খেল কি খেলা মহান্ !
শত আঁখিল'য়ে করি পান।

যৌবনের তীব্র সম্মিলনে,—
কি খেলাও গরবিনী প্রকৃতির সনে ?
হৃদয়ের শশধরে,
আছাড়ি গরব ভরে,
চুমিছ উন্মত্ত প্রাণে বেলার বদন,
কি অপূর্ব্ব সে প্রেম মিলন !

তোর সেই প্রেম আলিঙ্গন,—
পারেনা সহিতে তার সে ক্ষুদ্র জীবন।
সব বাধা পায়ে ঠেলে,
আপনা হারায়ে ফেলে,
কত জনপদ ল'য়ে—লইছে শরণ—
তোরবুকে—কি চিত্র ভীষণ !

তরি গুলি যায় তর্ তর্,
তোর যে আক্রোশ ভরা তাদের উপর।
নাই দয়া নাই মায়া,
কিবা সে কঠোরছায়া,
শুধুলোল জিহ্বা তোর বলে "দাওদাও" ;
প্রকৃতিও বলে "নাওনাও"।

নিজ পাশে টানি তরিদল,
বহাস যে কত বুকে শোক অশ্রুজল !
• কেন লো যৌবন বেলা,
তোর এ ভীষণ খেলা,
বল্‌না কাহার ভাবে এমন বিভল ?
কিবা গাস ক'রে কল্‌কল্‌ !

তুই কি তাপিত আঁখিজল ?
সারা বিশ্বে না পাইয়া দাঁড়াইতে থল !
হেন উন্মাদিনী বেশে,
ধাসকি অনন্ত দেশে,
আমার মাথার কীরে সত্যক'রে বল !
মোরে তবে সাথে ল'য়ে চল।

আমার এ হৃদয় নদীর,
অনন্ত উচ্ছ্বাস কত ভাঙ্গিছে দুতীর !
কতস্তুপাকার স্মৃতি,
দহিতেছে মোরে নিতি,
সে তীব্র অনলশিখা নিবাইয়া দাও ;
পূত বুকে মোরে টেনে নাও।

বোলপুর।

সিন্ধু

অবিরত তববুকে,—
বলকি তরঙ্গউঠে,
কিসের লহরীছুটে,
বিপুল গর্জ্জনে কারে ডাক শতমুখে!

নিস্তবধ তব তীর,—
স্বরগের গীতি ল'য়ে,
যেন হেথা যায় বয়ে,
বাসন্ত মলয় ঢালি শান্তির মদির।

যেন দেব বালাগণ,—
বসি হেথা সারাবেলা,
খেলিছে প্রেমের খেলা,
বিশাল সৌন্দর্য্যে—বাঁধি মানবের মন।

যেন সুনীল গগণ,
ওপূত সৌন্দর্য্যে মাতি,
চাহিতেছে দিবারাতি,
সখ্য ভাবে করিবারে প্রেম আলিঙ্গণ।

নীলেনীলে একাকার,—
দুজনে দুজনে টানে;
দুজনে উন্মত্ত প্রাণে,—
দেখাইছে সৌন্দর্য্যের মহিমা অপার!

তব ও বিশাল বুকে,
কত কি র'য়েছে ঢাকা,
না দেখে যায় না থাকা,
তাই তোতে সারা বিশ্ব ধায় শতমুখে!

তোমাতে বিভল সবে,—
রবিশশী তারাদলে,
আনন্দে ডুবিতেচলে,
ডুবিয়া তোমাতে যেন কত সুখী হবে।

যথাযত নদ নদী,
সবাই উধাও প্রাণে,
আসিছে তোমার পানে,
ভরসা তোমাতে ডুবে শান্তি পায় যদি।

তুমিও বিভল চিতে,
ধরি আশ্রিতের করে,
লতেছ সোহাগ ভরে,
আমারেকি বিন্দু ঠাঁই পারিবে গো দিতে?

বোলপুর।

স্বর্গারোহন

(ভারত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া দেবীর স্বর্গারোহন উপলক্ষে।)

একি শুনি আজ,
কামানের কি ভীষণ,
গুরু গুরু গরজন,
পড়িল ভারত বক্ষে শত তীক্ষ্ণবাজ।

যাঁর স্নেহ ছায়,—
ভুলিয়া যাতনাদুঃখ,
উৎসাহে ভরিয়া বুক,
আছিলা ভারত রাণী কত না আশায় !

চেয়ে যাঁর মুখ,
ভারত মাতার বুকে,
ছুটে ছিল শত মুখে,
কল্পনায় গড়া কত নন্দনের সুখ ।।

"সেই দেবী নাই"—
থামথাম কি সম্বাদ,
কেনরে সাধিস বাদ,
হিয়া যে শতধা হয় বালাই বালাই ।।

একি সমীরণ ?
একি আজ তোর রীতি,
কেন এ বিজয়া গীতি,
এলিরে ভারত বক্ষে করিতে অর্পণ !

ওহে দিনকর !
কোন্ সুখে বল আজ,
উদিলে ভারত মাঝ,
আজ যে ভারত বক্ষে শুধু অগ্নিস্তর।

আজি ধরা ভরা,
আঁধার—আঁধারস্তর,
কোটি কণ্ঠে উঠে স্বর,
"কোথায় মা ভিক্টোরিয়া প্রজা দুখ হরা।"

ওমা ভিক্টোরিয়া !
ত্যজিপূত সিংহাসন,
কোথা যাও কি কারণ,
অমর বাঞ্ছিত রাজ মুকুট ফেলিয়া।

একি দয়াময়ি !
যে হৃদয়ে স্তরে স্তরে,
দয়া স্নেহ বাস করে,
মৃত্যু আজ তার কাছে হইয়াছে জয়ী।

মৃত্যু নিরদয় !
নাই তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম,
একিরে নিঠুর কর্ম্ম,
কাহার জীবন আজ ক'রেছিস জয় !

হায় যে জীবন
সমগ্র ভারত তরে
স্নেহ প্রেম মুক্ত করে
না বিচারি ভেদাভেদ করেছে অর্পণ !

হায় যে জীবন
ভারত ভরসা থল,
যাঁরে স্মরি অবিরল
ভুলে এ ভারতবাসী অনন্ত বেদন,—

হায় সে জীবন,—
হা নিঠুর নিরমম
পাষাণ কঠোর যম
বল্‌রে কেমনে আজ করিলি হরণ ?

স্মরণে ও নাম,—
ভারতের বক্ষে মরি,
বহিতেছে কি লহরী,
কি উচ্ছ্বাসে অন্ধকার তার হিয়া ধাম,

কি বলিব তার,
তুমি যে গো ছিলে তার,
আশীর্ব্বাদ দেবতার,
তুমি যে রতন তার অনন্ত আশার!

ঢালি আঁখি জল,
(আজি) আলেকজান্দ্রিয়া নাম,
গাও সবে অবিরাম,
গাও সেই নাম তরু লতা ফুল ফল।

গাও তাঁর নাম,
হইয়া আপনাহারা,
গাও চন্দ্র সূর্য্য তারা,
গাও পিক গাও ভৃঙ্গ গাও অবিরাম।

গাও গ্রহ মাস,
গাও যত তিথিবার,
গাও বর্ষ অনিবার,
বহ সেই পূত নামে নিশ্বাস প্রশ্বাস ।

*

সত্যই কি হায়,—
কাঁপাইয়া লক্ষ লক্ষ,
প্রজার ভগন বক্ষ,
চলিলে ভারত—দেবি পূত অমরায় !

যাও দেবি তবে !
বিধাতার কি আহ্বান,
কি মহিমামাখা তান;
শুনায় তোমারে বুঝি দেববালা সবে ।

(তাই) ত্যজি ধরাধাম,
ত্যজি রাজেন্দ্রাণীবেশ,
চলিয়াছ দেব দেশ,
পরম পিতার পদে করিতে প্রণাম ।

যাও দেবি তবে !
আমরা গাহিব নিতি,
তোমারি পবিত্র গীতি,
তোমারি মঙ্গল গাথা ব্যাপ্তরবে ভবে।

তুমি জেগেরবে,
নিয়ত ভারত বুকে,
কি যাতনা কিবা সুখে,
মরিয়াও তুমি যে মা মৃতুঞ্জয়ী হবে।

কর আশীর্ব্বাদ,
নব নৃপতির সনে
যেন তব প্রজাগণে
সুখে থাকে পেয়ে তাঁর করুণা প্রসাদ।

যাও তবে যাও !
আহ্বানিছে দেব ভেরী,
আরত্তি সবেনা দেরি,
ভারতের বক্ষে পূত আশীর্ব্বাদ দাও।
(নব নৃপতির শিরে আশীষ ছড়াও !

বদনগঞ্জ শ্যামবাজার।

বাসনা ।

বাজায় মোহন বীণা
অসীমের মাঝে,
তৃপ্তি অতি ক্ষুদ্র প্রাণ,
কোথা তার তুচ্ছটান,
তাহার প্রভুত্ব শুধু
সীমাবদ্ধ কাজে ।

বাসনার নাহি শেষ
অনন্ত অপার ।
সীমাবদ্ধ কারাগারে
কে পারে বাঁধিতে তারে,
সসীমে অসীম পূত
সন্মিলন তার !

হুগলী ।

যমুনা।

অয়ি বরাঙ্গনে কার মোহন মুরলী
করিলা পরাণ তব এমন বিভ্বল,—
কার প্রেমগীতি কারে দিতে উপহার—
কোথায় চলেছ হেন ক'রে ঢল ঢল ?

কোথা আজ গোপবালা গাঁথিছে মালিকা,—
কোথা আজ গোপীকার নৈশ অভিসার ?
কোথায় সে কুসুমিত নিকুঞ্জ কানন
কই সে আকুল আঁখি বাউরী রাধার !

শুধুই কি সেই স্মৃতি বল সখি আজ,
উছলায় তোমার ও বরাঙ্গ ছটায় !
সে প্রেম লীলার আজ কোথা অবসান
বল সে প্রেমের খেলা আজিলো কোথায় !

আর কিলো তোর বুকে হয়না মিলন,—
ত্যজেনা কালাকি হেথা মান-তপ্তশ্বাস!
আজ কি বৃথাই তোর ও কল নিস্বন?
বহেনাকি বুকে আর সে প্রেম উচ্ছ্বাস!

বৃন্দাবন।

আত্মসমর্পণ।

আসে কেবা সীমন্তিনী পরি নীলাম্বর,
হীরক মুকুট শিরে মরি কি উজর!
আধ কাল আধ রাঙা গগন প্রাঙ্গণ,—
আলোক আঁধার যেন মিলিয়া দুজন—
বলিছে মরম-কথা জড়াজড়ি করি—
নাহি যেন দেখা শুনা কত যুগ ধরি।

একত্রে আলোক আঁধা মরি কি সুন্দর!
সহমৃতা সতী যথা পরি রক্তাম্বর—
চলিলে পতির পাশে পশিতে চিতায়—
কি এক মদিরা স্রোত বহে এধরায়!

তেমনি এ নব ছটা উজলি ভুবন,
দেখাইছে স্বর্গ মর্ত্তে পূত সম্মিলন।

ধরণী নবীন বেশে সাজিল মধুর,
বাজিল চৌদিকে শঙ্খ মাতানীয়াসুর।
বাজিল দেবতালয়ে কাংস করতাল,
ভকত মধুর স্তোত্র পঠিছে রসাল।
পরিশ্রান্ত প্রাণখানি ল'য়ে ধীরে ধীরে,
চলিলা রক্তিম রবি নীল সিন্ধু তীরে।

হেনকালে সন্ধ্যা সতী দিলা দরশন,
সাদরে করিয়া রবি স্নেহ আলিঙ্গন।
সঁপি তাঁর করে প্রিয় রাজ্যখানি সুখে,—
শান্তি আশে দিলা ঝাঁপ নীল সিন্ধু-বুকে।
সাগরের নীলজল করে ছলছল,—
আত্মসমর্পণ বিশ্ব গাহিল কেবল।

মাগুরা।

মধুর মৃত্যু।

এসগো মরণ সখা !
দেহ প্রেম আলিঙ্গন !
ও পূত পরশে মোর
জুড়াক জীবন মন।

তুমিগো দীনের সখা
তুমি সখা তাপিতের,—
তুমিগো মোহন আশা
শান্তি হারা জীবনের।

জগতের অবজ্ঞেয়
যে অভাগা অতিশয়,—
তব প্রেম আলিঙ্গনে
সেওত বঞ্চিত নয় !

বিশাল সাম্রাজ্য-পতি
মুষ্টিক ভিখারী আর,—
ভাব না পার্থক্য কিছু
সবে তুল্য গো তোমার।

সকলের সমভাবে
স্নেহ অঙ্কে টেনে ল'য়ে,
শিখাও কি বিশ্বপ্রেম
জগতে বিভোর হ'য়ে!

কেনগো তোমারে সবে
আলিঙ্গিতে নাহি চায়,—
আমিত ওমুখে হেরি
পবিত্র ত্রিদিব ছায়!

শীতলিতে দগ্ধ হৃদি
তোমার সমান আর,
বল সখা ত্রিজগতে
আছে কার অধিকার!

মৃত্যুত দুখের নহে
যাতনার নিরবাণ,
জ্বালাময় জীবনের
মধুময় অবসান!

আমিত করিনা ভয়
এস কাছে মধু হেসে।
ল'য়েচল আমারে গো
তোমার শান্তির দেশে।

হুগলী।

আমার সাধনা।

জীবনের মোর চির এ সাধন,
জাহ্নবী সলিল সম,
পবিত্র তরল তম,
হেরিব ভূতলে পূত মানব জীবন।

শুধু মোর এইগো সাধন,
নীরব জ্যোছনা রাতে,
মেছুর মলয় বাতে,
দেখিব স্বর্গের চিত্র-ভূতলে মোহন।

জীবনের সাধনা আমার,—
অভাগীরে ভাল বাসি,
দিয়া চাঁদ মধু-হাসি,
সাদরে খুলিয়া দিবে গোলোক-দুয়ার।

নীরবেতে মোর ক্ষুদ্র প্রাণ,
এই সদা ভাবে মনে,
বসি তৃণ আস্তারণে,
বিশ্বের সৌন্দর্য্যগীতি শুনিবে মহান্।

আরগো সাধনা এই মোর,—
এ স্তবধ হৃদি মাঝে,
দেখিব নবীন সাজে—
কল্পনার চারু চিত্র—বিশ্ব যাহে ভোর।

আর নিতি সাধে মোর মন,—
বাণভট্ট ভবভূতি,
কালির * পবিত্র দ্যুতি—
মাঝে—ডুবে যাবে চির এতুচ্ছ জীবন।

এই বড় সাধ গো আমার,
সংসারের তুচ্ছ টান,—
ক'রে ফেলে শতখান,—
কাঁদিব ধরিয়া গলা বন বীথিকার।

এই সদা সাধে মোর মন,
গোলাপ যুথিকা সনে,
কব কথা নিরজনে,
হবে মোর পিকভৃঙ্গ আপনার জন।

আর আছে একটি সাধন,
বসিনীল সিন্ধুতটে,
হেরিব মানস পটে,
বিশ্বের অস্থায়ী গতি হায়রে কেমন!

* কালিদাস।

আর এই সাধনা আমার,
পূত জাহ্নবীর নীরে,
মিশাইব ধীরে ধীরে,
মোর দগ্ধ হৃদয়ের নয়ন আসার।

আর এই আমার সাধন—
সে তপ্ত নয়ন জল,
স্রোতে বয়ে ঢল ঢল,
পরশিবে "একমেবা দ্বিতীয়" চরণ।

আর এই সাধনা আমার,—
দিয়া ভালবাসা ডালা,
আমারে দিবেনা জ্বালা,
ক্ষণিক সংসার—যার সকলি অসার।

এই সদা আমার সাধন,
আমারে মিশাব পরে,
চাবনা নিজের তরে,
একটিও ধূলিকণা জীবনে কখন।

আর এই সাধনা আমার,—
ধৌতকরি হিয়া দেশ,
"আনন্দং ব্রহ্ম" বেশ,
পূজিব ঢালিয়া নিতি প্রেমের আসার।

এ সাধনা করিতে সাধন,
বসেছি সমাধি ক্ষেত্রে,
হেরি যেন যুগনেত্রে,
করিছে বিশাল বিশ্ব কি প্রেম বর্ষণ।

হুগলী।

আমার জীবন।

বিভো আমার জীবন,—
সৃজিলগো কি কারণ,
কিবা তাহে প্রয়োজন,
শুধুকি নয়ন ধারা করিতে বর্ষণ!

বিভো আমার জীবন,—
স্নেহ প্রেম উপহারে,
যায়গো পূজিতে যারে,
সে কেন হৃদয় দলে দিয়া দুচরণ !

বিশ্ব কেনগো এমন ?
একটি স্নেহের ভাষা,
ব'লে না পুরায় আশা,
উপেখা অনলে দেয় পোড়ায়ে জীবন।

বিভো আমার জীবন,—
সৌন্দর্য্য পিয়াসে হায়;
কেনগো উন্মত্তে ধায়,
ধায় যদি কেন হয় দলিত এমন !

বিভো আমার জীবন,—
নাহি জানি কিযে চায়,
শুধু করে হায় হায়,
জানিনা প্রাণের মাঝে কি তীব্র বেদন।

বিভো আমার জীবন,—
কি বিষাদে ম্রিয়মান,
খুলে আবরণ খান,
কেহ কি দেখিবে ভাবি আপনার জন!

বিভো আমার জীবন,—
কাঁদিবারে নিরবধি,
জগতে এসেছে যদি,
সাধ আশা ভরে কেন এতই মগন!

বিভো আমার জীবন,—
বিশ্বের বিচিত্র গতি,
দেখি কেন এক রতি,
নাহি পায় সুখশান্তি করেগো রোদন!

হায় বিশ্ববাসিজন,
বিশ্বপ্রেম ভুলে গিয়া,
কি লৌহে বেঁধেছে হিয়া,
"ভাই ভাই" দলাদলি কি চিত্র ভীষণ!

বিশ্ব কেনগো এমন ?
সবাই আপনা চায়,
পরার্থেতে আপনায়,
কেহ না করিতে জানে আত্ম বরজন।

বল এ নীতি কেমন ?
ধনমদে মত্ত যারা,
দীনেরে দেখিলে তারা,
কেনগো ভ্রুকুটি বাণে প্যোড়ায় জীবন !

একি দৃশ্য ভগবন্ !
এই যদি বিশ্বরীতি,
মিছে কেন "প্রেমপ্রীতি"
অভিধান—তার শুধু বাড়ায় এমন !

তবে হেথা কি কারণ,
মিছে খোঁজা মনুষ্যত্ব,
মিছে ঘাঁটা নীতিতত্ত্ব,
জগৎ তাণ্ডব নৃত্যে হোক না পূরণ,—

তাহে কার কি বেদন,—
মুখোস পরিয়া হেন,
প্রেম প্রীতি ভান্ কেন,
যদি হেথা প্রেম প্রীতি জলের লিখন !

*

বিভো আমার জীবন,
এ ছলনা ভরা দেশে,
তবে আর কি আবেশে,
চাহে ওগো প্রেম প্রীতি ভিক্ষা অকারণ ?

*

বল—ওগো আমার জীবন,—
মিছাই কি প্রেম সাধে,
মিছা কি কেবল কাঁদে,
না—না—তার নহে বৃথা রোদন কখন !

আমি— করিয়াছি দরশন,
এখনো পবিত্র সাজে,
হেথা প্রেম প্রীতি রাজে,
একাধারে স্বর্গ মর্ত্ত হেথা সম্মিলন !

বিভো তাই এ জীবন—
আজিও আকুল স্বরে,
প্রেম প্রীতি ভিক্ষাকরে,
ভাসাইতে প্রীতি নদে এ বিশ্ব ভুবন।

আশা হবে কি পূরণ ?
অথবা হইবে সার,
সাধ আশা গো আমার,
কাঁদিয়া ফুরাবে মোর অনন্ত জীবন।

বাল-বিধবা।

ওনহে বালিকা ও যে দলিত কুসুম,—
দেখেনি সুখের মুখ জীবনে কখন,
স্বপন ফুরায়ে গেছে না ভাঙ্গিতে ঘুম।
অনন্ত আঁধারে প্রাণ হ'য়েছে মগন।

হায় স্বার্থপর বিশ্ব ও পবিত্র ফুলে,—
আপনার স্বার্থ জালে রেখেছে বাঁধিয়া,
কি লক্ষ্যে ও হৃদি ভরা দেখেনা তা ভুলে,
দেখেনাক কি সৌন্দর্য্যে ভরা ওই হিয়া।

রাখিয়াছে বাঁধি ওরে সীমার কারায়,—
দেয় না অসীমে তারে দিতে গো সাঁতার,
বুঝিল না বুক ওর ভরা কি ব্যথায়,
বুঝিল না প্রাণে ওর কি যে হাহাকার!

বুঝেনা মানব হায়, মানব ধরম,—
সংসারের ক্ষুদ্র কার্য্য সাধনের তরে—
ভাবে বিশ্ব লভেছে গো উহারা জনম।
বুঝেনা যে কি দেবত্ব ওই হৃদি পরে।

কেন এ কুসুম বিভো ঝরে গো অকালে
কেন গো তাদের বুকে শুধু অগ্নিস্তর—
কেন এত দুখ বিধি ওদের কপালে?
ওরাকি তোমার নহে সৃষ্টির ভিতর?

হায় বিভো ও কুসুমে স্বার্থপর নর—
চরণে এমন যদি করিল দলন—
তুমি গো লইয়া তুলে হৃদয় উপর,—
দেখাও এ বিশ্বে তব করুণা কেমন !

তব প্রেমামৃত দিয়া ওবুকের কালি,
করুণা করিয়া দেব দাও গো মুছিয়া।
ভরে দাও ও হৃদয় প্রেম শান্তি ঢালি,
জগত প্লাবিত হোক ও পদ চুমিয়া।

হুগলী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রেম-সৌন্দর্য্য।

বীণা সম্বোধনে।

ঢাল বীণা ঢাল আবার সে সুধা !
মিটুক আমার এ অনন্ত ক্ষুধা।
যে সুধার তরে,
অসুর অমরে,
মেতে উঠেছিল হইয়া উন্মাদ,—
সে সুধায় বীণা ! নাহি মোর সাধ।

ওরে যে অমৃত বণ্টনের তরে,—
দেবহৃষীকেশ দেবে ছল করে,—
আসি নারীবেশে,
ছলিলা মহেশে;
সে অমৃত তুই রাখ দূরে রাখ !
দেবতার তাহা—দেবতারি থাক।

তারোচেয়ে উচ্চ তারোচেয়ে আর,—
আছে তোর মাঝে অমৃত আমার।
আজ তারি আশে,
আসা তোর পাশে,

খোল ত্বরা খোল্ স্মৃতির দুয়ার—
তবেই মিটিবে বাসনা আমার।

তার চেয়ে আর কি আছে নরের?
তার পদে নত সুধা অমরের।
অতীতের শ্বাস,
যাতনা হুতাশ,
বর্ত্তমানে শুধু সুধার আধার।
সান্ত্বনার স্থল দীন অভাগার।

সে একটি শ্বাস জড়ায়ে এখন,—
পারি শতবর্ষ যাপিতে জীবন!
শুনা সেই কথা,
জাগা সেই ব্যথা,
পলাক ছুটিয়া সমস্ত মরণ—
নিশা অবসানে তারকা যেমন।

বোলপুর।

পাখীর গান।

কিগান গাহিয়া
কোথায় যাস ?
কার লাগি প্রাণ
এত উদাস ?

কোন্‌সুর তোর
গানেতে ঝরে,
কেন সে আমারে
পাগল করে ?

আমার কতকি
পুরাণ স্মৃতি,
ভাতিছে যে পাখি !
ও গানে নিতি।

তোর ওই গানে
মরম-দেশে,
একখানি সুর
আসিছে ভেসে।

কেন তোর গানে
এমন হই,
আমি যেন আর
আমাতে নই।

বল্‌রে এ গান
পেলি কোথায়?
আমারে পাগল
করিলি হায়!

পারিনা বাঁধিতে
পরাণ আর,
বল্‌রে এ গান
হরিলি কার!

বোলপুর।

অভিমান।

কতই কেঁদেছি কতই সেধেছি
তার সে চরণ তলে,—
সেত চাহিল না, ফিরিয়া এলনা,
অভিমানে গেল চ'লে।
মুছে গেল ধীরে, মরমের তীরে,
তার সে স্মৃতির কণ,—
তবে কেন আর, তপ্ত আঁখিধার
দহিতেছে এ জীবন।
সুখের শয়নে, বিভল জীবনে,
সে কত স্বপন দেখে,—
নিষ্ফল কাঁদনা, আকুল বেদনা,
কেন তারে মরে ডেকে।
কত দিন গত, অপরাধী মত,
প'ড়ে আছি গো বিজনে।
কে জানে গো তার, অভিমান ভার,
যাবে কি না এ জীবনে!

হুগলী।

প্রেম পিপাসা।

সেকালের সেই কথা
আর কি তোমার সখা,
হবে তা স্মরণ ?
সুদূর অতীত গর্ভে
সে দিন এখন হায়
লভেছে মরণ !

বারেক বল গো শুনি
আর কি মরমে জাগে
অতীতের কথা,—
মরমের দ্বারে আর
দেয় কি আঘাত সখে
সেই—সুখমাখাব্যথা !

দেখিয়া দেখিয়া মুখ
হ'ত না তৃপ্তির শ্রান্তি--
তাই সদা দেখা,—
নব পরিচয় যেন,
সে চাহনী মাঝে ছিল
নব ভাব লেখা।

তখন প্রাণের ভাষা
ফুটিত না মুখে কভু,
ফুটিত নয়নে,—
আঁখির নীরব ভাষা
সকলি বুঝায়ে দিত
উঠিত যা মনে।

আজ নাহি লভে ভাষা
নূতন জীবন আর
ও পূত পরাণে,
সে অগাধ প্রেম তৃষা
ল'ভেছে কি তৃপ্তি আজ!
বল কোন্ খানে?

গিয়াছে কল্পনা শুধু—
আছে কি ছলনা আজ,
এ দুটি পরাণে—
সেই কি ভাঙিছে এবে
হিয়ার মরম দেশ,
তীক্ষ্ণ তীব্র টানে।

বোলপুর।

প্রিয় সম্বোধনে।

কি মদিরা ঝরে সখে! নয়নে তোমার!
হেরিলে পাগল হই,
আমি যেন আমি নই,
ত্রিজগত পলকেতে হয় একাকার!
মুহূর্ত্তেক মাঝে হয়,
অনন্ত জীবন লয়,
নবীন জীবনী জাগে চকিতে আবার।

ভেবেছিনু মনে মনে,
দেখা হ'লে দুইজনে,
চোখে চোখে রব, বাধা মানিবনা আর।
ব্যর্থ সে কল্পনা লেখা,
যেমন হইল দেখা,
রোধিল শরম আসি মরমের দ্বার।
কি যেন ও চোখে ছিল,
সরবস্ব লুটে নিল,
নারিল সহিতে আঁখি ও আঁখির ভার।
হ'লনাক চেয়ে থাকা,
মিছা কল্পনারে ডাকা,
আজি শরমের কাছে প্রণয়ের হার।

হুগলী।

দাঁড়াও।

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো বারেক দাঁড়াও!
দাও দেবে বুক চিরে,
না চাও না চাবে ফিরে,
বারেক দাঁড়াও শুধু মোর মাথা খাও।

ব্যর্থ প্রেম ভালবাসা,
তবুও রহিছে আশা,
কি জানিবে কত ব্যথা সহি অবিরল!
স্বর্গের দেবতা তুমি,
কি বিষাক্ত মর্ত্তভূমি,
মানবের বুকে হেথা জ্বলে কি অনল—

কি তুমি বুঝিবে তার,
কাজ নাই বুঝে আর,
শুধু—বারেক দাঁড়ায়ে পূজা করগো গ্রহণ।
ওই তারকার মত,
আমি সথা অবিরত,
এক দিঠে অনিমিখে পূজি ও চরণ।

নীরব সাধনা মোর,
নীরবে জীবন ভোর,
তুমি—বিজলী ঝলকে কেন বাড়াও আঁধার?
ওই নীল নৈশাকাশে,
কত শত তারা ভাসে,
রয়েছে বুকের মাঝে কি ব্যথা কাহার—
লইতে সংবাদ তার,
এত মাথা ব্যথা কার,
কেবা কোথা লয় খোঁজ ক্ষুদ্র বালুকার!
নীরবে ফুটিয়া ফুল,
নীরবে হইবে ধূল,
নীরবে ভাঙিবে বুক সাগর বেলার!
কিছু ক্ষতি নাহি তায়,
শুধু এ মিনতি পায়,—
হৃদয় আকাশে উদি' দিও দরশন।
মোরে কিছু নাহি দিও,
শুধু মোর পূজা নিও—
আসিয়া বসিও তথা দিছি যে আসন!

হুগলি।

কুহেলিকা।

এ বিশ্ব রহস্য কি যে বুঝিতে নারি,—
অনন্ত অনন্ত টান,
প্রতিপলে ভাঙে প্রাণ,
তবুও পরাণ লুটে চরণে তারি।
অমৃত বলিয়া যায়,
চুমুকে শুষিনু হায়,
গরল হইয়া সে যে দহিল হৃদি।
ফুরাল সাধের খেলা,
সে করিল হেলা ফেলা,
কেন এ বিধান করে দারুণ বিধি।
পলকে স্বপন ছুটে,
কল্পনা বাসনা টুটে,
নৈরাশ্য বিষাদ বুকে জাগিছে এসে।
ভাবিয়া—আপন জন,
যাহাকে সঁপিনু মন,
সেত না চাহিল ফিরে মধুর হেসে।

তবু না ভাঙিল ভুল,
গেলনা যাতনা মূল,
কি যে কুহেলিকা হায় বুঝিতে নারি,—
আমি পদে দিব প্রাণ,
সে করিবে খান খান,
তবুও সাধনা পেতে করুণা তারি।

হুগলী।

যোগিনী।

ডেকনা আমায় চেওনা ফিরাতে
সংসারের হাসি মাখান বুকে,
বিষাদ বেদনা এ হৃদয় ভরা,
বিষাদ লহরী খেলিছে মুখে।
এ হাসির মাঝে, এ বিষাদ ব্যথা,
বল গো মেলিয়া কি হবে ফল!
পূর্ণ শশধরে, মেঘে আবরিলে,
কে পারে রোধিতে নয়ন জল!

পিক মুখরিত, মধুর গীতিকা,
নিঠুর নিদাঘ রোধয়ে যবে,
পূজে কি তাহারে, প্রকৃতি সুন্দরী—
কুসুম ভূষণা হইয়া ভবে ?

আমি কোন্ সুখে, ফিরিব সংসারে
বিষাদ গীতিতে ব্যথিতে নরে,
এখানে সবাই সুখের সাধক
বিষাদে কেহ কি আদর করে ?

আমি—আপনার ভাবে রহিব মগন,—
মোর সনে কেহ সেধনা বাদ।
আপনি ফুটিব আপনি ঝরিব,
তবেই পুরিবে আমার সাধ।

আমি—ফুলের সুবাস যতনে বহিব,
ঢালিব এ সারা জগত বুকে,
চাঁদিমা ছানিয়া, সুধারাশি দিয়া,
প্রেমের গীতিকা লিখিব সুখে।

সে প্রেম গীতিকা পড়িয়া শুনিয়া,
বিশ্ব প্রেমে হবে পাগল সবে,
চির জীবনের সাধনা আমার
তবেই সজনি পূরণ হবে !

সে প্রেম লহরে ভাসিবে জগত
রহিবে না উচ্চ নীচের ভেদ,
সকলের বুকে ব'বে প্রেম স্রোত,
রচিবে সকলে প্রেমের বেদ ।

সেই প্রেম-বেদ, দরশ পরশে,
পলাইবে স্বার্থ ছলনা দ্বেষ ।
অধ্যয়নে তারা রহিবে না আর
জগতে একটু বেদনা লেশ ।

খুলিবে স্বর্গের সুবর্ণ দুয়ার,
সবার পবিত্র হৃদয় ক্ষেত্রে,
সেই নব যুগ সস্মিত বদনে,
হেরিবে সবাই বিভল নেত্রে ।

যথা তারাকুল উজল ভূষণা
শোভিতেছে একি গগনাসনে,—
একেরি তনয় তনয়া ভাবিয়া
তেমনি যেদিন মানবগণে,—

একতা মালিকা করিয়া ধারণ,
গাহিয়া বিভুর প্রেমের গান,—
একের জন্যেতে অন্যে হাসি দিবে,
নিজ স্বার্থ বলি খুলিয়া প্রাণ,

চির জীবনের সাধনা আমার
তখনি সজনি পূরণ হবে।
এ নীতি সাধিতে করি প্রাণপণ
আমিগো যোগিনী হ'য়েছি ভবে!

কে আছ কোথায় সোদরা সোদর,
আমার মিনতি বারেক শোন!
এইব্রতে আসি, দিসে যোগদান,
ডাকিছে তোদের যোগিনী বোন!

শ্যামবাজার—বদনগঞ্জ।

অতিথি।

তুমি গো অতিথি ! আমাদের ঘরে,—
কেন এসেছিলে ক্ষণেকের তরে ?
এলে যদি কেন চকিতে পলালে ?
কেন বা অপার অমিয়া ছড়ালে !

গেলে যদি যাও—রেখে গেলে কেন,—
আমাদের বুকে স্মৃতিটুকু হেন ?
এযে গো বাড়ায় যাতনা অপার !
বিজলী যেমন বাড়ায় আঁধার।

নর-বুকে যথা মলয় পবন,—
অতীত গৌরব করায় স্মরণ—
স্মৃতি তব ছবি তেমনি ফুটায়—
এত ব্যবধান তবু কেন হায় !

ঘুরিছে—অস্থায়ী না ছিঁড়িয়া তান ?
যদি জান বল এ কোন্ বিধান্ ?
কুসুম গিয়াছে, কেন গো সৌরভ
ছড়ায় মিছাই—অতীত গৌরব ?

বোলপুর।

শিশু।

বিধাতার প্রেম আশীর্ব্বাদ
স্বরগের করুণা মমতা,
গোলোকের ভালবাসা,
মরতের সাধ আশা,
হতাশের প্রেম আকুলতা,

বাঁশরীর মধুমাখা স্বর,
সঙ্গীতের মাতানীয়া তান,
বেদের প্রণব খানি,
চাঁদের আলোক খানি,
সাধকের আত্মহারা প্রাণ,

ঋতুমাঝে বসন্ত মোহন,
বরষার মৃদুমন্দ ধারা,
সিন্ধুর মুকুতা মণি,
সুখ সোহাগের খনি,
সাধে নর এত আত্মহারা!

প্রেমেতে মিলন সম শিশু,
বিরহীর নয়নের জল,—
নন্দনের সুধা-ধারা,
কবির কল্পনা পারা,
সরসে সরোজ নিরমল;

শোকের সান্ত্বনা ধারাশিশু
সংসারের অচ্ছেদ্য বন্ধন,
নিতি হেরি মুখে তার,
ত্রিজগত একাকার,
স্বর্গ মর্ত্তে দৃঢ় আকর্ষণ।

হুগলী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার

আবাহন।

আয় পাঁচু হৃদয় রতন !
আজ বঙ্গে ঘরে ঘরে
প্রাণের সোহাগভরে,
ভগিনীরা করিতেছে ভ্রাতৃ আবাহন !
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভাই,
আজ কেহ দূরে নাই,
ভ্রাতা ভগিনীর আজ শুভ সম্মিলন।

আয় পাঁচু হৃদয় রতন !
বঙ্গ অবলার বুকে,
আজ তাই শতমুখে,
ভ্রাতার কল্যাণ ছুটে মরি কি মোহন !
বরষের ভ্রাতৃপ্রীতি,
নিরমল স্নেহ স্মৃতি,
মথিত করিছে আজ ভগিনীর মন।

আয় পাঁচু হৃদয় রতন !
বোনে দিতে মহানন্দ,
অফিস কাছারি বন্ধ,
ভ্রাতার ভগিনী আজ সুখে নিমগন !
একটি বরষ পরে
প্রাণাধিক সহোদরে
ভগিনী আশীষ ঢালে খুলি প্রাণ মন ।

আয় পাঁচু হৃদয় রতন !
একটি বরষ ধরি,
ভ্রাতার কল্যাণ মরি,
সাধিয়াছে ভগিনীরা করিয়া যতন ;
তাহে স্নান করাইয়া,
পুষ্প মাল্য পরাইয়া,
ভ্রাতৃ অমরত্ব যাচে ভগিনী-জীবন !

আয় পাঁচু হৃদয় রতন !
ল'য়ে দুর্ব্বাশীষ ধান,
স্নেহাশীষ দিব দান,

উথলিবে হৃদি মোর হেরি ও বদন ;
আয় তোরে বুকে নিয়ে,
চাঁদ মুখে চুম দিয়ে,
তোমারে শিবত্ব দিব ছানিয়া ভুবন।

আয় পাঁচু হৃদয় রতন !
সবে দিয়া ভাই ফোঁটা,
এড়ায় যমের খোঁটা,
আমিই কি শুধু ভাই করিব দর্শন ?
প্রীতির চন্দন দিয়া,
আয় ফোঁটা পরাইয়া ;
"যমের দুয়ারে কাঁটা" করি রে অর্পণ।

আয় পাঁচু হৃদয়-রতন !
কি দিব মিষ্টান্ন আর,
স্নেহ প্রেম উপহার,
লহরে দিদির তোর করিয়া যতন।
শুভ ভাই দ্বিতীয়ায়,
"ভাই ফোঁটা" নিবি আয়,
বড়দিদি করে তোর শুভ আবাহন।

এস যার আসিবারে মন,
যার ঘরে বোন নাই,
হও সে আমার ভাই,
আমি দিব "ভাই ফোঁটা" করিয়া যতন।
একতা চন্দন দিয়া,
"ভাই ফোঁটা" পরাইয়া,
ভাসাইব প্রীতি নদে সবার জীবন।

বোলপুর।

ফুল ও সমীরণ।

ফুল। তুমি গো আসিবে ব'লে,—
নিতুই সাঁঝের বেলা,
সখীসনে করি খেলা,
তুমি না চাহিয়া যাও আনমনে চ'লে।

তোমারি প্রীতির লাগি,
আমি সারা নিশি জাগি,
তুমি ত না লও খোঁজ চিরদাসী ব'লে;
মুক্ত বাতায়ন দিয়া,
তুষিতে প্রণয়ী হিয়া,
তুমি যে চলিয়া যাও অভাগীরে দ'লে।

তুমি——নাহি বুঝ ভালবাসা,
প্রেম ল'য়ে সকাতরে,
যে থাকে তোমার তরে;
তোমার ঘটেনা যেগো তার পাশে আসা।
মানবের সুপ্তমুখে,
খেলিবারে যাও সুখে,
মিটে কি আমার তাহে প্রণয় পিয়াসা ?
তুমি ত ভুলিয়া মোরে,
বেড়াইছ বিশ্ব ভ'রে,
মোর বুকে তবে কেন মিছে প্রেম-আশা ?

তুমি খেল মম সুখে,—
আমি যে পাগল মেয়ে,
আছি তব মুখ চেয়ে,
কত প্রেম কত আর্ত্তি ছুটিতেছে বুকে!
সুদীর্ঘ রজনী মোর,
তোমারি বিরহে ভোর,
অনন্ত নিরাশা আশা ছুটে শত মুখে!
সুবাস সঙ্গিনী সহ,
ডাকি তোমা অহরহ,
না পেয়ে তোমার স্নেহ আমি মরি দুখে!

সমীরণ। সে কি কথা প্রাণময়ি!
ভাল বাস তুমি মোরে,
আমি কি বাসিনা তোরে,
এধারণা শোভে তোরে বরাননে অয়ি?
তা নয় তা নয় পিয়া,
তোরি প্রেমে গড়া হিয়া,
ফুলে সমীরণে প্রেম দেখ বিশ্বজয়ী।

করিনা পরশ তোরে,
থাকি এক পাশে স'রে,
তা'ব'লে কি আমি তব নহি মনোময়ি !

তুমি আছ হৃদি ভোরে,—
তবে ইহা সত্য মানি,
সভ্যতা কি নাহি জানি,
নরসম লুটাইতে নারী—পদোপরে—
সখিলো শিখিনি তাই,
তা ব'লে কি প্রেম নাই,
নরের প্রণয় সখি দুদিনের তরে।
দুদিন দেখায় তারা,
কত প্রেমে মাতোয়ারা,
বাসনা হইলে পূর্ণ নিজ মূর্ত্তি ধরে।

তুমি কি জাননা হায় !
নরের প্রণয় প্রীতি
শুধু কল্পনার গীতি,
তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম শুধু বক্তৃতায় !

আমি ত মানুষ নই,
নানা কাজে ব্যস্ত রই,
আমার পরাণ ঢালা জগতের গায়।
আমারে স'পেছি পরে,
সদা খাটি পর তরে,
আপন বলিয়া স্নেহ ঢালি যে সবায়।

আমি ত মানুষ নই,
দেহ ল'য়ে টানাটানি,—
সে প্রণয় নাহি জানি,
মরমের তলে আমি শুধ্ ডুবে রই।
বেশী কি বলিব শুন,
কল্পান্ত "স্থায়িনঃ গুণ,"
সেই মধুরতা তোর আমি লুটে লই।
তবে কেন হা হুতাশ;
কেন মিছা দীর্ঘশ্বাস,
বুঝে দেখ মোর প্রেম শুধু বিশ্বজয়ী।

মাগুরা—যশোহর।

পাগলের উচ্ছ্বাস।

কে গো তুমি মরমে আমার ?
সিন্ধু-বক্ষ স্রোতমত,
আস যাও অবিরত,
মোরতরে আনবল কিবা সমাচার ?
করেছি বাসনা ওগো আমি শত বার—
হইব পাষাণী পারা,
ঢালিব না আঁখিধারা,
ডুবাব বিস্মৃতি জলে মূরতি তোমার !

হায় তাহা হয়কি কখন !
পূজিয়াছি যারে দিয়া,
আমার সমগ্র হিয়া,
তারেকি ভুলিতে আর পারে কভু মন !
না না পারিবনা আমি দিতে বিসর্জ্জন।
ইষ্টদেবতার পায়,
যে জন ডুবেছে হায়;
ভুলে কি সে ইষ্টদেবে থাকিতে জীবন ?

এ যে মহা পবিত্র রতন,
সুধাময় ভালবাসা,
প্রাণের সাধনা আশা,
তারি বলে পায় নর দেব দরশন!
স্বার্থপরতায় জ্বলে নরক ভীষণ।
আমি যে আপনাভুলে,
দিছি প্রাণ পদ মূলে,
ও চরণ পূজা শুধু আমার সাধন।

পূতপ্রেম ইথে উথলায়!
ও পূত চরণ ছায়,
পাপ তাপ দূরে যায়,
হৃদয় ভরিয়া উঠে স্বর্গীয় ছটায়!
বেদের মহিমা উঠে জাগিয়া হিয়ায়।
কি আনন্দে চিত্ত ভোর,
ছিঁড়ে ক্ষুদ্রতার ডোর,
সাধে কি আপনা দিছি আমি ওই পায়!

চ'লে যাবে কত শত দিন,—
নিতি পূজে ভালবাসা,
তবু না মিটিবে আশা,
অনন্ত বাসনা কত প্রাণে হবে লীন ।
তবু সেই ভালবাসা হবে না মলিন !
শুধু এই স্মৃতিটুক,
লইয়া বাঁধিব বুক,
জ্বলিবে হৃদয়ে ওই জ্যোতি নিশি দিন ।

ভালবাসা কে ভুলে কখন,
যে পারে ভুলিতে তায়,
তার সম কেবা হায়,
নিঠুর হৃদয় হীন আছে গো এমন !
আমার সুখের সাধ ও স্মৃতি স্মরণ ।
একটি কাহিনী ল'য়ে,
শতবর্ষ যাবে ব'য়ে,
সেই স্মৃতি দিবে মোরে নবীন জীবন ।

বিশ্ব প্রেমে ডুবিব তখন,
খুলিয়া এ ক্ষুদ্র প্রাণ,
গাহিব প্রেমের গান,
দেখাব প্রেমের ছবি মধুর কেমন!
এই রুদ্ধ মরমের কাহিনী তখন,—
মধুর মধুর বেশে,
দাঁড়াইবে কাছে এসে,
দেখাইবে ত্রিজগতে মোহন স্বপন।

বালেশ্বর।

ঘুমঘোর।

সেকি ঘুম-ঘোর?
সাধের সে ফুল-মালা,
পরাণে পরাণ ঢালা,
আজো যে কাহিনী লেখা মরমেতে মোর।

সেকি ঘুম-ঘোর ?
উজ্জল উজ্জল পারা,
আকাশে হীরার তারা,—
যবে গণিতাম দুঁহে সুখে হ'য়ে ভোর !—

সেকি ঘুম-ঘোর ?
ফুটন্ত গোলাপ গুলি,
বাতাসে পড়িত ঢুলি,
নাচিয়া নাচিয়া সেই কম—কায়ে তোর !

সেকি ঘুম-ঘোর ?
তোরে ফুল ভূষা দিয়া,
ফুলরাণী সাজাইয়া,
পলক বিহীন চোখে চেয়ে থাকা মোর !

সেকি ঘুম-ঘোর ?
তোর ওই মুখ চেয়ে,
অমৃতে যাইত ছেয়ে,
যে দিন এ ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র হৃদি মোর !

সেকি ঘুম-ঘোর ?
স্বচ্ছ আঁখি পথ দিয়া,
প্রাণ যেত বাহিরিয়া,
পড়িত আবেগে লুটে ও চরণে তোর !

সেকি ঘুম-ঘোর ?
শত প্রাণে ভর করি,
অমিয়া লইত হরি,
প্রাণের উচ্ছ্বাসে যবে নয়ন চকোর !

সেকি ঘুম-ঘোর ?
যদি তাহা ঘুম-ঘোর,
থাক সে কুহেলি মোর,
ঘুম-ঘোর বিনা ভবে কিবা আছে মোর !

যদি ঘুম-ঘোর,
এই ঘোরে ডুবে রয়ে,
পলকে ফুরাইবে ব'য়ে,
এমনি—এমনি—যাক্ শত জন্ম মোর।
থাক ঘুম-ঘোর !

বোলপুর।

তুমি।

তুমি বুঝি ভেবেছ এখন,
প্রেম পুণ্য প্রীতি আঁকা,
মন্দার মাধুরী মাখা,
সেই যে অমৃতময় তোমার বদন,
হইয়াছি চিরতরে আমি বিস্মরণ !

সে মুখ কি ভুলিবার হায় !
কোন্ মূর্খ হেন অন্ধ,
লভিবে পরমানন্দ,—
অমূল্য পরশমণি দলিয়া হেলায় !
কেমনে ভুলিব তোমা ভোলা নাকি যায় !

আঁখি মাঝে ওই রূপরাশি,—
নীরব প্রহরী মত,—
জাগিতেছে অবিরত,
ও অমৃত গন্ধ আসে মলয়ায় ভাসি।
জ্যোছনা তোমারি কথা নিতি কহে আসি।

প্রকৃতির মধুমাখা বাঁশী,
আসিয়া কাণের মাঝে,
ওই নাম ল'য়ে বাজে,
বাঁধে এ পরাণ দিয়া কি অজানা ফাঁসী !
সাধে কি উধাও প্রাণ এতই উদাসী !

রও তুমি দূর নিরালায়,—
বিরহের গলা ধ'রে,
অসীম সোহাগভরে,
মিলন লহরী ছুটে আত্মায় আত্মায়।
শত বা সহস্র দূর কিবা আসে যায় !

এই ত মিলন মধুময় ,—
নাহি হুপে হা হুতাশ,
প্রাণ ভাঙা দীর্ঘশ্বাস,
নাহিক কামনা গন্ধ আবিলতাময়।
দেবত্ব মাধুরী নিতি এ মিলনে বয়।

নাহি চাই ধরার মিলন,—
আমি চাহি হেনরূপে,
হৃদি মাঝে চুপে চুপে,
তোমাতে ডুবিয়া যাবে এ তুচ্ছ জীবন।
হৃদয়ে এমনি তুমি দিবে দরশন।

আমি চাহি এমনি মিলন,—
হবেনা চোখের দেখা,
মরমে মরমে লেখা,
লক্ষ যোজনেতে রবি নলিনী যেমন।
তাতেই অমৃতানন্দে মাতিবে জীবন।

তুমি শুধু জাগিবে হিয়ায়,
যেন কভু ভাল বেসে,
দাঁড়ায়োনা কাছে এসে,
ভাল বাসিবারে শুধু দিওগো আমায়,—
মানসেতে পুষ্পাঞ্জলি আমি দিব পায়।

তুমি কাছে হেরিলে আমায়,—
সুধায়োনা স্নেহ বোলে,
যেও কম পায় দ'লে,
করোনা বেণেনী মোরে প্রেম ব্যবসায়।
(তুমি শুধু) প্রেমের দেবতা হ'য়ে বোস এহিয়ায়।

বোলপুর।

আকুল আহ্বান।

তুমি কোথায় এখন,—
লইয়া তৃষিত আঁখি,
আমি পথ চেয়ে থাকি,
চেয়ে থাকে সূর্য্যমুখী রবিরে যেমন।
ডেকে ডেকে হই সারা
তবুও না পাই সাড়া,
কেমনে নিঠুর বল হইলে এমন।

নিতি যে তখন চায়,
না ডাকিতে একবার,
দেখা দিতে শতবার,
আজ এত অপরাধ কি ক'রেছি পায়!
তত স্নেহ ভুলে কেন,
নিঠুর হইলে হেন,
এ দারুণ নিঠুরতা সাজে কি তোমায়!

জাগিছ গো হিয়া মাঝ,
তোমারি মূরতি দিয়া,
পরিপূর্ণ মোর হিয়া,
তবে গো নয়ন ধারা কেন ঝরে আজ!
সেথাকার পূত ছবি,
রাঙা শশী কচি রবি,
যে ঊষা এখানে হাসে পরি নব সাজ—

তারা নিতুই তোমায়—
ঢালিয়া সোণালীছটা,
বাড়ায় সুষমা ঘটা,
কোমল পরশে তারা তোমারে জাগায়।

এই বায়ু স্নেহ ভরে,
যায় গো তোমার ঘরে,
মৃদুল বীজন করি তোমারে জুড়ায় ।

তবে কেন এতদূর,—
কেন নাহি ফিরে চাও,
ডাকিলে না সাড়াদাও,
অথবা পশেনা তথা মোর কণ্ঠস্বর ।
কিম্বা তুমি দেব পারা,
আমি নর আত্মহারা,
টলেনা নরের ডাকে দেবহৃদিপুর !

যদি তোমারে এখন,—
ব লেক ডাকিতে আর,
নাহি মোর অধিকার,
কোন্ মন্ত্র জপি তবে রহিব জীবন ?
ও নাম "প্রণব" মোর,
আমি তব ধ্যানে ভোর,
তুমি যেগো ইষ্টদেব মানস মোহন ।

কে বলিল দেবতায়—
নরের ডাকিতে নাই,
তাও কি গো হয় ছাই,
দেবতার নাম জপি নর সিদ্ধি পায়।
তবে কেন ডাকিবনা,
কেন মুখ স্মরিবনা,
কেন পদ ভাসাবনা নয়ন ধারায়!

এই বুঝে মোর মন,—
দেবহৃদি দয়া ভরা,
না ডাকিতে দেয় ধরা,
তাইত তোমারে আমি ডাকি অনুক্ষণ।
পার্থিব বাসনা নাই,
প্রেম সিদ্ধ হ'তে চাই,
ও চরণে মিশাইতে চাহি এজীবন।

তাই নিতি করি আবাহন,—
বেশী নয়—একবার
দিবেকি দর্শন আর,
প্রীতির কুসুমে আমি করিব পূজন।

বারেক দেখিতে চাই,
দেখিব কি বল তাই,
বড় সাধ সিদ্ধ হব হেরি ও চরণ।

পালাড়া।

আমার দেবতা।

আমার দেবতা,—
নির্ম্মল শারদরাকা,
শান্তি প্রীতি বুকে মাখা,
নাহি সে রাকার মাঝে কলঙ্কের ছায়!
স্বর্গীয় অমৃত দিয়া,
পূর্ণ সে পবিত্র হিয়া,
বাতাস সুরভি ঢালা পরশনে তার,
বদনে উছলে নিতি করুণা মমতা।

আমার দেবতা,—
যে তাঁরে বারেক দেখে,
স্নেহ প্রীতি দেয় ডেকে,
সে তাঁরে করিতে চায় বড় আপনার।
তাঁর সে চরণ তলে,
বসিলে পরাণ গলে,
না জানি এধন মোর কত তপস্যার!
কি আর বলিব সখি। মরমের কথা।

অমার দেবতা,—
খুঁজি' বিশ্বে আগাগোড়া,
মিলেনি সে দেব—জোড়া,
জীবন্ত করুণা তিনি স্বর্গ দেবতার।
অপরে পায়নি যাহা,
আমিই পেয়েছি তাহা,
তোমরা মানুষ ভাব কি ক্ষতি আমার!
আমি ত দেখেছি তার দেবঅমরতা!

আমার দেবতা,—
কত স্নেহে ঢল ঢল,
তোরা কি জানিবি বল,
কি জানিবি কেন আমি এত আত্মহারা।
যত সে বদন চাই,
তত নূতনত্ব পাই,
দেখিতে দেখিতে আমি হ'য়ে যাই সারা।
ভাবি এ দুর্লভ ধন রাখিব গো কোথা।

আমার দেবতা,—
না জানে শঠতাছল,
তাঁর কার্য্য অবিরল,
মুক্ত করে স্নেহ ঢালা ধরণীর গায়।
পরশিলে তাঁর বায়,
হৃদয় জুড়ায়ে যায়,
শান্তি পারাবার তিনি মোর এ ধরায়!
আমার দেবতা সখি দেবের মমতা।

আমার দেবতা,—
লইয়া বিভল হিয়া,
মুক্ত বাতায়ন দিয়া,
দেখিয়াছি কতদিন বহিতে গঙ্গায়—
কিন্তু গো এমন ধরা,
দেখিনি পাগল করা,
পরাণ জুড়ান ছবি পূণ্য প্রতিভায়!
দেখিনি এমন তাহে দেব পবিত্রতা!

আমার দেবতা,—
দেখেছি বসন্ত কালে,
গোলাপ দুলিতে ডালে,
কতটুকু হাসি তাহে, কত মূল্য তার?
যাকিছু সুন্দর আছে,
তাহাই—আসিয়া কাছে—
লুটিছে চরণ তলে মোর দেবতার!
সাধে কি এ পরাণের এত উন্মত্ততা!

আমার দেবতা,—
কবিত্ব কল্পনা খনি,
মৃত প্রাণে সঞ্জীবনী,
তাঁর পদ ধূলে জাগে জীবনী আমার।
আমার দেবতা সব,
তিনি বিনা আমি শব,
আমার দেবতা তিনি প্রীতি প্রতিমার!
তাঁরি ছায়ে ভুলিয়াছি নিজ নশ্বরতা!

আমার দেবতা,—
শিখেছি তাঁহার ঠাঁই,
প্রেমের মরণ নাই,
উঠুক মরণ বায়ু ক'রে হুহুঙ্কার।
তবু এ প্রণয় মর্ম,
রহিবে উজ্জ্বলতম
স্বরগ মরত তাহে হবে একাকার
সেবিব ও পদ রমা হরি সেবে যেথা।

আমার দেবতা,—
বেশী কিছু নাহি সাধ,
এই কর আশীর্ব্বাদ,
তব অনুরাগে যেন রহি নিতি ভোর।
চাহিনা স্বর্গীয় দেবে,
কিফল তাদের সেবে,
চাহেনা জড়ের শান্তি এ পরাণ মোর।
তারাত জানেনা কভু হেসে দিতে কথা।

আমার দেবতা,—
কোটি কোটি তপস্যার,—
তুমি গো দেবতা যার,
কোন লাজে অন্য দেবে সে চাহিবে আর।
মা বাপ যে দেব-করে,
অরপিলা সমাদরে,
সাধিতে সাধনা তাঁরি বাসনা অমার।
আমি চাই—ও চরণে পেতে তন্ময়তা।

আমার দেবতা,—
আমি ওই পূতপায়,—
যা দেখেছি তাকি যায়,—
বর্ণিতে ভাষায় কিবা কল্পনা ছটায়।
চেয়ে থাকি চুপে চুপে,
ডুবি বিশ্ব ব্যাপী রূপে,
পরে কি জানিবে প্রাণ কেন যে ভুলায়!
বেশী কি বলিব আর প্রাণের দেবতা।

বোলপুর।

সুখী।

কে বলিল মোর বুক ভরা কালিমায়!
অনুরতি বুকে যার,
তবে কি ভাবনা তার,
কি দুখ তাহার যে ও চরণে লুটায়!

ফুলের শুধুই সুখ ফুটিয়া ধরায়!
তেমনি গো ও চরণে,
আত্ম ঢালি কায়মনে,
অমৃত লহরী ছুটে মোর এ হিয়ায়!

ভেবনা আমার তরে,—কি দুখ আমার!
ও প্রেম অমৃত ময়,
ভরিয়াছে এ হৃদয়,
মরমে বহে না স্রোত তীব্র আকাঙ্ক্ষার।

তবে বল, ওগো সখা, কি দুখ আমার!
তুমি প্রাণারাম ইষ্ট,
উপদেষ্টা উপদিষ্ট,
ইহ লোক পর লোকে তুমি শুধু সার!

দেবতা সে বহু দূরে দেখা নাহি যায়—
দেবতা সে বিশ্বস্বামী,—
অনন্ত সে—সান্ত আমি,
তাই গো ধরিতে আমি পারিনা তাহায়!
উছলে দেবত্ব তব বরাঙ্গ-ছটায়।

আমার এ শান্তালয়ে,
আস তুমি শান্ত হ'য়ে,
সাধে কি ও পূত পদে পরাণ লুটায়!

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" তুমি চিত্তে মোর,
যখন যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
তোমারি ধেয়ানে সদা এ হৃদয় ভোর।

অভাব অতৃপ্ত ক্ষোভ কিছু নাহি আর,—
ও মুখে নয়ন রাখি,
আমি যবে চেয়ে থাকি,
বুঝি যবে তাহে প্রীতি উথলে তোমার—

তখন এ ভবে আমি নাহি থাকি আর।
আপনারে দেখি পূর্ণ,
অভাব আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ,
তখনি দেখিতে পাই জ্যোতি অমরার।

বল তবে মোর চেয়ে কে সুখী আবার ?

তুমি ইষ্ট দেব মোর,

ও চরণে হ'য়ে ভোর,

ফেলিব ছিঁড়িয়া স্বার্থ এ তুচ্ছ ধরার।

দেবতা ভাবিয়া শুধু পূজিব চরণ।

চাহিবনা ভাল বাসা,

রাখিবনা সাধ আশা,

হেরি ও চরণ হবে কৃতার্থ জীবন।

স্বর্গীয় জ্যোতিতে পূর্ণ হৃদয় আমার।

সুখে পূর্ণ হিয়াধাম,

নিত্য নব প্রাণারাম,

দুখিনী-বলিয়া মোরে ভেবনাগো আর।

ভেবনা যন্ত্রণাময় আমার জীবন।

তবে যে নয়ন জল,

ঝরিতেছে অবিরল,

যাতনার তীব্র শিখা নহে সে কখন।

ও পূত প্রেমেতে গেছে গলিয়া হৃদয়,—
প্রেম-রসে গলাহিয়া,
ঝরিতেছে আঁখি দিয়া,
দেখাতে এ ক্ষুদ্র প্রাণ কি অমৃতময়।

এরে যদি দুখ বল সুখ কোথা আর!
এই যদি সত্য দুখ,
এ ছাড়া যে তুচ্ছ সুখ,
ভ্রমেও চাহেনা তারে পরাণ আমার।

এই মোর সত্য সুখ জীবন আরাম।
গাহি এ সুখের গান,
নিত্য পাব নব প্রাণ,
উথলিবে নিতি তাহে এ হৃদয় ধাম।

বালেশ্বর।

যোগ সাধনা।

কেতুমি কেনগো হেন আমার কাছে ?
আমিত জীবনে মরা,
মরমে অনল ভরা,
সরে যাও কম—কায় ঝলনে পাছে !
যে দেখে আমারে হায়,
সেই দূরে স'রে যায়,
কাঙালে করিতে দয়া হেথা আছে ?

কত দয়া কত স্নেহ জগতে ভাসে।
আমারি নয়ন ধার,
পশেনা মরমে কার,
এ আঁখি কেহই নাহি মুছাতে আসে।
দয়া স্নেহ হেথাকার,
চাঁদার খাতায় সার,
ব্যথিতে এখানে কেহ ভাল না বাসে।

দগধ হৃদয় মোর স্নেহের আশে,
দাঁড়ালে সংসার ঠাঁই,
সে যে বলে দূর ছাই,
হৃদয় ভাঙিয়া দেয় ভ্রুকুটি হাসে।
জগত গুরুর দেশ,
শুধু দেয় উপদেশ,
বুঝেনা মরমে কার কি ব্যথা ভাসে।

ভাই,—শতদূরে অশ্রুজলে ঘর বেঁধেছি,
দীর্ঘশ্বাস সমীরণে,
প'ড়ে আছি এ নির্জনে,
সংসার নিঠুর বড় আজ বুঝেছি।
আর সংসারের গান,
শুনিতে না চাহে প্রাণ,
অনন্ত আরাম গেহ হেথা পেয়েছি।

সাধিব জীবন-ব্রত এখানে নিতি,
ভাঙিয়াছে ভাঙা প্রাণ,
সংসারেতে নাহি টান,

তা' ব'লে কি পোড়া প্রাণে ব'বে না প্রীতি!
সাধিয়া তপস্যাযোগ,
ভুলিব এ কর্ম্মভোগ,
গাহিবে পরাণ তাহে আরাম গীতি।

কে তুমি এ যোগ ব্রত ভাঙিতে এলে,—
সঞ্জীবনী সুধা ঢালি,
তুমি এ বুকের কালি,—
ধোবেকি—অথবা যাবে চরণে ঠেলে!
শতচূর্ণ এ হৃদয়,
তাই পদে পদে ভয়,
কি জানি তুমিও পাছে যাও গো ফেলে।

এত যে যাতনা, ভুলি ও মুখ চেয়ে।
ওযেগো স্বর্গীয় মুখ,
স্মরণেতে হরে দুখ,
দরশে অমৃত বহে মরম ছেয়ে।
ও চরণে নিশিদিন,
তাই চাহি হ'তে লীন,
তাই এই যোগ সাধি—পাগল মেয়ে।

ভেঙনা এ যোগ মোর ধরি চরণে।
রেখে দাও তত্ত্ব কথা,
থাক এ বুকের ব্যথা,
তুমি কি বুঝিবে ইথে কি সুখ মনে!
এই যোগে ডুবে রব,
পাইব জীবন নব,
উছলি উঠিবে প্রাণ ওই স্মরণে।

তটিনী তীরে।

নীরবে দাঁড়ায়েছিনু তটিনী তীরে,
ভাঙা চাঁদ তলে তলে,
ডুবিছে নদীর জলে,
অজানা বেদনা কত ভুলিতে ধীরে।
আমারি মরম কথা,
বুক ভরা আকুলতা,
বলিতে নারিনু তার চরণে ফিরে,

সে গেছে পরাণ মোর দলিত ক'রে।
তবু সে পবিত্র রূপে,
মোর ডুবা চুপে চুপে,
ঢালি অশ্রু হীন অশ্রু সে পদোপরে।
কি বলিব প্রাণময়,
তবু তৃষা শেষ নয়,
অতৃপ্ত বাসনা কত মরম-ঘরে।

কত সাধনার যেন সে পদ দলা,—
সে মোরে দলিছে নিতি,
তবু কেন তারি গীতি,
তবু কেন তার রূপে বিশ্ব উজলা!
তবু কি আশার ভরে,
প্রাণ হাহাকার করে,
কিযে সে অস্ফুট ব্যথা যায়না বলা!

তবু বুকে কেন উঠে প্রেম কাকলী!
থাক সে সকল কথা,
কাজ কি দেখায়ে ব্যথা,

নীরবে তাহারে পূজা দিব কেবলি।
ওই চাঁদ ডুবে যায়,
আমিও ডুবিনু তায়,
তিতুক নয়ন নীরে মোর আঁচোলি।

বাগেশ্বর।

বল বল।

বল বল ওগো সখা!
কিবা দিব উপহার!
প্রেমফুলে গাঁথি হার, দিতে চাহি প্রাণাধার,
লবে কি বলগো তাই
সে দিনত নাহি আর।

সে মধু দিনেতে সখা!
বারেক হইলে দেখা,
মরমে বহিত কত, প্রেমোচ্ছ্বাস শত শত,
হ'ত তা অঙ্কিত বুকে—
পাষাণে যেমন রেখা।

আজিও সে রেখা সখে
র'য়েছে হৃদয় মাঝে,
সে গান থেমেছে বটে, কিন্তু গো মরম-তটে,
পরিত্যক্ত সুরটুকু—
এখনো—এখনো বাজে।

হৃদয় নিকুঞ্জ মাঝে—
এখনো দ'য়েল গণ,—
মধুর ঝঙ্কার তুলি, অস্ফুট বাসনা গুলি,
করিতেছে সঞ্জীবিত
আনি প্রেম জাগরণ!

সে সুখের স্বপ্ন আজ
চ'লে গেছে কোন্ খানে,—
তবু সে স্মৃতির রেশ, মথিছে হৃদয় দেশ,
জাগাইছে অনন্তের
কি মধু কাহিনী প্রাণে!

আজিও স্মরিলে মুখ
উথলে জীবন মন,

যদি,—দেবতা নিঠুর হেন, সাধক পাগল কেন,
উপাস্য দেবতা যদি
দলিল গো প্রেমাসন—

আত্মহারা হ'য়ে তবে
কেন আশা পথ চাই ?
বল বল মাথা খাও, এ রহস্য ভেঙে দাও,
হবেকি প্রেমের মৃত্যু !
অথবা মরণ নাই !

হুগলী।

বিরহে প্রেম।

কেন এত ডাকাডাকি কিসের কারণ ?
কি চাহ বলগো সখা ! প্রেমের মিলন ?
এ যে বাতুলের নীতি,
এ নহে প্রেমের রীতি,

প্রেমে হায় প্রীতি কোথা ? শুধুই রোদন
পরাণে পরাণ ঢালা,
তবু ব্যথা—তবু জ্বালা,
নয়নে নয়ন তবু শতেক যোজন ।
প্রেমেতে অতৃপ্তি গেলে,
প্রেম যায় পায়ে ঠেলে,
অতৃপ্ত পিয়াসা শুধু প্রেমের মিলন ।
তৃপ্তি সে চপলা প্রায়,
পলকে ফুরায়ে যায়,
প্রেমের অতৃপ্তি সে যে নিতুই নূতন ।
তৃপ্তির সাগরে হায়,
যে জন ডুবিতে চায়,
মূর্খ সে—অপ্রেম শুধু করে আবাহন !
প্রীতির তুফানে শেষে,
নূতনত্ব যায় ভেসে,
অনন্ত আঁধারে হয় জীবন মগন ।
পূজিবে পরাণ পূরে,
চেয়ে রবে দূরে দূরে,

আঁখি জলে মর্ম্মে তার ধোয়াবে চরণ।
বড় ভাল বাস যারে,
আপনা মিশাও তারে,—
তবুত হবেনা প্রীতি যাবেনা বেদন।
যদি প্রেমে চাও সুখ,
কাঁদিয়া ভিজাও বুক,
বিরহ বিহীন প্রেম প্রেম নহে হায়!
কি দুখ বিরহ বাণে,
সে যে সুধা ঢালে প্রাণে,
প্রেমের মাধুর্য্য বাড়ে বিরহ ছটায়।

হুগলী।

ভিক্ষা।

লহ লহ ফিরে স্নেহ ভালবাসা,
ভিখারীর অত ছিলনাক আশা!
ওগো সখা আমি ভেবেছিনু মনে-
আনিব তোমার ও পূত চরণে—

মরমের প্রেম প্রীতি ভালবাসা,—
তুমি শুধু দিবে সুদীর্ঘ নিরাশা।
আমি পদ ধোব দিয়া আঁখিজল,
ভেবেছিনু দিবে উপেখা কেবল!
কিন্তু সখা একি করিলে প্রদান!
কেমনে সহিব এ অনন্ত টান?
ভিখারীরে কেন এ হেন রতন?
কোথা সে কল্পনা সকলি স্বপন!
কোথায় অজানা আতঙ্ক অকূল,—
ভিখারীরে কেন সাম্রাজ্য অতুল!
ত্যজি শুষ্ক সম্প অরণ্য মহান্,—
ভিখারীর কেন পুষ্পিত বিতান্!
একেত ম'রেছি অনন্ত মরণ,
তারোপরে আর কেনগো এমন!
বিতরিছ সুধা ভরিয়া আধার?
ক্ষুদ্র প্রাণে কত সহিব আমার!
লহ লহ ফিরে তব ও রতন,
শুধু মোর পূজা করগো গ্রহণ!

চাহিনা তোমার আদর যতন,
সাধকের প্রিয় কেবল চরণ।
দয়া ক'রে দেব শুধু পদে স্থান,—
এক বিন্দু মোরে করিও প্রদান!

হুগলী।

সাধের সমাধি।

এ সমাধি চির সাধনা আমার,—
হইবে সুষুপ্তি স্মৃতিতে তোমার!
তোমার চরণে আমিত্ব আমার,—
চিরতরে সখা হবে একাকার।
সমীরে কুসুম-সুরভি যেমন,—
করে গো নীরবে আত্ম অরপণ—
আমার মরমে সদা সাধ যায়,—
তেমনি তোমাতে মিশাব আমায়।
তোমারি প্রেমের দেখিব স্বপন,—
এ বুকে হেরিব স্বরগ ভুবন।

তোমাতে লভিব অনন্ত মরণ,—
তোমাতে জাগিবে নবীন জীবন।
তোমাবিনা কিছু রহিবে না আর,—
এ বড় সাধের সমাধি আমার।

হুগলী।

জীবনতরী।

আজি এ স্রোতের মাঝে
ছেড়ে দিয়া হাল,
ভাসানু জীবনতরি
সকাল্ সকাল্।
কে জানে কোথায় যাবে,
কোথা গিয়া কূল পাবে,
কোথায় মিটিবে তৃষা—
ঘুচিবে জঞ্জাল!

ওই কারা সুবাতাসে
যায় তর্ তর্,
মোর জীর্ণ তরি শুধু
কাঁপে থর থর্!
ক্ষীণ দীপালোক মত,
বায়ু ভরে হ'য়ে নত,
বিশ্বের প্রলয় যেন
হেরে উগ্রতর।

পারি না চিনিতে যে গো
বল মাথা খাও,
কে তুমি এ ভগ্ন তরি
ফিরাইতে চাও?
দেবতার মত এসে,
উজ্জল পবিত্র বেশে,
কম্পিত জীবন আর
কেন বা কাঁপাও!

ডুবে যদি ক্ষুদ্র তরি
কি ক্ষতি কাহার !
কেন চাও গতিরোধ
করিতে তাহার ?
জাহ্নবীর পূতবুকে,
আমি গো ঘুমায়ে সুখে,
হেরিব মধুর স্বপ্ন
পূত অমরার।

জ্বালা মাখা জগতেতে
কেন বল আর,—
বাঁধিয়া রাখিতে মোরে—
বাসনা তোমার ?
কেন গো স্নেহের ডোরে,
এমন কঠিন ক'রে,
জীবন তরির গতি
রোধিলে আমার !

নীরবে সে যেত ধীরে,—
অনন্তের পানে,
এককণা স্মৃতি শুধু
রাখিয়া এখানে।

অতৃপ্ত বেদনা ল'য়ে,
আনমনে যেত ব'য়ে,
কি এক মদিরা স্রোত
বহিত পরাণে।

তাই ছেড়েছিনু তরি
ছেড়ে দিয়া হাল,
ছিন্ন ক'রে জগতের
যত মায়া জাল।

হায় ব্যর্থ মনোরথ,
না যাইতে আধাপথ,
কে তুমি উজানে টান
তুলে ভরা পাল?

তপতী

সাধের ভাসান।

কেন সখা এ বিধি ধরায়,—
যে জন যে নিধি চায়,
সে কেন তা নাহি পায়,
সংসার সহস্র করে কেন বারে তায় ?
নদী ধায় সিন্ধুপানে,
কারো বাধা নাহি মানে,
যত কি কঠোর বিধি নর-তরে হায় !

নাহি বুঝি এ বিধি কেমন,—
মেঘ হ'তে বারিধার,
ঝরে যদি একবার,
ফিরিতে কহিলে তারে ফিরে কি কখন !
চন্দ্রমারে ভালবাসি,
চকোরিণী সুধা আশী,
দমিতে সে নীতি তার কে আছে এমন !

তবে কেন হৃদয়রতন,—
আমারি মরমে শুধু,
আগুণ জ্বলিবে ধূ-ধূ,
কেনগো পাবনা বুকে ও দুটি চরণ !
নিঠুর বিধাতা যদি,
হেনরূপে নিরবধি,
চাহেগো দহিতে মোর এদগ্ধ জীবন—

তাই হোক কি তাহে বেদন—
কিন্তু—হৃদয়নদীর গতি,
পারিবে কি এক রতি,
রোধিতে কখনো সখা থাকিতে জীবন !
প্রেমরসে পূর্ণ হৃদি,
মানেনা বিধির বিধি,
সে ছুটে আকুলে, নাথ ! চুম্বিতে চরণ !

তবে ব্যথা কেনগো এমন ?
তুচ্ছ ধরা কদিনের,
এই মহা প্রণয়ের,—
নহে সীমা—শুধু এই ধরার জীবন।

সে অনন্ত মহাদেশে,
এ প্রেম মধুর বেশে,
হৃদয় ভরিয়া দিবে অমৃত স্বপন।

তবে কেন মিছাই রোদন?
স্বেদ রূপে তব গায়,
ঝরিয়া পড়িব পায়,
তাতেই হইবে মোর চরণচুম্বন।
তুমিগো সোহাগ ভরে,
সে ঘাম মুছিবে করে,
সে পরশে হবে মোর কৃতার্থ জীবন।

সেই আশে ও চরণে প্রাণ,—
দিনু উপহার আজ,
ধর হৃদি-অধিরাজ!
করোনাক ক্ষুদ্র ব'লে দ'লে খান খান।
পড়িয়া অনেক ভুলে,
আজিগো এসেছি কূলে,
জীবনের মোর আজি সাধের ভাসান।

হুগলী।

আত্মদান।

কেন ভালবাসি সখা ! কি সুধাও আর ?
লৌহেরে চুম্বক টানে,
কেন তাহা কেবা জানে,
পরশ পরশি কাল লোহা কদাকার—

পারকি বলিতে কেন সোনা হ'য়ে যায় ?
ল'য়ে চারু মুখ খানি,
নিত্য কেন উষারাণী,
ঘোমটা খুলিয়া চায় শ্যামল ধরায় !

পারিবে কি সে উত্তর দিতে মোরে দান ?
অথবা বলিবে এই,
"ইহার উত্তর নেই,
এসব জগতে শুধু প্রকৃতি বিধান"।

তাই যদি হয় হোক কিবা ক্ষতি তায় !
দুটি সম দ্রব্য পেলে,
সব বাধা টেনে ফেলে,
একত্রে মিলিত করে প্রকৃতি ধরায় !

তাই সুন্দরের সনে জড়িত সুন্দর,—
তাইগো বিভল প্রাণে—
চাতকিনী মেঘ পানে,
নিতি চেয়ে থাকে ল'য়ে তৃষিত অন্তর ।

বসন্ত সখার তাই পেয়ে দরশন,—
লইয়া উন্মত্ত প্রাণ,
পিক গাহে মধু-গান,—
বিমোহিয়া মানবের তাপিত জীবন ।

আমি কেন তবে ওই চরণ-তলায়,—
বল সখা, প্রাণপণে,
আত্ম ঢালি কায়মনে,—
না লুটাব চির তরে বিভল হিয়ায় !

আমি যে এসেছি আজ স্মরণ ছায়ায়,—
তাই তাপ দগ্ধ প্রাণ,
গাহিছে মধুর গান,
হৃদয় ভরিয়া গেছে অমৃত ধারায়।

আমার জগতে আজি সবি মধুময়,—
পুরাতন ধরা আজ,
ধরিয়া নবীন সাজ,
ঘটাইছে কি বিপ্লব মথিয়া হৃদয়!

ওই পূত প্রেম-রসে বিগলা হৃদয়—
গাহেকি প্রেমের গান,
রচে কি যে অভিধান,
নীরবেতে কি যে নাট্য করে অভিনয়—

কেমনে সে কথা সখা বুঝাব তোমায়!
কিযে·সে আনন্দ ঢেউ,
বিশ্বে বুঝিবেনা কেউ,
বুঝাইতে ভাষা তার নাহি যে ভাষায়।

মোর এ প্রাণের গাথা ভেবনা স্বপন।
বেশী কি বলিব আর,
স্বর্গমর্ত্ত একাকার,
নহে এ ধরার আজ আমার জীবন!

অথবা এ গীতি যদি কেবল স্বপন,—
পায়ে ধরি ওগো মোর,
ভেঙ্গনা এ স্বপ্ন ঘোর,
হোক এ স্বপনে ভোর অনন্ত জীবন।

এই স্বপ্ন নদী তীরে রচিব কুটীর,—
তাপদগ্ধ প্রাণ ল'য়ে,
যাব ওরি স্রোতে ব'য়ে,
মরমে জাগিবে এসে বসন্ত রুচির।

স্থাপিয়া তোমার মূর্ত্তি সে কুটির পর,—
করিয়া তোমারি ধ্যান,
হারাইব আত্ম জ্ঞান,
প্রাণে অনন্তের গীতি ব'বে তর্ তর্!

জগতের কোলাহল কভু সখা আর,—
নিঠুর উত্তপ্ত বেশে,
জাগিবেনা বুকে এসে,
তোমাতে মিশায়ে দিব অস্তিত্ব আমার

কুসুম কুসুম বাস সম প্রাণাধার!
একত্রে মিলিত হ'য়ে,
প্রেমস্রোতে যাব ব'য়ে,
তুমি আমি দুই সত্তা হবে একাকার।

এই সাধে ভরা সদা আমার পরাণ,
হয়ত পাগল ব'লে,
তুমি যাবে পায় দ'লে,
কে শোনে বিশাল বিশ্বে পাগলের গান,

যদিই দলগো প্রাণ ক'রে খান খান,—
তবু পদে প্রাণ মোর,
এমনি বুঝিবে ভোর,
আমি যে ওপদে চির দিছি আত্মদান।

ডুবিয়াছি ও সৌন্দর্য্য-সিন্ধুবর পায়,—
কি সখা বলিব আর,
নাহি শক্তি উঠিবার,
নীরবে নীরবে প্রাণ কেবলি তলায়।

আজি করিয়াছি আমি এ সিদ্ধান্ত সার,—
আমার যা সবি তুমি,
তোমার চরণ চুমি,
পলে পলে নব প্রাণ জাগিছে আমার।

তোমার পবিত্র রূপে মোর বিশ্ব ভোর,—
তাই ও সৌন্দর্য্য-কূপে,
মোর ডুবা চুপে চুপে,
লবে কিগো দয়া ক'রে আত্মদান মোর?

হুগলী।

চোর।

আমি যে বেসেছি ভাল আমারি কি দোষ?
প্রাণভরা প্রেম ল'য়ে,
তৃষায় আকুল হ'য়ে,
তুমি কি চাহনি সখা, মোর পরিতোষ?

আমি বাসিয়াছি ভাল এই দোষ মম!
হানিয়া স্নেহের বাণ,
তুমি কি দাওনি টান,—
এ ক্ষুদ্র পরাণে,—সত্য বল প্রিয়তম!

আমি বাসিয়াছি ভাল দোষ এ আমার!
তুমি নব ঘন রূপে,
ঢালনি কি চুপে চুপে,
পিয়াসী চাতকী-মুখে অমিয়া আসার?

ভাল বাসিয়াছি ব'লে দোষ দাও তাই,
শুনাইয়া তত্ত্বকথা,
চাহ এ বুকের ব্যথা,
মুছে দিতে—ছি ছি সখা লাজে ম'রে যাই।

আমি কি একাই ভাল বেসেছি কেবল?
আমিই কি শুধু হায়,—
আপনা ঢেলেছি পায়,
ঢালনি গোপনে তুমি নয়নের জল?

আমিই সমাধি শুধু লভেছি কি পায়?
একটি মুহূর্ত্ত তরে,
তুমি কিগো স্নেহভরে,—
নীরব নীস্তব্ধে বসি ভাবনি আমায়?

আমিই কি শুধু তোমা করেছি পাগল?
তুমি এ হৃদয়ে এসে,
মধুর—মধুর হেসে,
করনি কি ক্ষুদ্রপ্রাণ উন্মত্ত বিভল?

তুমিই সরল সাধু আমিই কি চোর ?
প্রাণের কবাট হানি,
হৃদয় সিন্ধুক টানি,
তুমি কি সর্ব্বস্ব চোর ! লুঠ নাই মোর ?

তোমারে দেখিয়া শুধু আমারি কি সুখ ?
নিকটে বসিলে তব,
তুমি কি ভোলনা ভব,
বহেনা অমিয়া স্রোত ভরি তব বুক ?

আমিই কি চাহি শুধু দেখিতে তোমায় !
বল দেখি প্রাণময় !
চাহে নাকি ও হৃদয়,
বিভলে হেরিতে তব প্রেম প্রতিমায় ?

তুমিও যা কর সখা আমি করি তাই,—
তবু ভালবাসি ব'লে,
'দোষ দাও নানা ছলে,
চোর হ'য়ে সাধু তুমি বলিহারি যাই !

ভাল বাসিয়াছি পেয়ে এই দোষ মোর,—
রাজা হ'য়ে হৃদাসনে,
বসিয়াছ ফুল্লমনে,
চোর হ'য়ে রাজা হ'লে—ধন্য পাকা চোর!

হুগলী।

বিদায়।

"বিদায়—বিদায়"!
দেহেতে থাকিতে প্রাণ'
অনলে আহুতিদান—
হৃদিপিণ্ড উপাড়িয়া কে করিতে চায়?

"বিদায়—বিদায়"!
থাম থাম কি সঙ্গীত,
উথলিয়া উঠে চিত,
কি যেন নৈরাশ্য স্রোত বহেগো হিয়ায়!

"বিদায়—বিদায়" !
ইষ্টদেবে বিসর্জ্জিয়া,
ল'য়ে শূন্য ভগ্নহিয়া,—
পূজা করে—বল হেন ক্ষিপ্ত কে কোথায় !

"বিদায়—বিদায়" !
কেন সেই কথা ফিরে,
যায় যেগো বুক চিরে,
সুতীব্র কুঠার কেন হানিছ আমায় !

"বিদায়—বিদায়" !
কুমু-প্রেম-অনুরাগী,
তৃষায় যামিনী জাগি,
অলস অবশ চাঁদ যবে চ'লে যায়—

তখন কি হায়,—
সরসেতে কুমুদিনী,
হ'য়ে প্রেম পাগলিনী,
মথিয়া সৌন্দর্য্য-সিন্ধু অমিয়া ছড়ায় ?

বল গো আমায়,—
পিক দলে পায়ে ঠেলে,
বসন্ত চলিয়া গেলে;
তারা কি অমিয়া স্বরে জগত মাতায় ?

তোমার "বিদায়",—
পরাণ থাকিতে হায়,
কখনো কি সহা যায়,
আমারে যে দিছি ঢেলে তোমার সত্তায় !

তবে বল হায়,
কেমনে বিদায় চাও,
কেন বুক ভেঙে দাও,
কি এত গো অপরাধ করিয়াছি পায় !

বল গো আমায়,
মিছা তত্ত্বজ্ঞানে হেন,
ভুলাইতে চাহ কেন,
বুঝে বল তত্ত্বনীতি—পাগল কোথায় !

হইয়া বিভল—
পাগলের কাছে গিয়া,
ধৈর্য্যধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া,
কে চাহে ফিরাতে তারে, কে হেন পাগল ?

কি বলিব পায়,—
আবেশ-বিভল হ'য়ে,
"মেঘদূত" করে ল'য়ে,
দেখেছি বিরহমহা চিত্র-কূট গায়*।

আপন প্রিয়ায়,
শিক্ষা দিয়া ধৈর্য্যধর্ম্ম,
নিজে বুঝিল না মর্ম্ম,
ক্ষিপ্ত উপদেষ্টা যক্ষ প্রণয় তৃষায়।

* মেঘদূতের টীকাকারের মতানুসারে রামগিরিকে এস্থলে চিত্রকূট বলা হইয়াছে। এ মত কিন্তু মেঘদূতের অন্যান্য ভৌগোলিক বর্ণনার সহিত সুসংগত বোধ হয় না—লেখিকা।

এ যে—প্রণয়ের দেশ,
প্রেম বিনা হেথা আর,
নাহি কারো অধিকার,
নিষেধ বৈরাগ্য হেথা করিতে প্রবেশ।

তবে মিছা আর,
কেন গো বিদায় কালে,
জড়াইবে তত্ত্ব জালে,
ও নীরস তত্ত্বে বল কি কাজ আমার ?

কাঁপিছে গো প্রাণ,
"একান্তই যেতে হবে"
কি আর বলিব তবে,
মথিছে হৃদয় আজ এ বিদায় গান।

বর্ষা-ধারা মাঝে,—
তব ও বিদায় গীতি,
দেখিব অঙ্কিত নিতি,
দেখিব গগনে তায় নিত্য নব সাজে।

ফুলের আতরে,—
দেখিব শুধুই হায়,
ঝরিতেছে ও বিদায়,
ঝরিবে ও গীতি মোর কোকিলের স্বরে।

চাঁদে মাখা রবে,
তোমারি বিদায় গান,
দরশে ভাঙিবে প্রাণ,
তোমারি বিদায়ে মোর বিশ্ব ব্যাপ্ত হবে।

চাহি চরাচর,—
ও বিদায় গান শুধু,
দেখিব করিছে ধূধূ;
দহিবে মরম মোর শুধু অগ্নিস্বর।

হুগলী।

প্রিয় অদর্শনে।

এই দীর্ঘ সপ্ত দিন,—
কি বলিব প্রিয়তম!
গেছে এর মাঝে মম,
কত যুগ—যুগান্তর হ'য়ে ওগো লীন।

যায় দিন কি তৃষায়,—
দহিতেছে কি যে আশা,
নাহি সখা হেন ভাষা,
যা দিয়া হৃদয় ব্যক্ত করিব তোমায়!

যক্ষ হ'লে প্রিয়তম!
আদর সোহাগ করি,
দৌত্য পদে মেঘে বরি,
পাঠাতেম তব কাছে এ হৃদয় মম।

ঝর ঝর বরষায়,—
সাধিয়াছি কতবার,
দিতে নাথ উপহার,
মোর এ প্রাণের গীতি ও পদ তলায়।

সেত না শুনিল হায়,
বিজলী চমক ছলে,
হেসে গেল পায় দ'লে,
বুঝিল না হৃদিভরা কি যে পিপাসায়!

হয়ত হাসিবে তুমি,
খুলে বাতায়ন পথ,
চড়িয়া কল্পনা রথ,
নিতি নৈশ বেলা আমি ও চরণ চুমি।

কভু সখা দেখি চেয়ে,—
চাঁদের মধুর গায়,
তব ছবি উথলায়,
সে মাধুরী দেয় মোর সারা হৃদি ছেয়ে।

কভু হেন মনে লয়,
ওগো স্নেহময় স্বামি!
হারায়ে গিয়াছি আমি,—
তোমারি পবিত্র রূপে—আমি "আমি" নয়।

ভুল নহে এ আমার,—
কি আনন্দ এই ভুলে,
দেখিবে কি হৃদি খুলে,—
বাস্তব স্বপন ঢালে কি অমিয়া ধার।

হুগলী।

আকুল গীতি।

আজ কতদিন ধরে, গললগ্ন জোড়করে,
কাতরে সেধেছি তোমার পায়,—
তবুনা চাহিলে ফিরে, দিলে ক্ষুদ্র বুক চিরে,
হ'লনা মমতা দলিতে হায়!

বল সে পুরাণ গীতি,　　বল সে প্রেমের স্মৃতি,
　　কেমনে দলিলে চরণে ক'রে,
নিঠুর জগত পরে,　　হায় রে এমনি ক'রে,
　　প্রেম প্রতিদান মানবে করে !!

বলিয়াছি ভগ্নচিতে　　নয়ন ফিরায়ে নিতে,
　　তবুও কি হেতু দিতেছ দেখা ?
তবু চুপে চুপে আসা,　　তবু সে নীরব ভাষা,
　　হৃদয় পাতেতে কেনবা লেখা ?

আজ কত দিন ধ'রে,　　ও স্মৃতি বিস্মৃতি তরে,
　　করেছি কল্পনা উচ্ছাস ভরে,
সে কল্পনা গেল ভাসি,　　আরো কত স্মৃতি রাশি,
　　জাগিল আসিয়া মরম ঘরে।

জানিনা কি গুণ জান,　　পরাণনহিত টান,
　　আকুল পরাণ লুটে চরণে।
দুরবল প্রাণ নিতি,　　গাহিছে তোমারি গীতি,
　　পূজিছে বসায়ে হৃদয়াসনে।

১৮০]

ওই নীল সিন্ধু তটে, ওই জনহীন মঠে,
তোমারি মুরতি খোদিত আছে।
অঙ্গের বাতাসে তব, যেন সঞ্জীবিত ভব,
স্মৃতি ঘুরে মোর নিয়ত কাছে।

হায় এ আকুল গীতি, এ সাধনা এই প্রীতি
যাবে কি গো সখা তোমার পায়!
হায় গো বারেক তরে, তুমি ওগো স্নেহভরে,
চরণেতে ঠাঁই দিবে কি তায়।

পুরী।

তৃতীয় খণ্ড।

চিন্ময়-সৌন্দর্য্য।

প্রতাপ রুদ্র।

রঞ্জিত পাটল রাগে পূর্ব্ব নভস্তল।
পিক মুখরিত গীতি ঢালিছে মঙ্গল,
কুসুম পরাগ অঙ্গে মাখিয়া যতনে
বহিতেছে সমীরণ মৃদু শন্ শনে।
প্রভাত-সমীর সেবা করিবার তরে,—
বসিলা প্রতাপ রুদ্র উচ্চ সৌধ পরে।
সঙ্গেতে অমাত্য প্রিয় দুই চারি জন—
প্রসঙ্গিলা নর নাথ গৌরাঙ্গ-বচন।
কি পূত চরিত্র তাঁর কি প্রেম পূরিত!
স্মরণে হইলা নৃপ প্রেমে উচ্ছ্বলিত।
কম্পিত বিভল অঙ্গ সঘন হুঙ্কার,—
কোথা গেল রাজ বেশ রাজ অলঙ্কার!
প্লাবি বক্ষ স্থল আঁখি ঝরে ঝর ঝর—
ছড়াইয়া ভকতির কি চিত্র সুন্দর!

সঘন নিশ্বাস ত্যজে মুখে "গোরা গোরা"।
বুঝিলা অমাত্য নৃপ কি আনন্দে ভোরা।
হেন কালে সঙ্গে ল'য়ে গোবিন্দ কিঙ্কর,—
বাহিরিলা সিন্ধু স্নানে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
হেরিয়া অমাত্য কহে "ওই গোরারায়—
হের প্রভু আঁখি মেলি সিন্ধু স্নানে যায়"।
বাদিল স্বর্গীয় বীণা নরনাথ কানে,—
"গোরা কই গোরা কই"—বিভল পরাণে
বলিতে বলিতে নৃপ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
হেরিয়া সম্মুখে তবে ধেয়ায় দেবতায়—
সে উচ্ছ্বাস পূর্ণ বক্ষে ধরি পদ দুটি,
পড়ে রায় প্রেমাবেগে ধরাতলে লুটি।
মুখে গদ গদ ভাষা চক্ষে ঝরে জল,—
পড়িল কনকা যেন লুটায়ে ভূতল।
হেরি তাঁর প্রেম আর্ত্তি গৌরাঙ্গ বিভল,
রায় নৃপ তিনি ন্যাসী ভুলিলা সকল।
গোরার নয়নে ধারা দর দর বয়,—
লইলেন বক্ষে তুলি ভৃত্যে প্রেমময়।

শ্যামবাজার বদনগঞ্জ।

বিহ্বল প্রতাপরুদ্র।

প্রভুর মিলন তরে আকুল রাজন।
বিরহে বিভলরায়,
রাজ্য সুখ নাহি চায়,
কভু কাঁদে কভু হাসে পাগল্ যেমন।

যেজন "গৌরাঙ্গ" বলে ধরে তার পায়,—
সদা লুটে ধরাতলে,
হিয়া ভাসে আঁখি জলে,
কেমনে "গৌরাঙ্গ পাব" সবারে সুধায়।

সার্ব্বভৌম পদে ধরি কহিছে রাজন,—
কতদিন হেন আর,
করিব বা হাহাকার;
পাব নাকি হেরিতে সে রাতুল চরণ।

ভক্তবশ ভগবান ভাগবত গায়,—
তোমার চরণ ধরি,
দেখাও গউর হরি,
তব কৃপা বলে দয়া হবে গো আমায় !

প্রভু বিনা কিবা ফল বহিয়া জীবন,—
সে পদ আঁকিয়া বুকে,
সাগরে ডুবিব সুখে,
প্রভু বিনা রাজ্যভোগে কিবা প্রয়োজন !

প্রভু বিনা কি করিব পুত্র পরিজন !
প্রভু বিনা এ হৃদয়,
কেবল মরুভূময়;
এ মোর জীবন নহে, সুদীর্ঘ মরণ ।

জগত তারণ হেতু গোরা অবতার,
কেবল কি হেন রূপে,
রাখি মোরে মোহকূপে,
তারিবেন এ জগত প্রতিজ্ঞা তাঁহার !

অমিয়গাথা।

বল বল মোরে সখা কি করি উপায়!
বিনা সে গউর হরি,
একান্ত মরমে মরি,
গরল আনিয়া মোরে দেহ করুণায়!

গরল করিয়া পান ত্যজিব জীবন।
অভাগারে করি স্নেহ,
আমার সে মৃত দেহ,
ফেলে রেখ সিন্ধু-তীরে, রেখ নিবেদন।

স্নান তরে যবে প্রভু করিবে গমন,—
পদধূলি উড়ি বায়,
ভূষিবে আমার কায়,
উথলি উঠিবে তাহে এ মৃত জীবন।

হুগলি।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

—০✱০—

শ্রীবাস-অঙ্গনে কিবা গোরাচাঁদ নাচিছে !
চৌদিকে ভকতগণ,
করে কিবা সঙ্কীর্ত্তন,
গোলক-সৌভাগ্য আজি নদীয়ায় ভাতিছে।
বাজে করতাল খোল,
কি মধুর হরিবোল,
উছাসে মরম মাতে প্রাণ ঢ'লে পড়েছে।

এই নাম সুধা ছিল গোলকেতে গুপতে,
জীব তরাবার হেতু,
এ নাম অমূল সেতু,
দয়াময় গোরাচাঁদ আনিলেন জগতে।
নিত্যানন্দ হরিদাস,
পুরাল জীবের আশ,
সবে দিল নাম প্রেম যত সাধ মনেতে।

গোলকের নাম এ যে মরতেতে এসেছে,—
"হরেকৃষ্ণ হরে হরে",
উঠিল সকল ঘরে.
আচণ্ডাল আদি ওই নাম শুনে মেতেছে !
তার্কিকের তর্ক দূর,
প্রেমপূর্ণ হৃদিপুর,
প্রেমের দেবতা হেন কে কোথায় দেখেছে !
নাচত অঙ্গনে গোরা প্রেমানন্দে মাতিয়া।
কভু ভাবে পড়ে ঢলে,
নিতাই লইছে কোলে,
রাধা ভাবে কভু রোয় "কাঁহা নাথ" বলিয়া।
কভু "ওই নাথ আসে",
বলি ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে,
জীবেরে শিখায় নাম নিজে নাম সাধিয়া।
প্রেমকল্পতরু গোরা সমাদরে রোপিয়া,—
আপনি হইয়া মালি,—
জীবেরে দিছেন ডালি,
সুমধুর প্রেম ফল নিজ কর ভরিয়া।

ভখি সে মধুর ফল,
প্রেমপূর্ণ ধরাতল,
দিলা গোরা নবযুগ বিশ্বমাঝে আনিয়া ।

হুগলী ।

পাগলিনী রাই ।

আমি পাগলিনী রাই,
আকুলিত চিতে, চাহি চারি ভিতে,
যদি তার দেখা পাই ।
গাহে পিককুল, মধুর মৃদুল,
শ্যাম-বাঁশী ভ্রমে চাই ।

আমি পাগলিনী রাই,
নিঠুর পাষাণ, লুটিয়া পরাণ,
কোথা গেলে হে কানাই !
পাগল করিয়া, দিয়াছ ছাড়িয়া,
ছি ছি লাজে ম'রে যাই ।

আমি পাগলিনী রাই,
আসিব বলিয়া, গিয়াছ চলিয়া,
আমি ইতি উতি চাই।
আসিবে না যদি, মোরে নিরবধি,
কেন এ ছলনা ছাই।

আমি পাগলিনী রাই,
তোমা বিনা হায়, মরি যাতনায়,
বারেক তা বুঝ নাই।
পুরুষের প্রাণ, এমন পাষাণ,
কে জানিত হে মাধাই!

আমি পাগলিনী রাই,
গুরুজন মাঝে, ব্যস্ত রহি কাজে,
তবু কি সোয়াথ পাই!
ওই এল এল, সদা প্রাণে ভেল,
শতবার ছুটে যাই।

১৯৩]

আমি পাগলিনী রাই,
তব ভালবাসা, নাহি করি আশা,
কেবল দেখিতে চাই।
বসায়ে হৃদয়ে, পূজিব প্রণয়ে
অন্য কোন সাধ নাই।

আমি পাগলিনী রাই,
ভরি প্রাণ মন, পিরীতি বীজন,
সতত করিতে চাই।
এই আশা মোর, প্রুর মনচোর
অন্য কোন সাধ নাই।

হুগলী।

কদম্বতলে।

কি হেরিনু অপরূপ, মোহন রসের কূপ,
দাঁড়াইয়া কদম্বের তলে।
করেতে মোহন বাঁশী, সাধ যায় হই দাসী,
বাঁশী সদা "রাধা রাধা" বলে।
বনমালা শোভে গলে, নূপুর চরণ তলে,
অলকা তিলকা কিবা হায়!
পরিধান পীতধড়া, মাথায় মোহন চূড়া,
শিখিপাখে রাধানাম ভায়!
হেরি সে মোহন বেশ, ধৈরযের ধৈর্য্য শেষ,
কি সুন্দর সে চারু বয়ান।
সে মোহন আঁখি ঠারে, ধৈর্য্য কে ধরিতে পারে,
কত দঢ় অবলার প্রাণ!
যত দেখি সেই মুখ, উছসিয়া উঠে বুক,
ইচ্ছা হয় হেরি অনিবার।
এই মনে সাধ যায়, নূপুর হইব পায়,
পদ কভু না ছাড়িব আর।

অথবা অঞ্জন করি, রাখিব নয়ন ভরি,
মুহুর্মুহু হেরিব তাহায়।
ঘরে যেতে সাধ্য নাই, পাগলিনী হ'ল রাই,
কিবা ভেল কদম্বতলায়!

হুগলী।

বাঁশরী।

ওই কে বাজায় বাঁশী
যমুনার পুলিনে,—
আয় সই দেখে আসি
থাকিতে যে পারিনে।

যা'ক পোড়া কুলমান
কি হবে তা' লইয়া,—
আয় দিবি প্রাণ মন
শ্যামপদে ঢালিয়া।

ওই শোন্ বাঁশী সদা
রাধা নাম গাহিছে,—
ওই লো বঁধুয়া মোর
"আয় আয়" ডাকিছে।

নিশীথে ঘুমের ঘোরে
থাকি যবে সজনি!
হৃদয়-গগনে উদে
শ্যামচাঁদ অমনি।

সে কাল মুরতি আমি
হেরি বিশ্ব ভরিয়া
রাধা কি রহিতে পারে
শ্যামচাঁদে ত্যজিয়া!

সহেনা লো দেরী আয়—
শ্যামচাঁদে দেখিতে,—
বাঁশী ডাকে "আয় রাধা"
পারিনা লো রহিতে।

আকুল ব্যাকুল মোরে
করিতেছে বাঁশরী
কে যাবিগো আয় তোরা
ছুটে যায় কিশোরী।

সুখড়িয়া।

বিদায় কালে

ব্রজাঙ্গনা।

কে তুমি গো রথোপরি,
গোপিকা পরাণ হরি,
এতদ্রুত করিছ গমন ?
কি ক'রেছি অপরাধ,
কেন হেন সাধ বাদ,
ফিরে দাও রাধিকা-রমণ।

বধি নাকি কংসাসুর,
শ্যামে দিবে মধুপুর,
বধিয়া অভাগী গোপীকায়!
স্বর্ণ সিংহাসন—তায়,
বঁধূয়া নাহিক চায়,
সে যে রাজা গোপিকা হিয়ায়।

গোপীহৃদি সিংহাসনে,
বসিয়া আনন্দ মনে,
সে যে নিতি মুরলী বাজায়।
তার সে রূপের রেশ,
গোপী হৃদে শোভে বেশ,
তুমি তারে রাখিবে কোথায়!

পায়ে পড়ি মাথা খাও,
শ্যামচাঁদে ফিরে দাও,
দয়া কর হয়ো না নিদয়!
শুনেছি তুমি অক্রূর,
তবে কেন হ'য়ে ক্রূর,
দলিছ গো গোপিকা হৃদয়!

একান্তই হ'য়ে বাম,
যদি ল'য়ে যাবে শ্যাম,
আগে বধ যত গোপিকায়।
শ্যাম গেলে মধুপুর,
বুক ভেঙে হবে চূর,
সহিবেনা শ্যামের বিদায়!

হুগলী।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা।

নমস্কার মহারাজ,
পার কি চিনিতে আজ,
ব্রজে আমি সেই দূতী সম্মিলনে রাধিকার।
রাখাল বালক-সনে,
তুমি যেতে গোচারণে,
সঙ্কেত করিতে মোরে দেখাতে মু'খানি তার!

পরি শ্যাম পীতধড়া,
বাঁধিয়া রাখালে চূড়া ;
বহাইতে গোপী হৃদে অমৃতের পারাবার।
হাতেতে পাঁচনী বাড়ী,
ননী চুরী বাড়ী বাড়ী,
সে সব কি আর সখে, মনে পড়ে একবার !

মোরা যত গোপ বালা,
লইয়া পসরা ডালা,—
যাইতাম বিকাইতে তুমি আগুলিতে পথ।
হেরি শ্রীমতীররূপ,
উথলিত প্রেমকূপ,
কত না সাধিতে মোরে পুরাইতে মনোরথ।

রাধার দারুণ মান,
হেরিয়া ভাঙিত প্রাণ,
কাঁদিয়া চরণ ধ'রে কত না সাধিতে তার !
তবু না ভাঙিত মান,
হ'য়ে কত অপমান,
বসিয়া যমুনা তটে ঢালিতেছে আঁখিধার।

আমিই করুণা ক'রে,
আনিতাম করে ধ'রে,
রাই পদতলে পড়ি পেতে সুধাপারাবার।
তাহার মানের দায়,
কত না করেছ হায়,
নাপিতানী—বিদেশিনী ভুলেছ সে সমাচার!
আমি বৃন্দা দূতী এই,
তুমিও শ্রীকৃষ্ণ সেই,
আজ নয় রাজ পাটে রাজা হ'য়ে মথুরার।
তা বলিয়া রসময়,
প্রেম কি ভুলিতে হয়,
ছিছি প্রেমে শোভে কি হে বল এত অবিচার!
হয় নাক যেতে মাঠে,
রাখাল রাজত্ব পাটে,
গরবে মাটিতে বুঝি চরণ পড়ে না আর।
নির্দ্ধনের হল ধন,
আর কিবা প্রয়োজন,—
ম্লানমুখখানি সেই পাগলিনী রাধিকার।
(রাখালে রাজত্ব দিলে এমন বিচার কার!)

যা হ'য়েছে হ'য়ে যাক্,
সে সব মরমে থাক্,
এবে ব্রজে ব্রজপ্রাণ চল দেখি একবার।
তোমা বিনা জ্ঞানহরা,
শ্রীমতী লুটায় ধরা,
এতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে কিনা আছে তার!
কি দুখে ছাড়িয়া তায়,
এলে হরি মথুরায়,
কি রতনে আছে আশ বল শুনি প্রাণাধার!
ব্রজে তুমি কিনা পাবে,
তাই দিব যাহা চাবে,
চাহ যদি রাজাসন নন্দ দিবে রাজ্যভার।
তবে আর কেন হেথা,
চল দ্রুত যাই সেথা,
যেখানে রাধিকা কাঁদে, স্তন ঝরে যশোদার।
শুন বঁধু, শুন কই,
এস দিন দুই বই,
যদি ব্রজে বাস তব ভাল নাহি লাগে আর।

হুগলী।

উদ্ধব-দর্শনে

শ্রীমতীর উক্তি।

বল হে উদ্ধব বল বঁধুর কি সমাচার ?
মথুরায় রাজা হয়ে,
কুব্জারে বামে ল'য়ে,
শ্যামত আছেন ভাল—ভুলে মুখ রাধিকার ?

সেকি সখে ভুলে গেছে এগোকুল বৃন্দাবন ?
মা যশোদা তার তরে,
ক্ষীর সর ল'য়ে করে,
আকুল হইয়া ডাকে "আয় বাপ যাদুধন"।

যে অবধি গেছে শ্যাম ছাড়ি এই বৃন্দাবন,
সে অবধি বসি শাখে,
কলকণ্ঠ নাহি ডাকে,
পাপিয়া তুলেনা তান বিমোহিয়া ত্রিভুবন !

সে অবধি বৃন্দাবনে উঠেনা চাঁদিমা আর,—
পরিয়া কনক ভূষা,
মধুরে হাসেনা ঊষা,
প্রকৃতি সুবধ পারা ঢালে নিতি আঁখিজল।

সে অবধি বৃন্দাবনে ফুটে নাক ফুল আর।
ধরিয়া জলদগলা,
দেখিনা বিজলীঝলা,
সুখময় বৃন্দাবন আজ শুধু অন্ধকার।

মরমে মরিয়া আছে শ্যাম হারা সখাগণ।
গোঠে নাহি যায় আর,
সদা করে হাহাকার,
ধেনুদল তৃণ ছাড়ি আকুল পরাণ মন।

বৃন্দাবনে সেই শোভা নাহি সখে এবে আর।
সবাই মরমে ম'রে,
প'ড়ে আছে ধরা'পরে,
ব্রজ ভরা আছে শুধু আর্ত্তনাদ হাহাকার।

গোঁপী দল নিতি নিতি শ্যাম আশাপথ চায়।
সাজাইয়া কুঞ্জবন,
করে নিশি জাগরণ,
সুখের স্বপন অহো চকিতে ফুরায়ে যায়!
(হেথা কোথা শ্যাম চাঁদ? সে যে রাজা মথুরায়)

প্রথম দর্শন যবে হয়েছিল তার সনে,—
হেরি সরলতা তার,
মুগ্ধ হৃদি গোপিকার,
এমন হইবে পরে তখন বুঝিনি মনে।

তাহ'লে কি পড়িতাম সেরূপ বাগুরা-মাঝ!
তাহ'লে কি তার পায়,
বিকাতেম আপনায়,—
বরজিয়া যমুনায় কুলশীল ভয় লাজ।

জানিনা সে কালরূপে কি যে সুধা আছে হায়!
যতই পিয়িনু সুধা,
ততই বাড়ল ক্ষুধা,
যত পিয়ি তত প্রাণ আরো যে পিয়িতে চায়।

বেদনা পাইত গোপী পথে যেতে শ্যামরায় ॥
বাসনা করিত তারা,
হইয়া আপনা হারা,
তাদের হৃদয় খানি পেতে দিবে এ ধরায়।
(বঁধুয়া চলিবে তাহে মরি মরি রাঙাপায়!)

প'ড়ে আছে শূন্য প্রাণে শ্যামহারা গোপীদল,—
আর কি মাধব আসি,
বাজায়ে মোহন বাঁশী,
গোপীহৃদি মরুভূমে ঢালিবে অমৃত জল?

বলহে বঁধুয়া সখা কেমনে সে শ্যামরায়—
ভুলে গেল বংশীবট,
ভুলিল যমুনা তট,
ভুলে গেল ব্রজাঙ্গনা ভুলে গেল বাপমায়!

অথবা সে ভুলে নাই সদা জাগে হিয়া মাঝে,—
নিতে বুঝি সমাচার,
অবকাশ নাহি তার,
মথুরায় ব্যস্ত বঁধু অবিরত রাজ-কাজে!

বল বল ফিরে বল বঁধুয়ার সমাচার !
ল'য়ে তারি স্মৃতিটুক,
আমরা বেঁধেছি বুক,
শ্যাম ত আছেন ভাল রাজা হয়ে মথুরার !

হুগলি।

নিবেদন।

বল নাথ বল গো আমায়,—
ভাসিয়া নয়ন জলে,
এ দগ্ধ ধরণীতলে,
কতই ঘুরিব আর করি হায় হায়।
এ ক্ষুদ্র মরম মাঝে,
কি বেদনা সদা বাজে,
কেহ ত চাহেনা ফিরে নিঠুর ধরায় !

যারে ভাবি বড় আপনার—
ধরণীর স্বার্থ ভুলে,
দেখাই পরাণ খুলে,

সেত নাহি আঁখি তুলে চাহে একবার।
অমিয়া মাখিয়া মুখে,
গরল রাখিয়া বুকে,
পদাঘাতে সে যে হৃদি ভাঙে অনিবার।

আপনা বিকাতে যারে চাই,—
সে ত নাহি কহে কথা,
বুঝেনা মরম ব্যথা,—
সে যে দূরে স'রে যায় ব'লে "দূর ছাই"।
পতঙ্গ অনলে প্রাণ,
উচ্ছ্বাসেতে করে দান,
অনল যতনে বুকে দেয় তারে ঠাঁই।

কিন্তু নাথ মানবের হায়!
আত্মদানে সমাদর,
করে না নিঠুর নর,
শুধু বুক ভাঙি দেয় তীব্র উপেখায়।
পারি না বহিতে আর,
দুর্ব্বহ জীবন ভার,
শ্লথ এ হৃদয় তন্ত্রী চাহ করুণায়।

শুন নাথ নিবেদি তোমায়!
আত্মদান বিনা প্রাণ,
করিতেছে আন চান,
বল বল আত্মদান দিব কার পায়!
অপূর্ণ মানুব পায়,
নাহি দিব আপনায়,
তোমা বিনা পূর্ণ আর—কে আছে কোথায়!

তাই আজ ডাকি গো তোমায়।
নব নটবর বেশে,
দাঁড়াও নিকটে এসে,
জনমের মত আমি ডুবিব ও পায়!
কোন ধন না চাহিব,
শুধু প্রাণ ঢেলে দিব,
প্রাণনাথ পদে স্থান দিও গো আমায়!

পুরী।

সমাপ্ত।

টেক্স্ট্ বুক্ কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

নারীধর্ম্ম।

মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা, অমিয়গাথা ও ব্রজগাথা

প্রভৃতির কবি

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (সরস্বতী)

প্রণীত ও

কটক, উড়িষ্যা হইতে

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুস্তোফী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৩১১, পৌষ।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্যা

শ্রীযুক্তা কুসুমকামিনী দাসী

জননী দেবীর

শ্রীচরণকমলে

ভক্তিভরে

এই গ্রন্থখানি

হইল।

সেবিকা

নগেন্দ্রবালা।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

সংসারে রমণীগণ প্রেম প্রীতির আকর স্বরূপ। তাঁহাদেরই স্নেহ, মমতা, পবিত্রতায় সংসার শান্তিময়। এইজন্যই হিন্দু সংসারে রমণীগণ দেবীবৎ পূজনীয়া। কিরূপে রমণীগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন পূর্ব্বক নারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সংসারে অমৃত-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারেন, কিরূপে নারী-চরিত্রে প্রকৃত দেবী-চরিত্র প্রতিভাত হইতে পারে এই নারীধর্ম্মে তাহারই আলোচনা করিয়াছি।

গুরুজনবর্গের আদেশ ও আশীর্ব্বচন গ্রহণ করিয়া জনসমাজে নারীধর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। আমার গুরুজনবর্গের বিশ্বাস নারীধর্ম্মানুশীলনে নারীগণ প্রকৃত দেবীত্ব লাভ করিতে পারিবেন। এক্ষণে ভগবৎকৃপায় সমাজে ও নারীজাতির নিকট ইহা আদৃত হইলে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

নগেন্দ্রবালা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আমার গুরুজনবর্গের আদেশ ও আশীর্ব্বচন গ্রহণ পূর্ব্বক এই নারীধর্ম্ম সাধারণ্যে প্রথম প্রচারিত করিয়াছিলাম।

গুণগ্রাহী টেক্সট্‌বুক্‌ কমিটী এই গ্রন্থখানিকে স্কুল লাইব্রেরী ও প্রাইজ্‌ পুস্তকের জন্য অনুমোদন করিয়া এবং বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই গ্রন্থের উপযুক্ত ব্যবহার পূর্ব্বক আমাকে পরম উৎসাহিত করিয়াছেন।

সহৃদয় টেক্সট্‌বুক কমিটীর ও বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের ও জনসাধারণের অনুকম্পায় অতি সত্বর এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত হইল।

এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণের এবং বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইলে নিজের শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কটক,
১১ই ডিসেম্বর ১৯০৪। — নগেন্দ্রবালা।

বিষয়।

সূচী।				পৃষ্ঠা।

নারীধর্ম্ম।

নারীজাতির কর্ত্তব্য।

সংসারে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের উপরেই গুরুতর দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালন করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এ সংসার রঙ্গভূমি নহে, ইহা জীবনের মহা শিক্ষা ও পরীক্ষার স্থল। যথোচিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান দ্বারা শিক্ষা ও পরীক্ষা উভয়ই অনুষ্ঠিত হয়। "রমণী দুর্ব্বলা পরাধীনা, সর্ব্ব বিষয়েই তাহারা পরমুখাপেক্ষী, তাহাদের আবার কি দায়িত্ব থাকিতে পারে, তাহাদের দ্বারা কোনও কর্ত্তব্য সাধিত হইতে পারে না" এরূপ মনে করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। রমণী-জীবনে যদি কোন কর্ত্তব্য না থাকিত, কোন উদ্দেশ্য না থাকিত, তবে মঙ্গলময় পরমেশ্বর কখনই নারী জাতির সৃষ্টি করিতেন না।

মানবধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহাত্মা মনু বলিয়াছেন "স্ত্রিয়েব

স্ত্রী ন সংশয়ঃ”। অর্থাৎ স্ত্রী লক্ষ্মী-স্বরূপা, অতএব নারী-জীবনে কোন গভীর উদ্দেশ্য নাই তাহা কে বলিবে!

অসীম সহিষ্ণুতা, নিঃস্বার্থ ভাব, শ্রমশীলতা, সেবা, পরদুঃখকাতরতা, প্রিয়ম্বদতা, পরিমিত ব্যয়িতা, গৃহকর্ম্মে দক্ষতা, সৌজন্য, অতিথি সৎকার, অভিমান শূন্যতা, কর্ত্তব্য জ্ঞান, ঈশ্বরে প্রীতি ও পরলোকে বিশ্বাস, স্ত্রী জাতির এই পঞ্চদশ গুণ থাকিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। যে রমণীর তাহা নাই সে রমণীর দ্বারা সংসার সুশৃঙ্খল থাকে না, সমাজের কোনরূপ উপকার হয় না, জগতের কোনরূপ কর্ত্তব্য সম্পাদিত হয় না, তিনি রমণী নামের অযোগ্যা। সেরূপ স্ত্রী গ্রহণ করিয়া স্বামীও সুখী হইতে পারেন না এবং তিনি নিজেও কদাচ সুখী হন না, নদীবক্ষে বায়ু বিতাড়িত তৃণকণার ন্যায় কেবল সংসার-তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকেন।

পতিসেবাই রমণীর পরমধর্ম্ম, পতিই রমণীর একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুল্য প্রকুর্ব্বতি॥
বশ্য ভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখ দর্শনা।
অনন্যচিত্তা সুমুখী সানারী ধর্ম্মচারিণী।

মহাভারত। অনুশাসন পর্ব্ব। ১৪৬।৩৭৮৫।

অর্থাৎ যে রমণী একচিত্তে স্বামীর বশীভূতা থাকিয়া দেববৎ স্বামীসেবা করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিকা। পতি পত্নী মধ্যে দাম্পত্য প্রেম জন্মিলে জীবন অতীব শান্তিময় হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে উভয়ের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় সংস্থাপিত হইয়া আজীবন সেই প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা প্রত্যেক দম্পতির কর্ত্তব্য।

অনেককে অনুযোগ করিতে শুনা যায় "আমার ভালবাসা সেবা পূজা স্বামী বুঝেন না, অতএব তাঁহাকে কিরূপে ভালবাসিব" ইহা অতি অর্ব্বাচীনের কথা। মানুষ পাষাণময় বিগ্রহকে ভালবাসে কেন? পাষাণময় বিগ্রহ মানুষের ভালবাসা ভক্তির কি বুঝে! মানুষ কেবল ভগবৎ প্রাপ্তি বাসনায় দেবতাজ্ঞানে পাষাণময় বিগ্রহের সেবা পূজা করিয়া থাকে! পতিই রমণীর দেবতা, পতি ভাল বাসুন বা নাই বাসুন তাহাতে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। মানুষ যে ভাব লইয়া বিগ্রহ সেবা করে, রমণী সেই ভাবাশ্রিত হইয়া পতিসেবা করিবেন। যিনি তাহা পারেন তিনিই ধন্যা; তাঁহার ইহলোক অনন্ত সুখপূর্ণ, পরলোক পবিত্র শান্তিময় হইয়া থাকে। পতি অপ্রিয়াচরণ করিলেও রমণীর কষ্ট হওয়া অবিধেয়। স্বামীর নিষ্ঠুরাচরণও যে রমণী প্রসন্নচিত্তে সহ্য করিয়া থাকেন তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মশীলা।

পতি পত্নী এই সম্বন্ধ অতি পবিত্র, এই নশ্বর জগতে

এরূপ মধুর ও উচ্চ সম্বন্ধ আর কিছুই নাই। পতি পত্নীর দুইটি হৃদয় সমসূত্রে আবদ্ধ না হইলে, দ্বিভাব ঘুচিয়া একীভূত না হইলে সাংসারিক সুখ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে।

সন্তুষ্টো ভার্য্যায়া ভর্ত্তা ভার্য্যাভর্ত্তাতথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রৈব ধ্রুবং॥

মনু। ৩৬।

অর্থাৎ যে সংসারে পতি পত্নীর প্রতি ও পত্নী পতির প্রতি একান্ত ভাবে অনুরক্ত থাকেন,সেই পরিবারে নিত্যই শুভ হয়।

কাশীখণ্ডকার নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"রমণী পতিবাক্য কদাচ লঙ্ঘন করিবে না, ইহাই স্ত্রীলোকের ব্রত, ইহাই পরমধর্ম্ম, এবং ইহাই তাহার দেব পূজা। পতি ক্লীব, দুরবস্থাপন্ন, ব্যাধিযুক্ত, বৃদ্ধ এবং সুস্থ বা দুঃস্থ যাহাই হউন না, স্ত্রী পতিকে একেবারেই লঙ্ঘন করিবেন না। পতি হৃষ্ট হইলে হর্ষে থাকিবেন। পতি বিষণ্ণ হইলে বিষণ্ণা হইয়া থাকিবেন। রমণী সম্পদে বিপদে স্বামীর সম-সুখদুঃখভাগিনী হইবেন। সংসারের কোন জিনিস ব্যয় হইয়া গেলেও পতিব্রতা স্ত্রী পতিকে "নাই" বলিবেন না। এবং নিজের জন্য শ্রমকর কার্য্যে পতিকে নিযুক্ত করিবেন না। তীর্থস্নানাভিলাষিণী নারী পতি পাদোদক পান করিলেই তাঁহার তীর্থ-ফল প্রাপ্তি ঘটিবে। একমাত্র পতি স্ত্রীজাতীর পক্ষে শিব এবং বিষ্ণু অপেক্ষাও

উচ্চ। যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্রতোপবাস নিয়মাদি পালন করেন তিনি পতির আয়ু হরণ করেন; এবং দেহান্তরে নরকগামিনী হয়েন। যে নারী স্বামিকৃত ভৎর্সনায় রাগান্বিতা হইয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে গ্রাম্য কুক্কুরী ও বন্য শৃগালী হন। স্বামীর আহারের পর নিত্য পতিপদ সেবন করিয়া ভোজন করা নারীজাতির কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোক কথনও উচ্চাসনে বসিবেন না, পরগৃহে যাইবেন না, লজ্জাকর বাক্য কদাচ উচ্চারণ করিবেন না, কাহারও অপবাদ ঘোষণা করিবেন না বা কাহারও সহিত কলহ করিবেন না। গুরুজন নিকটে থাকিলে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না, এবং উচ্চ হাস্য করিবেন না, যে রমণী স্বামী কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া স্বামীকে তাড়না করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পরজন্মে ব্যাঘ্রী বা মার্জ্জারী হন। যে নারী পর পুরুষকে কটাক্ষ করেন, তিনি জন্মান্তরে টেরা হন। যে রমণী স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া কেবল আপনি সুখাদ্য ভোজন করেন, তিনি জন্মান্তরে গ্রাম্য শূকরী বা আত্ম বিষ্ঠাভোজী বাল্গু (বাদুড়) পক্ষী হইয়া থাকেন। যে স্ত্রী পতিকে তুই-তোকারি করেন তিনি জন্মান্তরে বোবা হন। যে রমণী সপত্নীর প্রতি সর্ব্বদা দ্বেষ করেন তিনি পুনঃপুনঃ দুর্ভাগা হন। যে স্ত্রী স্বামীর দৃষ্টিশক্তি আবরণ করিয়া পর পুরুষকে দর্শন করেন তিনি জন্মান্তরে কাণা কুমুখী

ও কুৎসিতা হন। যে স্ত্রী পতিকে বহির্ভাগ হইতে আগমন করিতে দেখিয়া প্রয়োজন মত প্রীতি সহকারে সত্বর জল আসন তাম্বুল দান এবং ব্যজন করেন, পরে প্রিয় বাক্য এবং পদ সেবাদি দ্বারা পতিকে প্রীত করেন তিনি ত্রৈলোক্যের প্রীতিকারিণী হয়েন। পিতা পরিমিত সুখ দাতা, পুত্রও পরিমিত সুখ প্রদান করে,আর স্বামী অপরিমিত সুখ প্রদান করেন, নারী তাঁহাকে সর্ব্বদা পূজা করিবেন। স্ত্রীলোকের ভর্ত্তাই দেবতা, ভর্ত্তাই গুরু, ধর্ম্ম, তীর্থ এবং ব্রত। অতএব স্ত্রীলোক অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল পতি অর্চ্চনা করিবেন। যেমন দেহ জীবন-হীন হইলে তৎক্ষণাৎ অশুচি হয়,সেইরূপ ভর্তৃহীনা নারী সুস্নাতা হইলেও সর্ব্বদাই অশুচি। কন্যার বিবাহকালে দ্বিজগণ এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে "পতির জীবন মরণে সহচরী হইবে। ছায়া যেমন দেহের, জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের, সৌদামিনী যেমন জলধরের অনুগামিনী, রমণী তদ্রূপ স্বামীর অনুগামিনী হইবেন।" (কাশীখণ্ড বঙ্গবাসীর অনুবাদ) কাশীখণ্ড হইতে যতদূর উদ্ধৃত হইল তাহাতে পতিই যে রমণীর একমাত্র দেবতা, পতিসেবাই যে রমণীর পরম ধর্ম্ম তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। প্রাচীনা রমণীগণ পতিপরায়ণা ছিলেন তাই আজও তাঁহাদিগের কীর্ত্তিপ্রভা জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। যিনি কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করিবেন তাঁহার স্বর্গ **অক্ষয়।**

প্রকৃত স্ত্রী।

মানব যদি নিজ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া যথোচিত কর্ত্তব্যাচরণ করিত, তাহা হইলে সংসার কত সুখের হইত! নিজ নিজ দায়িত্বানুসারে সকল কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ত দূরের কথা আমাদের উপর যে কিছু দায়িত্ব আছে, আমরা তাহা স্মরণও করি না।

কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যই সুখ দুঃখের ভিত্তি স্বরূপ। অতএব নিজ কর্ত্তব্যানুসারে কার্য্য করিতে না পারিলে সংসার যে দুঃখময় হইবে—"কতদিনে এ পাপ জীবনের অবসান হইবে" বলিয়া মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

সংসারে আমাদের এক একজন নারীর হস্তে আমাদের স্ব স্ব পতির ভার অর্পিত রহিয়াছে, তাঁহাকে সুখী করা ও তাঁহার মঙ্গল সাধন করা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে আর একটি জীবনের ভার লওয়া কি কম দায়িত্ব! আর একজনের সুখ শান্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলা কি সহজ কাজ! কিন্তু সে কার্য্য সহজই হউক আর

দুরূহই হউক, তাহা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং স্বামীর সুখের দিকে, তাঁহার মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে আমরা একান্ত বাধ্য। কিন্তু হায়! আমরা এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি কি? নিশ্চয়ই পারি না। পারিনা বলিয়াই সংসারকে এত দুঃখময় বোধ হয়! যদি আমরা কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইতাম তাহা হইলে আমরা (স্ত্রীজাতি) প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারিতাম। প্রকৃত স্ত্রী হওয়া অপেক্ষা রমণী জীবনে অধিকতর সুখ আর কি আছে? কিন্তু আমরা সে সুখ লাভের জন্য যত্ন করি কৈ! সে সুখের প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতে হইলে, শ্রম, যত্ন, চেষ্টা, সতর্কতা, দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মহার্হগুণগুলি একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ নারী-জীবনে একাধারে এই সমস্ত গুণগুলির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। সীতা সাবিত্রী দেবীগণের পর হইতে এতাবৎ আমরা কয়জন রমণী 'আত্মত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি? স্বামীর প্রতি বহু আকাঙ্ক্ষা রাখিয়াই আমরা স্বামীকে ভাল বাসিয়া থাকি। আমরা স্বামীকে যে স্বার্থ বা প্রেম অর্পণ করি তাহা কেবল প্রতিদানের আশায় মাত্র। কিন্তু যে স্থলে প্রতিদানের আশা বলবতী, সে স্থলে প্রেমের ভিত্তি বড়ই শিথিল। নিঃস্বার্থতা দ্বারাই প্রেমের ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। স্বামীই রমণীর, আরাধ্য দেবতা সুতরাং তাঁহার চরণে স্বার্থ শূন্য প্রেমার্পণ করাই কর্ত্তব্য। স্বর্গের দেবতা

মানব চক্ষুর অতীত কিন্তু স্বামী প্রত্যক্ষ দেবতা। সেই দেবতাকে সর্ব্বদা দেখিয়া অহরহ তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াও যদি তাঁহাকে পবিত্র প্রেমার্পণ করিতে না পারি, তবে আর লোকাতীত প্রেমময় ভগবানকে প্রেমার্পণ করিব কিরূপে? যে রমণী স্বামীকে প্রকৃত ভালবাসা প্রদান করিতে না পারেন, তাঁহার ইহলোক ভীষণ যন্ত্রণা-কর, পরলোক অগ্নিময়।

আপনাকে নিঃস্বার্থ প্রেম-স্রোতে ভাসাইতে পারিলে তবে প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারা যায়।

আমাদের সুখের প্রথম পথ বিবাহ, দ্বিতীয় পথ স্বামী ও স্ত্রীর দায়িত্ব পালন পূর্ব্বক কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করা। বিবাহের পরমুহূর্ত্ত হইতে মানব জীবনে একটি সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। একজন রমণীর উপর একজন পুরুষের সুখ, শান্তি, আশা, ভরসা অর্থাৎ সমস্ত নির্ভর করিতেছে, ইহা কি কথার কথা! যাহাতে স্বামীর সংসার সুশৃঙ্খল থাকে, যাহাতে তাঁহার জীবন উন্নতি লাভ করে, যাহাতে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মঙ্গল সাধিত হয়, স্ত্রীর তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যে রমণী নিজ কর্ত্তব্যাচরণে পরাঙ্মুখ, ঈশ্বর বা অগ্নি সাক্ষী করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদ মন্ত্র পড়াইয়া স্বামী তাঁহাকে গ্রহণ করিলেও তিনি প্রকৃত স্ত্রী নামের যোগ্যা নহেন। প্রকৃত স্ত্রী হইতে হইলে স্বামীকে ভাল বাসিতে হয়। হয়ত অনেক রমণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া

বলিবেন "স্বামীকে ভাল বাসেনা এরূপ রমণী জগতে অতি বিরল"! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, স্বামীকে ভাল বাসেন এরূপ রমণীই জগতে অতি দুর্লভ। স্বামীকে ভাল বাসিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আপনার স্বার্থ বলি দিতে হয়। যদি প্রকৃত স্ত্রী হইতে চাও, তবে যে কার্য্যে তুমি সুখী হও সে কার্য্য যদি তোমার স্বামীর বিন্দুমাত্র বিরক্তি-করা হয় তবে যত্নপূর্ব্বক তাহা পরিহার করিবে। তিনি যাহা ভাল বাসেন তাহা করিবে। যে কার্য্য পতি ভাল বাসেন না তাহা কদাচ করিবে না। সর্ব্বতোভাবে স্বামীর মনোরঞ্জন করিবে। নিজের সুখের দিকে আদৌ লক্ষ্য করিও না, তোমার সুখ শান্তির জন্য তোমার স্বামী দায়ী। সে দিকে তোমার লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কেবল প্রকৃত স্ত্রী হইবার জন্য নিজের কর্ত্তব্যাচরণ করিয়া যাও। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী যেমন আত্মীয় বলিয়া তাঁহাদিগকে ভাল বাসা যায়, স্বামী-কেও তেমনি একজন আত্মীয়মাত্র ভাবিয়া সাধারণতঃ রমণী ভাল বাসিয়া থাকেন। সচরাচর আত্মীয়দিগের সহিত সমান করিয়া স্বামীকে যে ভালবাসা যায়, সে ভাল-বাসাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যাইতে পারে না এবং স্বামীকে সেরূপ ভালবাসা অর্পণ করিয়া স্ত্রী কখনই প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারেন না। যে স্ত্রী স্বামীকে "সর্ব্বস্ব" বলিয়া ভাবিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত স্ত্রী।

স্বামীর সহিত স্ত্রীর চারিটি সম্বন্ধ। এই জন্যই স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে একাধারে ভক্তি, প্রীতি, প্রণয়, প্রেম এই চারিটি ভালবাসা পাইবার অধিকারী। ভালবাসা নানা ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে ঐ চারিটি ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ, আবার এই চারিটী ভালবাসার মধ্যে প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভালবাসা যখন জড়ীয় ভাব বিযুক্ত হয় অর্থাৎ স্বার্থ শূন্য হয়, তখনই তাহা প্রেম নামে অভিহিত হয়। প্রেম সম্বন্ধে হিন্দুরা বলেন "যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।"

কি পুরুষ কি রমণী সকলেই এই ভালবাসা বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত স্থানে অর্পণ করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বামীর সহিত স্ত্রীর চারিটি সম্বন্ধ বশতঃ স্বামী একাই স্ত্রীর নিকট হইতে এই চারি প্রকার ভালবাসা পাইয়া থাকেন।

প্রথমতঃ স্বামীর সহিত স্ত্রীর অংশী সম্বন্ধ, দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী সম্বন্ধ, তৃতীয়তঃ সৌহৃদ্য সম্বন্ধ, চতুর্থতঃ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। এস্থলে অংশী অর্থে যশ, মান, ধন, জ্ঞান, শৌর্য্য, সুখ, শান্তি, প্রীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতির বিভাগ বুঝায়। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া সংসার ক্ষেত্রে ঐ মহার্ঘ দ্রব্যগুলি লাভ করেন এবং পরস্পরে পরস্পরের উপার্জ্জিত অর্থের অংশ দিয়া পরস্পরকে সুখী করেন এই জন্যই স্বামী স্ত্রীতে অংশী সম্বন্ধ।

স্বামী স্ত্রীর একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, তিনি স্ত্রীকে অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা প্রতিপালন করেন, সর্ব্বদা তাঁহাকে নিরাপদে রাখিবার জন্য যত্ন করেন, এই সকল কার্য্যের জন্যই স্বামীর

স্বামিত্ব আছে। স্বামীর ভরণপোষণ দ্বারাই স্ত্রী-জীবন রক্ষিত হয়, এই জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট কৃতজ্ঞ, এই স্বামী সম্বন্ধের জন্যই স্বামী স্ত্রীর ভক্তির অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ সন্তানোৎপাদনের জন্য স্বামীর সহিত স্ত্রীর স্ত্রী-সম্বন্ধ, ঐই সম্বন্ধের জন্যই স্বামী স্ত্রীর প্রীতির অধিকারী। তৃতীয়তঃ সৌহৃদ্য সম্বন্ধ। মঙ্গলের জন্য যিনি সৎপরামর্শ দান করেন, সম্পদে বিপদে যিনি সম হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহাকেই সুহৃদ্ বলা যায়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই ভাবটুকু অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় বলিয়াই স্বামীর সহিত স্ত্রীর সৌহৃদ্য সম্বন্ধ আছে বুঝা যায়। এই সম্বন্ধের জন্যই স্বামী স্ত্রীর প্রণয়-ভাজন। চতুর্থতঃ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ অতি গুরুতর। এই সম্বন্ধ কেবল ইহলোকের জন্য নহে, পরলোকে এই সম্বন্ধ অক্ষুন্ন থাকে। স্বামী স্ত্রীর আত্মায় আত্মায় যে ভালবাসা জড়িত হয় তাহারই নাম আধ্যাত্মিক ভালবাসা বা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ অনন্তকালস্থায়ী। যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই পবিত্র সম্বন্ধের অভাব, তাঁহারা প্রকৃত স্বামী স্ত্রী নহেন। তাঁহারা কেবল পরস্পর পরস্পরের নিকট গৃহের তৈজসাদি বিশেষ। "স্বামী ও আমি ভিন্ন" যত দিন স্ত্রীর হৃদয় হইতে এভাব অন্তর্হিত না হয়, সে পর্য্যন্ত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব থাকে। যখন স্ত্রী বুঝিতে পারেন "স্বামী ও আমি অভিন্ন"—"যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব"

তখনই বুঝিতে হইবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের উদয় হইয়াছে। এই সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলেই স্ত্রী প্রকৃত স্ত্রী নামের যোগ্যা হয়েন, তখনই বিবাহ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই বিবাহই অমৃতময়।

মিশে যাবে দুটি প্রাণ যমুনা জাহ্নবী পারা
সেইত বিবাহ তাহে ঝরিবে অমৃতধারা।

নবীন বাবুর কুরুক্ষেত্র।

দেহের নাশ আছে কিন্তু আত্মার নাশ নাই, সুতরাং আত্মায় আত্মায় ভালবাসার জন্য যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ উদিত হয় তাহা অনন্তকাল স্থায়ী। এই সম্বন্ধ অতি পবিত্র। এই সম্বন্ধের জন্যই স্বামী স্ত্রীর পূজনীয়, দেবতা স্বরূপ ও স্বর্গীয় নিঃস্বার্থ প্রেমের অধিকারী। এইরূপ স্ত্রীরত্ন যাঁহার ভাগ্যে ঘটে তিনি ধন্য এবং এইরূপ রমণীকে অঙ্কে লইয়া বসুমতী ধন্যা।

প্রকৃত স্ত্রীর আসন অতি উচ্চে। রমণী-কুলশিরোমণি সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি দেবীগণ প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আজও তাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয়া। তাঁহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু অতুল কীর্ত্তি তাঁহাদিগকে চির অমর করিয়া রাখিয়াছে এবং যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে তত দিন তাঁহাদের পবিত্র নাম ভারতকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

আর্য্য মহিলাদিগের সেই পতি-প্রেম মিশ্রিত তেজস্বিতা

একবার স্মরণ করিয়া দেখ, প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিবে, দেবী বলিয়া তাঁহাদিগের চরণে লুণ্ঠিতা হইতে বাসনা হইবে। জগতে প্রকৃত স্ত্রীই দেবী। আইস ভগিনীগণ! আমরাও তাঁহাদের আসনে স্থান লাভ করিয়া জীবন কৃতার্থ করিতে চেষ্টা করি।

রমণীকুলরত্ন মীরা বাই

"মেরে গিরিধারী গোপাল দোসর না কোই,
যাকে মাথ ময়ূর মুকুট পতি মেরা সোই"।

অর্থাৎ গিরিধারী (শ্রীকৃষ্ণ) আমার পতি, আমার অন্য দোসর নাই, বলিয়া তৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। অপ্রত্যক্ষ ভগবৎ পদে মানুষ আত্ম সমর্পণ করিতে পারে, আর আমরা এতই দুর্ব্বল যে, প্রত্যক্ষ দেবতা পতিপদে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিব না! যদি তাহাই না পারি তবে আর বৃথা জীবন বহিয়া ফল কি! যিনি নিজ স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা ঢালিয়া দিতে না পারেন, তিনি কখনও জগৎকে ভালবাসিতে পারেন না, তাঁহার হৃদয় বড়ই সঙ্কীর্ণ। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই অতএব দৃঢ় বিশ্বাসসহ মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইলে কালে আমরাও প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারিব।

পতির আত্মীয়গণও পত্নীর আত্মীয় বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং পতির পিতামাতাকে স্বীয় পিতামাতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন অনেক

স্থলে[illegible] ভাব অন্তর্হিত হইতেছে। কৌশল্যা ও সীতা দেবীর ন্যায় আদর্শ শাশুড়ী বধূর উজ্জ্বল চিত্র জগতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধুনা শাশুড়ী বধুর মন মালিন্যে অনেক একান্নবর্ত্তী পরিবারকে ছারখার হইতে দেখা যাইতেছে। এস্থলে এক পক্ষ বিচারক শাশুড়ীদিগের ও অপর পক্ষ বধূদিগের স্কন্ধে দোষভার ন্যস্ত করেন। সুতরাং প্রকৃত দোষ কাহার তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এ সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের মতামত প্রকাশ না করিয়া একটি প্রবাদ বচন দ্বারা এই বিষয় আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে যে সকল প্রবাদ বচন সৃষ্ট হইয়াছে তাহা সারভিত্তি হীন নহে। কারণ অমূলক কথা অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

শাশুড়ী বধূ সম্বন্ধে সে প্রবাদ বচনটি এই,—

"বৌ ভাঙলেন সরা গেল পাড়া পড়া,
গিন্নি ভাঙলেন নাদা ও কিছু নয় দাদা"।

অর্থাৎ বধূর ক্ষুদ্র দোষ টুকুও প্রকাণ্ডাকার ধারণ করিয়া পল্লিতে পল্লিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। গিন্নির প্রকাণ্ড দোষটুকু ঘরের বাহিরও হয় না।

এই প্রবাদ বচনটিতেই শাশুড়ীর স্বার্থপরতা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত। হিন্দু সমাজে বিবাহের কিছুদিন পর হইতেই রমণীগণ শশুরালয়ে বাস করিতে আরম্ভ করেন। অধি-

কাংশ স্থলেই তখন রমণীদিগের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ অতিক্রম করে না, তখন তাহারা বালিকা মাত্র, কর্ত্তব্যের কি বুঝে! জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাগুলি পর্য্যন্ত শেষ হইতে না হইতে তাহারা শ্বশুরালয়ে গমন করে, এমতে শ্বশুরালয়ে সৎশিক্ষা লাভ না করিলে আর তাহাদের শিক্ষার স্থল কোথায়? কিন্তু শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক এই সময় হইতে শ্বাশুড়ী, বধূদিগের কার্য্যকলাপ লইয়া "খুটিনাটি" আরম্ভ করেন এবং প্রকাশ্য ভাবে একটি বধূর প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া অন্যের হৃদয়ে হিংসারূপ দাবানল জ্বালিয়া দেন। ইহা হইতেই ভ্রাতৃবিরোধ আরম্ভ হইয়া ক্রমে সোণার সংসার ভস্মীভূত হইয়া যায়। যাহাতে সংসারে কোনরূপ বিরোধ না ঘটে ও কোনরূপ অশান্তি উদ্রেক না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টিরাখা গৃহকর্ত্রীর একান্ত আবশ্যক। ফল কথা গৃহকর্ত্রী উদারচিত্ত ও সমদর্শী না হইলে সংসারে অনিষ্টের আশঙ্কাই অধিক। প্রবাদবচনেও আছে "গিন্নির পাপে গৃহস্থ নষ্ট"। অতএব গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হওয়াই প্রয়োজন। নাবিক শক্ত হইলে তরণী জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা যেমন কম, তদ্রূপ গৃহিণী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইলে সংসারে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না।

বনের পাখী ধরিয়া আনিলে আগে তাহাকে আদর ও যত্নসহ লালনপালন করিতে হয়, পরে সে পোষ মানে। একটি অপরিচিতা অবোধ অপোগণ্ড বালিকাকে তাহার

আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গৃহে লইয়া আসিয়া সমুচিত আদর যত্ন না করিলে সে বশীভূতা হইবে কেন? অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। প্রাচীন কালে স্ত্রীশিক্ষা ছিল না ইহাই অনেকের ধারণা, কিন্তু প্রাচীনকালে স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষরূপ প্রচলন ছিল। প্রাচীনা রমণীগণ কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সমরপ্রাঙ্গনে, কি সংসার ধর্ম্মে সকল স্থলেই আবশ্যকমত নিজ নিজ কার্য্যদক্ষতা ও রমণী হৃদয়ের স্বর্গীয় ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেন। ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাহা প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে।

মধ্যে কিছুকাল স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন ছিল না, স্ত্রীজাতি সমাজের নিকট মনুষ্য হইতে নগণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাই তাহাদের সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়াছে। শিক্ষা ব্যতীত জীবন গঠিত হয় না, বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পায় না, নির্ব্বোধ ব্যক্তি প্রতি পদক্ষেপে বিষম অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে এবং অশিক্ষিত নির্ব্বোধ ব্যক্তি দ্বারাই সমাজের অধিকতর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষ সকলেরই আপন আপন কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগী শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন। মধ্য সময়ের লোক তাহা বুঝিতেন না, সুতরাং ঐ সময় হইতে বধূদিগের প্রতি শাশুড়ীদিগের অযথা অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে।

গত বিষয়ের জন্য শোচনা বৃথা, সুতরাং যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে; এখনও স্ত্রীজাতি শিক্ষালাভ করিলে

সাংসারিক বিশৃঙ্খলা তিরোহিত হইয়া সংসারে শান্তির আলোক দেখা দিতে পারে। রমণী জননী জাতি, অতএব তাহাদিগের উদারচিত্তে জগতে প্রেমার্পণ করা অর্থাৎ সকলের প্রতি সম স্নেহ দান করা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিগণই আত্মপর বাছাবাছি করিয়া থাকে, উদারচিত্ত ব্যক্তিগণ বিশাল বিশ্বে আপনাকে অর্পণ করিয়া জগতের হিতসাধনে নিযুক্ত হয়েন। যিনি বিশ্ব সেবারূপ মহাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারই হৃদয়খানি প্রকৃত স্বর্গ। এই সকল অমূল্য গুণ রাশিতে ভূষিতা হইতে চেষ্টা করা রমণী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যিনি সর্ব্বগুণান্বিতা, তিনিই প্রকৃত বা সাধ্বী স্ত্রী, সাধ্বী স্ত্রীর লক্ষণ শাস্ত্র এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুল্যং প্রকুর্ব্বতি॥
বশ্যা ভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা।"

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৬—৬৭৮৫।

অর্থাৎ যে স্ত্রী স্বামীর অনুগত থাকিয়া দেববৎ স্বামী সেবা করিয়া সুখলাভ করেন তিনিই সাধ্বী স্ত্রী। আবার,—

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা
সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী।

মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

অর্থাৎ যিনি গৃহ কার্য্যে নিপুণা, পুত্রবতী এবং যাঁহার হৃদয়, বাক্য ও কার্য্য সকল পবিত্র ও যিনি পতির আজ্ঞাধীনা তিনিই প্রকৃত স্ত্রী। আমরা যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিতেছিনা বলিয়াই আমাদের এখন এত অধঃপতন ঘটিতেছে। নশ্বর জীবন কয় দিনের জন্য! সৎকীর্ত্তিই প্রকৃত জীবন। তোমরা সকলে একাগ্র চিত্ত হইয়া প্রকৃত স্ত্রী হইতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে তোমরাও প্রকৃত হিন্দুরমণী হইবে, নারীধর্ম্ম রক্ষা হইবে। ভারত আবার সীতা সাবিত্রীর ছবি অঙ্কে লইয়া ধন্য হইবে।

সাধারণ শিক্ষা।

অধুনা শিক্ষিত ও শিক্ষিতাগণের মধ্যে কার্য্যকলাপ ধরণ-ধারণ দেখিয়া স্ত্রী কি পুরুষ হঠাৎ তাহা স্থির করা যায় না। কোন বিদুষীর নাম চারুশীলাদাসী তিনি লিখিলেন "শ্রীচারুবসু" প্রথমেই ত নাম লইয়াই এই এক মহাবিভ্রাট। বস্তুতঃ রমণীর রমণী থাকাই কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ মহিলাগণ "দেবী" শূদ্রে "দাসী" বহুদিন হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে "মুখোপাধ্যায়" "বসু" প্রভৃতি পুরুষোচিত উপাধি ব্যবহার বড়ই শ্রুতি কটু বোধ হয়। দেশের রীতি নীতি রক্ষা করিয়া চলাই উচিত।

রমণীগণ বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া চেন্ ঝুলাইয়া রাজসরকারে চাকরী করিলেই যে উন্নতির চূড়ান্ত হইল; এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ নাই। বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় আধুনিক রমণীগণ উন্নতি অপেক্ষা অবনতি প্রাপ্ত হইতেছেন অধিক। প্রাচীন কালেও ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ছিল, খনা, গার্গী, মৈত্রেয়ী

প্রভৃতি মহিলাগণ আধুনিক রমণীদিগকে দর্প করিয়া দেখাইবার সামগ্রী। আধুনিক স্ত্রী শিক্ষার নামে হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে থাকে, তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী দেখিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। রমণীদিগের কমনীয় চরিত্রে যাহাতে পুরুষের কঠোর চরিত্রের ছায়াপাত না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টিরাখা রমণীর এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষীয়-দিগের কর্ত্তব্য।

শিক্ষাই চরিত্র গঠনের প্রধান উপাদান। বাল্যেই জীবনের সমস্ত শিক্ষা শেষ হয় না, জগৎ মহাশিক্ষার স্থল, আজীবন কালই শিক্ষালাভের জন্য যত্ন করা উচিত। শিক্ষা প্রতি মনুষ্যের নিকটই এমন কি পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর নিকট অশীতিপর বৃদ্ধেরও অনেক শিখিবার আছে, শুধু তাহাই কেন ইতর প্রাণীর নিকটও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। বস্তুতঃ জগৎ গুরুময়। একটা চলিত কথায় আছে,—

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পার লুকান রতন"।

ইহার তাৎপর্য্যার্থএই যে কাহাকেও ঘৃণা করিতে নাই, প্রতি বস্তুর অভ্যন্তরেই কোন না কোন গুণ আছে। চেষ্টা করিলেই তাহার সারবত্তা গ্রহণ করিতে পারা যায়। মানুষ মানুষের মত হইলে প্রতিপদে শিক্ষালাভ করিতে পারে।

অহঙ্কারের মত মন্দ আর কিছু নাই, অতএব কাল সর্প জ্ঞানে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। শ্রীভগবান্ অসীম

দয়াল, তাঁহার কৃপাতেই জগৎ এত সুন্দর, তিনিই অসীম কৃপায় শিশু জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। তরুতে মধুর ফল, সরোবরে শীতল জল, তাঁহারই করুণার পরিচয়। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের শীতল সান্ধ্য বায়ু তাঁহারই কৃপা-কণা। মানবের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনিই সততই ব্যস্ত কিন্তু এহেন দয়াল ভগবান্‌ও অহঙ্কারীকে ভাল বাসেন না। ভক্তিভরে ভগবান্‌কে ডাকিতে পারিলেই তাঁহার কৃপা লাভ হয় কিন্তু অহঙ্কারী ব্যক্তি কদাচ তাঁহার কৃপা পাত্র হইতে পারে না। অহ-ঙ্কারীকে ইহলোকে সকলে ঘৃণা ও পরলোকে ভগবান্ উপেক্ষা করেন। অতএব অহঙ্কারের ছায়া মাত্র যাহাতে স্পর্শ না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

বিবাহিতা রমণীর স্বামীই উপযুক্ত শিক্ষাগুরু, কেননা বিবাহিতা রমণীগণের স্বামীই সর্ব্বস্ব, বিশেষতঃ যাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসা যায়, তাঁহার উপদেশ সকল মধুর হইতেও মধুর বোধ হয়; সুতরাং তাহা হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যায়, এই জন্যই স্বামীর উপদেশ অধিক কার্য্যকর। তবে গৃহস্থালি বিষয়ে পুরুষদিগের বড় অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে যে সকল শিক্ষা আবশ্যক, তাহা অন্যত্রে অর্থাৎ মাতা, শ্বশ্রূ, যাতা প্রভৃতির নিকট শিক্ষণীয়। রমণীগণ সংসারিক শিক্ষালাভ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিলে সংসার বড়ই শান্তিপ্রদ হয়।

রন্ধন গৃহস্থালির একটি প্রধান কার্য্য। অনেক শিক্ষিতা রমণী এই প্রয়োজনীয় কার্য্যটিকে দরিদ্রোপযোগী ঘৃণ্য কার্য্য বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন; এক দিন পাচকের অসুখ হইলে তাঁহাদের মস্তক ঘুরিয়া যায়, এমন কি সে দিন আর তাঁহাদের অন্নাহার ঘটিয়া উঠে না। এরূপ বিবেচনা ভাল নহে। রন্ধন কেবলমাত্র দরিদ্রের কার্য্য নহে উহা হিন্দুরমণী মাত্রেরই কার্য্য। রাজপত্নী দ্রৌপদী দেবী এবং মহারাজ রামচন্দ্র-পত্নী সীতাদেবীও নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী,পুত্র, অতিথি ও অভ্যাগত প্রভৃতি প্রিয়জনকে ভোজন করাইতেন। নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া প্রিয়জনকে ভোজন করাইয়া, বড়ই আনন্দ পাওয়া যায় এবং সংসারেও আয় দেখে। বিশেষতঃ আহারের সহিত শরীরের সংস্রব অতি নিকট। সাধারণতঃ রাঁধুনীগণ কুচরিত্র এবং তাহার ফলে নানারূপ পীড়াযুক্ত হইয়া থাকে এমতে তাহাদিগের হস্তে অন্নাহারে অন্নভোজীকে সংস্রব দোষে দূষিত হইতে হয়। অতএব রাঁধুনীর হস্তে আহার যথা সম্ভব পরিত্যাগ করাই বিধি। এমন কি মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা এবং ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের হস্তপাকও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। তবে যে সকল ধনী গৃহিণীরা রন্ধন কার্য্যে একান্তই অপারগ, তাঁহাদের পক্ষে নিকটস্থ কোন সচ্চরিত্র আত্মীয় অথবা চরিত্রবান্ ব্যক্তি অন্বেষণ পূর্ব্বক রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

সংসার পর্য্যবেক্ষণ রমণীদিগের অন্যতম কর্ত্তব্য কার্য্য। আমাদের স্বামী পুত্র প্রতিনিয়ত আমাদের সুখের জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা আমাদের জন্য প্রতিনিয়ত খাটিবেন, এমন কি তাঁহাদের অবর্ত্তমানেও যাহাতে আমরা ক্লেশ না পাই তাঁহারা সে ব্যবস্থাও করিবেন। আর আমরা তাঁহাদের সংসারের শুভাশুভ চাহিয়া দেখিব না, কেবল চেয়ারে বসিয়া নভেল পাঠ করিব ইহাই কি সঙ্গত! দরিদ্র হইতে ধরণীশ্বরের গৃহিণীর পর্য্যন্ত স্বীয় সংসার পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ধনী, দশজন ঝি চাকর রাখিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের সেই সকল দাসদাসী উঠাইয়া নিজ হস্তে সকল কার্য্য করিতে হইবে আমরা এমন কথা বলিতেছি না, তবে আপন চক্ষে সংসার পর্য্যবেক্ষণ সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য! যাঁহারা সংসারের দিকে চাহিয়া দেখেন না কেবল অসার কার্য্যে দিনাতিপাত করেন তাঁহারা কেবল নিজ অকর্ম্মণ্যতারই পরিচয় প্রদান করেন। স্বামীর সংসার যাহাতে সুশৃঙ্খল থাকে রমণী সর্ব্বদা সে বিষয়ে যত্ন করিবেন।

স্বামী অথবা সংসারে অপর কেহ কোনরূপ অপব্যয় করিলে অবসর বুঝিয়া মধুর উপদেশ বাক্যে তাঁহাকে তদ্‌বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা রমণীর উচিত।

হঠাৎ কোন কার্য্য করিবে না, যখন যে কোন কার্য্য

করিবে পরামর্শ লইয়া করিবে। প্রতি কার্য্যে স্বামী সহ একমত হওয়াই রমণীর উচিত।

স্বামীকে কদাচ অবহেলা করিবেনা, দাসীবৎ স্বামিসেবা করিবে। রমণী পর পুরুষের সহিত অধিক অথবা নির্জ্জনে কথা কহিবে না। কোন পুরুষের সহিত কথা কহিবার আবশ্যক হইলে নিজ স্বামীর অথবা যাঁহার সহিত কথা কহিবেন তাঁহার স্ত্রীর সম্মুখে কহিবেন। ইহাতে সাধারণে নিলর্জ্জা বলিলেও ধর্ম্মসঙ্গত ও নিরাপদ।

আমাদের দেশে অশিক্ষিত রমণীগণের মধ্যে স্বামী বশীকরণের কতকগুলি অবৈধ উপায় (তুক গুণ) প্রচলিত আছে। ভগিনিগণ! তোমাদিগকে বিনীত নিবেদন, কদাচ তাহার সাহায্যে স্বামী বশীভূত করিতে যাইও না। এই শ্রেণীর পিশাচী রমণীগণের অত্যাচারে কত নিরীহ সদ্‌গুণসম্পন্ন যুবক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, কেহবা ক্ষিপ্ত অথবা কোন কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া ইহ জীবনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছেন। তাই বলি ভ্রমেও যেন কাহারও এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি না হয়। স্বামী বশীকরণের একমাত্র সদুপায় স্বামীর মনের মত হওয়া। তুমি যদি নিজের সুখ ঐশ্বর্য্য অলঙ্কার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া স্বামীকে ভালবাসিতে থাক, কেবলমাত্র স্বামীর সুখান্বেষণে নিযুক্ত হও তবে তিনিও তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবেন না, ইহা অতি সত্য কথা। তক্ত

শুকাইলেও আশ্রিতা জড়িতা লতিকাকে কদাচ পরিত্যাগ করেনা। ছায়া যেমন কায়ার, জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের অনুবর্ত্তিনী, রমণীর তদ্রূপ পতির অনুবর্ত্তিনী হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক রমণীরই দাম্পত্য প্রণয় লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। পতি পত্নী মধ্যে যে প্রগাঢ় ভালবাসা সঞ্চারিত হয় তাহারই নাম দাম্পত্য প্রণয়

দাম্পত্য প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তি স্ত্রীর সতীত্ব। সতীত্ব ব্যতীত দাম্পত্য প্রেমের অবস্থিতি আকাশ কুসুমবৎ অলীক। বাল্য বিবাহই সতীত্ব রক্ষার সুদৃঢ় দুর্গ। একটু নিবিষ্ট মনে যে কেহ ভাবিয়া দেখিবেন তিনিই এই যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাল্য-বিবাহ যেমন স্ত্রী চরিত্র রক্ষার সুদৃঢ় দুর্গ, সেইরূপ পুরুষ চরিত্রের পক্ষেও আয়স বর্ম্ম স্বরূপ। বাল্য বিবাহ দাম্পত্য প্রেমের বিশেষ অনুকূল। ভারতে বাল্য বিবাহ বহু প্রচলিত এবং ভারতের দাম্পত্য প্রণয়ও অতুলনীয়। মহর্ষি বাল্মিকীর রামায়ণে তাহা সুবর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান। সীতাদেবীর অগাধ পতিপ্রাণতাই বাল্য বিবাহের অমৃতময় ফল।

দম্পতীর মধ্যে দাম্পত্য প্রেম সংস্থাপিত হইলে উভয়ে দুই দেহ সত্বেও এক হইয়া যান। বাস্তবিক স্ত্রী বা পুরুষ স্বতঃ কেহই সম্পূর্ণ নহেন, উভয়ে উভয়ের অংশ মাত্র। একটি তেজ, অপরটি শক্তি, একটি আকর্ষণ, অপরটি

প্রতিক্ষেপণ, একটি কঠিন, অপরটি কোমল। উভয়ের মিলনেই সম্পূর্ণতা জন্মে। এইজন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"যাবন্নবিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্"।

অর্থাৎ অবিবাহিত কাল পর্য্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধেক থাকেন।

যখন দ্বৈত ভাব ঘুচিয়া অদ্বৈত ভাবে পরিণত হয়, তখন সমস্ত জগত সুখময় হয়। সংসারে তাবৎ রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, জ্বালা, যন্ত্রণা দূর হইয়া যায়। ইহার অনুপম গুণে ধার্ম্মিকের ধর্ম্মানুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, বীরের বীরত্ব শতগুণে উদ্দীপ্ত হয়, বিদ্বানের বিদ্যাবত্তা শতগুণে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। রামসীতা, হরপার্ব্বতী, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী সত্যবান প্রভৃতি দেবদেবীগণ দাম্পত্য প্রেমের পূর্ণ আদর্শ। কিসের বলে সুকোমল কায়া অসূর্য্যম্পশ্যা রাজকন্যাগণ হিংস্র জন্তু সমাকুল দুর্গম অরণ্যে স্ব স্ব পতির অনুগমন করিয়াছিলেন? কিসের জন্য মহাদেব সতীর মৃতদেহ বক্ষে লইয়া উন্মত্ত ভাবে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন! ইহার একমাত্র উত্তর দাম্পত্য প্রেম। প্রণয় মুখের কথা নহে, প্রণয় হৃদয়ের বস্তু। প্রণয় সহজলভ্য তুচ্ছ পদার্থ নহে, নিত্যসিদ্ধ মহার্হরত্ন। প্রণয় বালকের ক্রীড়ক নহে, মুখের বাচালতা নহে, পরম পবিত্র পদার্থ। অনেকে ইন্দ্রিয়াসক্তির সহিত প্রেমকে সমান ভাবিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি জগতে ঘৃণার পাত্র, প্রেমিক সংসারের চিরপূজ্য। ইন্দ্রিয়-

সেবিগণ অন্যের নিকট হইতে নিজে সুখ চাহেন, প্রেমিক নিজ সুখের দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া নিজের দ্বারা অন্যকে সুখী করিতে চাহেন। কাম ও প্রেমের ইহাই পার্থক্য, ইহাই প্রেমের মাহাত্ম্য।

"কাম আর প্রেম হয় বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"

যাহারা প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তি আদৌ দেখিতে পায় নাই, তাদৃশ অন্ধেরাই প্রেমকে ইন্দ্রিয়াসক্তির সহিত তুল্য জ্ঞান করে। বাস্তবিক প্রণয় মহাযজ্ঞ, স্বার্থ ইহার পূর্ণাহুতি, প্রণয় লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিজ স্বার্থ বলি দিতে হয়। স্বার্থপর কখনও সুখী হয় না। স্বার্থ ত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ ভরিয়া স্বামীকে ভাল বাসিতে পারিলেই প্রণয়লাভ হয়। অবিশ্বাস অভিমান প্রণয়ের মহাশত্রু। অবিশ্বাস হইতে অভিমান, অভিমান হইতে বিনাশ ঘটে। সংসারে পরদ্বেষী দুরাত্মা অনেক, পরের ভাল অনেকের চক্ষুশূল। এই শ্রেণীর জীব অনেক শান্তিময় সংসারে অশান্তির ব্যাত্যা প্রবাহিত করিয়া সুখের দীপ নির্ব্বাপিত করিয়াছে। অবিশ্বাসের ইন্ধনে অভিমানের যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে তাহা আর নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এই অগ্নিতেই গোবিন্দলাল ও ভ্রমর * পুড়িয়া মরিয়াছিলেন। যাহাকে

* শ্রদ্ধেয় ৺ বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল দ্রষ্টব্য।

প্রাণ দিয়াছি তাহাকে আবার অবিশ্বাস কি? সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা অবলম্বন পুর্ব্বক, স্বার্থ, অবিশ্বাস পরিহার করিয়া অবিচলিত চিত্তে প্রেমসাধনায় তৎপর হইলে তবেই দাম্পত্য প্রেম লাভ হয়।

প্রণয়ের আর একটি মহান্ শত্রু বিরহ। সাধারণতঃ অনেকে এই বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন যে, ভালবাসা একবার উৎপন্ন হইলে শতবৎসরের বিচ্ছেদেও তাহার কণামাত্র অপচয় হয় না। অবশ্য নাটক উপন্যাসাদি গ্রন্থে এরূপ প্রগাঢ় অমানুষিক প্রণয়ের কথা পাঠ করা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জগৎ কল্পনার রাজ্য নহে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে কেবল দীর্ঘ বিরহে অনেক দম্পতীর মধ্যে অশান্তি আবির্ভাব হইয়া প্রেমবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। মহাত্মা ৺ বঙ্কিম বাবু বলিয়া গিয়াছেন "প্রেম বন্ধন দৃঢ় করিবে ত সূতা ছোট করিও"। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে অধিক দিন পতির সহিত বিচ্ছিন্ন থাকিবে না। হিন্দু শাস্ত্রকারও বলিয়াছেন,—

"পানং দুর্জ্জনঃ পত্যাচ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্য গেহবাসশ্চ নারী সংদূষনানিষ্ট" ॥

অর্থাৎ মদ্যপান, দুর্জ্জন সংসর্গ, পতির সহিত বিরহ, যথেচ্ছ ভ্রমণ, দিবা নিদ্রা ও পরগৃহে বাস স্ত্রীলোকের এই ছয়টি দোষ বিপজ্জনক। বস্তুতঃ ইহা হইতে দাম্পত্য প্রেম বন্ধন ছিন্ন হইয়া পড়ে। প্রণয় বন্ধন দৃঢ় থাকিলে

তাহার মধ্যে কাহারও পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। যদিইবা ভাগ্যদোষে প্রণয় বন্ধনের শিথিলতা বা দুর্ব্বলতা বশতঃ কোন স্বামীর পদস্খলন হয়, যাহাতে তাঁহাদের সেই বন্ধন সুদৃঢ় হয় স্ত্রীর সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত।

স্বামী বিপথগামী হইলে স্ত্রী তাঁহাকে সৎপথে আনয়ন করিবেন; যেহেতু মনু বলিয়াছেন স্ত্রী স্বামীর হিতকরী সখী। যথা,—

"ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিত কর্ম্মসু
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।"

অর্থাৎ ছায়া যেমন কায়ার, নারী তদ্রূপ স্বামীর অনুগামিনী হইবেন ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিত কর্ম্মসাধিকা হইবেন ও পবিত্র থাকিবেন এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিয়া গৃহকার্য্যে সুদক্ষ হইবেন। যিনি এই নীতি পালন করিতে পারেন তাঁহারই নারীধর্ম্ম অক্ষত থাকে।

অনেককে অনুযোগ ও আক্ষেপ করিতে শুনা যায়, তাঁহাদের স্ত্রী বা স্বামী সুন্দর নহেন, সুতরাং তাঁহাকে ভাল বাসিবেন কিরূপে! যদি তাঁহাদের স্ত্রী বা স্বামী সুন্দর হইতেন তবে ভাল বাসিতে পারিতেন। ইহা অতি অর্ব্বাচীনের যুক্তি। ভালবাসা নির্ম্মল পদার্থ, রূপের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, রূপ ইন্দ্রিয়াসক্তের উপাস্য হইতে পারে, প্রেমিকের উপাস্য কখনই নহে। মানুষও রূপ অপেক্ষা গুণেরই অধিক পক্ষপাতী। নানাবর্ণ বৈচিত্রময় বিবিধ

পক্ষী থাকিতে কাল কোকিলের এত আদর কেন? কি ভারতবর্ষ কি সুদূর য়ুরোপ ও আমেরিকা খণ্ড সর্ব্বত্রেই কাল কোকিলের আদর!

মাকালফল দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু কে তাহাকে স্পর্শ করে! পলাশ বা শিমুল ফুল দেখিতে কত জমকাল কিন্তু ক্ষুদ্র চামেলী বেলীর কত আদর! তাই বলি কাল হইলেই কি মন্দ হয়! গুণ থাকিলেই হইল। বিখ্যাত দার্শনিক ঔপন্যাসিক মহাত্মা ৺ বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণকান্তের উইল" তাঁহার নিজের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস, সেই উপন্যাসের নায়িকা "ভ্রমর"কে তিনি আদর্শ রমণী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সেই "ভ্রমর" কাল। কাল হইলেই মন্দ হয় না! আর দৈহিক সৌন্দর্য্যইবা কয়দিন স্থায়ী! রূপের মোহ দুই দিনের জন্য মানবচিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে, কিন্তু গুণডোরে মানব আমরণ আবদ্ধ থাকে। "কল্পান্ত স্থায়িনো গুণাঃ"। গুণ অবিনাশী, অতএব রূপের দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া সর্ব্বদাই সকলের গুণানুশীলন করিতে চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টার ফল অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষালাভের ইচ্ছা থাকিলেই মানুষ শিখিতে পারে, এবং তাহার অনুশীলন করিলেই মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। অতএব সৎ শিক্ষালাভের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত।

আর একটি কথা গুণীর সম্মান অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু

স্বামী গুণহীন হইলেও তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করাই কর্ত্তব্য। স্বামী স্বগুণ বা নির্গুণ যাহাই হউন না কেন, স্ত্রীর নিকট তিনিই স্বতঃই পূজ্যপাত্র।

রমণী কদাচ উদ্ধত হইবে না। বিনয়শালিনী হওয়া রমণীজাতির কর্ত্তব্য। চঞ্চলতা রমণীজাতির একান্ত পরিত্যজ্য,কেননা চঞ্চলা রমণী পবিত্র চরিত্রা হইলেও সাধারণে তাঁহাকে অপবিত্রা বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। লজ্জাহীনা রমণী সমাজের নিন্দনীয়া, অতএব রমণীগণ নারীসুলভ লজ্জা রক্ষা করিতে যেন সর্ব্বদা যত্নবতী হন।

আমাদের দেশে ভগিনীপতি, ননন্দা, দেবর প্রভৃতি সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের সহিত যুবতী রমণীগণও স্বচ্ছন্দে হাস্য পরিহাস করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে তাঁহাদের বীভৎস রসালাপ শ্রবণে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হয়।

আমার বিবেচনায় উহাঁরা সকলেই ভ্রাতৃস্থানীয়, যে স্থলে ভ্রাতৃসম্বন্ধ সেস্থলে রসিকতা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। পরস্ত্রী ও পরপুরুষের রসালাপ এবং নিভৃতে অবস্থান অতীব নিন্দনীয় এবং ঘৃতকুম্ভ ও অগ্নি একত্র হইলে যেরূপ বিপদ ঘটে, পরপুরুষ ও পরস্ত্রীর নিভৃতে অবস্থানও তদ্রূপ বিপজ্জনক। অতএব এ সম্বন্ধে স্ত্রী ও পুরুষের উভয়েরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

বালিকা বয়স হইতে শ্বশুরালয়ে বাস করা রমণীদিগের কর্ত্তব্য। অধিক দিবস পিত্রালয়ে বাস করিলে রমণী

দিগের চরিত্র বিকৃত হইয়া পড়ে। রমণীসুলভ লজ্জাটুকু বিদূরিত হইয়া চাঞ্চল্য আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। সেইখানেই তাহাদের গাঢ় আকর্ষণ হয়, শ্বশুরালয় "পর পর" বোধ হয়। এমন কি পিত্রালয়োচিত স্বাধীনতাটুকু হারাইয়া পরিশেষে শ্বশুরালয়ে অভিভাবকদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া বাস করা দুরূহ হইয়া পড়ে।

বিবাহের অব্যবহিত কাল হইতে শ্বশুরালয়ে বাস করিতে পারিলে সেইখানেই প্রাণের টান পড়ে। যা, ননদ প্রভৃতির সহিত মনের অনৈক্য থাকিলেও বাল্যকাল হইতে একত্র বাস বশতঃ মনের সেই অনৈক্য ক্রমে সংশোধিত হইয়া সহোদরা ভগিনীবৎ স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুখে ঘর সংসার করিতে পারে। তাহাতে সংসারও শান্তিপ্রদ হয়।

শ্বশুর শাশুড়ীদিগকে পিতামাতা জ্ঞানে ভালবাসা ও ভক্তি করা প্রয়োজন। যদি অদৃষ্টবশতঃ কোন ধনী-কন্যা দরিদ্র গৃহের বধূ হন, তবে পিতার ধন-গৌরব, পদ-মর্য্যাদা ভুলিয়া দরিদ্রানুযায়ী স্বভাব সম্পন্না হওয়াই বধূর কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে অশ্বপতি দুহিতা সাবিত্রী আদর্শ রমণী। সত্যবানের পিতা শত্রু কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট ও দুর্দ্দৈব বশতঃ চক্ষুরত্ন হারাইয়া নির্জ্জন কানন মধ্যে প্রিয়পুত্র সত্যবান ও প্রিয়তমা মহিষীর সহিত বাস করিতেছিলেন এই সময় সত্যবান সাবিত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। রাজ-

দুহিতা সাবিত্রী পর্ণকুটীরে আসিয়া একদিনের জন্যও নিরানন্দা হন নাই, অধিকন্তু পিতা তাঁহাকে যে বস্ত্রাভরণ প্রদান করিয়াছিলেন তিনি শ্বশুরগৃহে আসিয়া সে সকল পরিত্যাগ করিয়া চীরবল্কলধারিণী হইয়া মনের আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি এখন রাজকন্যা নহেন তিনি এখন রাজ্যভ্রষ্ট দরিদ্র দ্যুমৎসেনের পুত্রবধূ, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার তাঁহাকে শোভিবে কেন?

বিবাহিতা রমণীর পিতা অপেক্ষাও শ্বশুর পূজনীয়, রমণী অগ্রে তাঁহার পূজা করিয়া তবে পিতার পূজা করিবেন। আমরা এ সম্বন্ধেও সতী সাবিত্রীর চরিত্রে একটি উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাই। যখন মৃত পতি অঙ্কে লইয়া নিবিড় বনমধ্যে সাবিত্রী নিজ জীবনের বিভীষিকাময় চিত্র কল্পনায় দর্শন করিতেছিলেন, তাহার জীবনের সমস্ত প্রদেশ অন্ধকার করিয়া তাঁহার প্রাণপতি ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন, সেই সময় স্বয়ং যমরাজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বরগ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু সাধ্বী সাবিত্রী স্নেহময় অপুত্রক পিতার জন্য পুত্রের কামনা না করিয়া অগ্রে অন্ধ শ্বশুরের চক্ষু ভিক্ষা করিলেন, দ্বিতীয়-বার রাজ্যভ্রষ্ট শ্বশুরের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করিলেন— তৃতীয়বার বর গ্রহণকালে পিতার জন্য পুত্র প্রার্থনা করি-লেন। সাবিত্রীর পর্য্যায়ক্রমে এই বর গ্রহণে বুঝা যায়, তিনি শ্বশুরের আসন অগ্রে স্থাপিত করিয়া পশ্চাতে

পিতার আসন স্থাপন করিয়াছেন। এবং এই সকল কারণেই সাবিত্রী হিন্দুকুলে আদর্শ বধূ। সাধ্বী সাবিত্রীর পবিত্র চরিত্র নারীজাতি মাত্রেরই অনুকরণীয়।

যা, ননদ প্রভৃতির সহিত ভগ্নিবৎ ব্যবহার করিতে হয়। স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও পিতৃজ্ঞানে সেবা করা কর্ত্তব্য। কনিষ্ঠদিগকে সহোদরবৎ যত্ন স্নেহ করা উচিত। স্বামীর বন্ধুবর্গকে স্বীয় আত্মীয় জ্ঞানে সর্ব্বদা তাঁহাদের হিতসাধনে যত্নবতী হওয়াই কর্ত্তব্য। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে নিম্নোক্ত বাক্যটি যোজনা করিয়াছেন।

"ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রূংভব।
ননন্দরিচ সাম্রাজ্ঞী ভব সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।"

অর্থাৎ সাম্রাজ্ঞী নিজ স্নেহগুণে যেরূপ প্রজাবর্গকে সুখী করেন, কন্যা শ্বশুর, শাশুড়ী দেবর ননদ প্রভৃতিকে সেইরূপ সুখী করুন। কি মহান্ সুন্দর আশীর্ব্বাদ! নারীজাতি এই পবিত্র আশীর্ব্বচন গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী চলিতে পারিলে আবার আমাদের সংসারে সুখশান্তির বিমলস্রোত প্রবাহিত হইবে।

সংসারে শ্বশুর, শাশুড়ী, যা, ননদ, দেবর, ভাশুর প্রভৃতি সংসারের ভূষণ স্বরূপ; অতএব সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। সংসারে সকল দেবর ননদগুলিকে সমস্নেহ দান করা উচিত। কাহাকেও

বেশী কাহাকেও কম ভাল বাসিলে যাহাকে কম ভালবাসা যায় তাহার চিত্তে হিংসার উদ্রেক হয়। ক্রমে সেই ঈর্ষা বদ্ধমূল হইয়া সংসার নষ্ট করিয়া ফেলে। সংসারে এত ভিন্ন ভাব এত অশান্তি ঈর্ষাই তাহার প্রধান কারণ। অতএব চিত্ত কাহারও অধিক পক্ষপাতী হইলেও বাহিরে যাহাতে তাহা প্রকাশ না হয় তাহা করা উচিত। অন্ততঃ বাহিরে সমদর্শিতা দেখান আবশ্যক। নিজে সমদর্শী হইতে না পারিলে অন্যের হৃদয়ে হিংসা প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া দেওয়া হয় এবং পরিশেষে তাহার তীব্র উত্তাপে আপনাকেও দগ্ধ হইতে হয়।

আর একটি কথা কেবল নিজ আত্মীয়দিগের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিলেই সমস্ত কর্ত্তব্য সাধিত হইল এরূপ নহে। নিজ আত্মীয়গণকে সকলেই ভাল বাসিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি পরকেও ভাল বাসিতে পারেন তাঁহারই জীবন মহত্ত্ব পূর্ণ।

কুটুম্ব ও প্রতিবাসীদিগের সহিত কদাচ কলহ করা উচিত নয়। প্রতিবাসীদিগকে সতত মিষ্টবচনে ও সরল ব্যবহারে তুষ্ট রাখিবে। আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করা কর্ত্তব্য। অর্থ কেবল নিজ সংসার ও গহনা গড়াইবার জন্য নহে। যে অর্থ অন্যের উপকারে ব্যয়িত হয় না তাহা ভস্মরাশিমাত্র।

পীড়িত প্রতিবাসীর যথাসাধ্য শুশ্রূষা করা উচিত।

প্রতিবাসীদিগের সহিত সম্ভাব না থাকিলে, তাঁহাদিগের প্রতি যথা কর্ত্তব্যসাধিত না হইলে নিজেরই ক্ষতি অধিক। কারণ নিজ প্রয়োজনমত তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না। হঠাৎ দুজন লোকের প্রয়োজন হইলে জগত অন্ধকার দেখিতে হয়। সেকালে সুখে দুঃখে প্রতি কার্য্যেই প্রতিবাসীবর্গের সহানুভূতি পাওয়া যাইত। তখন দেশে একজনের বাটীতে একটি কার্য্য উপস্থিত হইলে দশজন উপযাচক হইয়া খাটিয়া যাইত, যেন তাঁহাদের নিজের কার্য্য। আবার বিপদেও সহানুভূতি কম ছিল না, দেশের কোন দরিদ্র ব্যক্তির প্রাণবিয়োগ হইলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও সেই শব বহন করিয়া লইয়া গিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিতেন ও অনেক স্থলে সেই অনাথ পরিবারের প্রতিপালন ভার পর্য্যন্ত গৃহীত হইত। এখন আর তখনকার মত প্রতিবাসীর প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ নাই, সুতরাং লেশমাত্রও সেরূপ সহানুভূতি নাই। এখন একজন প্রতিবাসীর বাটীতে কোনরূপ কার্য্যানুষ্ঠান হইলে দূর হইতে দ্বিগুণ ব্যয়ে বেতন ভোগী লোক আনাইয়া তবে কার্য্য সমাধা করিতে হয়। প্রতিবাসীর মধ্যে কেহ বা বাড়ীতেই ঢুকেন না। কেহ বা নিজ অপেক্ষা অন্যের উন্নত অবস্থা দৃষ্টে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছেন, বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিলেন "ও এখন বড় লোক হয়েছে আর কি সে দিন আছে যে

গ্রাহ্য করিবে, গুমরে কথা কন না, ধরা যেন সরা দেখ্‌ছেন! ওর বাড়ী কে যাবে!" ইহা পরশ্রী-কাতরতা অর্থাৎ হিংসার পরিচয় মাত্র। যিনি নিজ গুণশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া প্রতিবাসীদিগকে স্ববশে আনিতে পারেন তিনি সংসারে একটি অতুলনীয় সুখানুভব করেন। তাই বলিয়া হিতাহিত জ্ঞান রহিত হইয়া প্রাণপণে প্রতিবাসীর মনরক্ষা করাও ঠিক নহে। তাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচ্য। ফলকথা ধীর বিবেচনার সহিত এরূপ ভাবে কার্য্য করা উচিত যাহাতে নিজের কোন অনিষ্ট না হইয়া অন্যের মঙ্গল সাধিত হয়। অনেকে বলেন, সংসার বড় বিষম স্থল কেবল মৃদু হইলেই এখানে চলেনা। এ সম্বন্ধে কোন মহাপুরুষ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন "সংসারে অনেক সময় কঠোরিতার প্রয়োজন হয় কিন্তু দংশন না করিয়া ফোঁস ফোঁস করিলেই চলে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে আবশ্যক হইলে বাহ্যে কোনরূপ ভয় প্রদর্শন করাই উচিত, প্রকৃত পক্ষে কোনরূপ উগ্রতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

জগতের সকলকেই ভাল বাসিবে, অন্যে তোমার ক্ষতি করিলেও তুমি তাহাকে ভাল বাসিতে ভুলিও না। যে শত্রুকেও ভাল বাসিতে জানে সেই প্রকৃত দেবী। দেবী গুণে ভূষিতা হইয়া সকলের স্নেহ ও প্রশংসাপাত্রী হইতে চেষ্টা করা রমণীর উচিত।

অনেকে বলেন দাস দাসীর প্রতি কোনরূপ কর্ত্তব্য

নাই। "উহাদিগকে মাহিনা দিয়া রাখিয়াছি, দিবারাত্রি খাটিবে, পোষায় থাকিবে, না পোষায় চলিয়া যাইবে সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত"! ইহা অতি হৃদয় হীনের উক্তি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দাসদাসীদিগের প্রতি যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। তাহারা নিজের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় বান্ধব প্রভৃতি ছাড়িয়া তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছে, তোমাদিগকে মাতা পিতা দাদা দিদি প্রভৃতি বলিয়া মনের আশা মিটাইতেছে, প্রাণপণে তোমাদের মন যোগাইতেছে। এমতে তোমরা তাহাদের মুখের দিকে না চাহিলে আর কে চাহিবে? তোমাদের অর্থ আছে ইচ্ছা করিলে ভালরূপ আহার ব্যবহার করিতে পারিবে, কিন্তু দীন তাহারা তোমরা না দিলে কোথায় পাইবে! অতএব দাসদাসীকে স্বীয় সন্তান জ্ঞানে পালন করা বিধি। তোমরা অর্থ দিবে তাহারা খাটিবে সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত সত্য, কিন্তু সে স্থলে তাহারা যদি আশাতীত স্নেহ যত্ন লাভ করে তবে তাহারা সেই প্রভুর প্রতি আত্মোৎসর্গ করে। সেই প্রভুর আশ্রয় ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে আর তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। সেকালে ভৃত্যদিগের প্রতি যথা কর্ত্তব্য সাধিত হইত বলিয়া সে কালের দাসদাসী প্রভৃতি এক বাড়ীতেই কার্য্য করিয়া জীবন কাটাইত। একালে সেরূপ প্রভু ও ভৃত্য উভয়ই দুর্লভ। একালে অনেক স্থলে নব্য গৃহিণীরা দাসদাসীদিগের সামান্য অথবা বিনা দোষে তাহাদিগকে লাঞ্ছিত

করিতে পারিলে যেন কৃতার্থ হন, প্রভুতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন মনে করেন। যেন ইহাই সভ্যতার চিহ্ন। এই শ্রেণীর রমণীগণ নারীকুল-কলঙ্ক। স্বীয় সন্তানের ন্যায় দাসদাসীকে স্নেহ করা কর্ত্তব্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বীয় সন্তানগণের দোষ সংশোধনের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, দাস দাসীদিগের দোষ সংশোধনের জন্যও সেইরূপ ব্যবস্থা করা বিধি। তাহাদের পীড়ার সময় যথাসাধ্য ঔষধ পথ্য দিবে ও সেবা শুশ্রূষা করিবে। তৎকালে তাহাদিগকে দাসদাসী বলিয়া মনে করিবেনা। তাহারা আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া তোমার আশ্রয়ে রহিয়াছে তোমরাই তাহাদের মাতা পিতা এইরূপ বিবেচনা করিবে। তাহাদের পীড়াকালে কোনরূপ খাটাইবে না। নিজ হস্তে অথবা নিজ ব্যয়ে অন্যের দ্বারা তাহাদের কার্য্যগুলি সমাধা করিয়া লইবে। তাহাদিগকে কদাচ কটুবাক্য বলিবেনা। তাহাদিগের সহিত কদাচ কঠোর ব্যবহার করিবেনা। কোনরূপে তাহাদিগকে শ্রমাতীত কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না বা মনঃক্লেশ প্রদান করিবে না। তাহারা বৃদ্ধ মাতা পিতা ও স্ত্রী পুত্র পালনের জন্য অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত বড় সাধের স্বাধীনতা টুকু পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। তাহাদের সেই বহু ক্লেশার্জ্জিত সামান্য বেতনের টাকা কয়টি কদাচ বাকী রাখিবেনা তাহারা দৈবাৎ কোন দ্রব্য নষ্ট করিলে তাহার মূল্য কাটিয়া

লইবেনা। দরিদ্র তাহারা ক্ষতি পূরণ দিতে কোথায় পাইবে! সর্ব্বদাই তাহাদিগকে কৃপার চক্ষে দেখিবে। মানুষের যতই কেন গুণ থাকুক না দীনের প্রতি দয়া না থাকিলে, অন্ধ ব্যক্তি নানা আভরণে সজ্জিত হইলেও যেমন নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হয়, তাঁহার গুণাবলীরও সেই অবস্থা ঘটে। মহাজনদিগের পদেও আছে—

কি করব জপ তপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক যদি করুণা নাহি দীনে।

পদকল্পতরু।

ফলকথা যাহাতে দাসদাসীগণ কোনরূপ কষ্ট না পাইয়া সর্ব্বদা সুখে থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। যে সংসারে দাসদাসীগণ অনুগত থাকে সে সংসার অতুল সুখপূর্ণ।

সাধারণতঃ রমণীগণ বড়ই পরচর্চ্চা প্রিয় অর্থাৎ নিন্দা-পরায়ণ যেখানে দেখিবে দুই চারিজন রমণী একত্রে সম-বেত হইয়াছেন, সেইখানেই দেখিবে পরনিন্দা পরগ্লানির স্রোত বহিয়া যাইতেছে। এইরূপ কুৎসা-প্রবণতা স্ত্রী-চরিত্রে বড়ই প্রবল। কেহ কেহ বলেন পরশ্রী-কাতরতা হইতেই এই কুৎসা প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ আমাদের মধ্যে অনেকেই পরের ভাল দেখিতে পারেন না। ঔদার্য্য ও নিঃস্বার্থ পরতার অভাবই এই পরশ্রী-কাতরতার মূল। সমগ্র নারী জাতির মধ্যে দুই একটী অত্যুদার রমণী থাকিলেও অনেকেই বড় স্বার্থপর, আবার তাঁহাদের স্বার্থ এত সীমাবদ্ধ যে নিতান্ত "আপন" ভিন্ন পৃথিবীর

আর সকলকেই পর বলিয়া মনে করেন। শ্বাশুড়ী ঠাকু-রাণী নিজের কন্যাকে যে চক্ষে দেখেন, পুত্র-বধূকে সে চক্ষে দেখেন না। পুত্রবধূর প্রতি শ্বাশুড়ীগণের কেমন স্বতঃই একটা বিদ্বেষ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বধূগণ প্রাণপণ যত্নপূর্ব্বক শ্বাশুড়ীদিগের মন যোগাইয়াও তাঁহা-দের স্নেহভাজনা হইতে পারেন না। কন্যার সহস্র দোষও মাতার ক্ষমনীয়, এমন কি অনেক মাতা কন্যার দোষগুলি-কেও গুণ বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু বধূদিগের প্রতি কার্য্যই শ্বাশুড়ীদিগের নিকট যেন ঘৃণার্হ,বধূরা যেন স্বতঃই শ্বাশুড়ীদিগের নিকট অপরাধী। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ৺ভূদেব বাবু তাঁহার পারিবারিকপ্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন,—

চন্দ্রমুখী কন্যা আমার পরের বাড়ী যায়।
আর খাঁদানাকি বৌ এসে বাটায় পান খায়॥

৺ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ।

শ্বাশুড়ীদিগের চিত্ত হইতে এভাব দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পুত্র বধূকে একটু ভাল বাসিলে শ্বাশুড়ীর মনে দারুণ কষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়। বরং পুত্র বধূকে স্নেহের চক্ষে না দেখিলে যাহাতে পুত্র, বধূকে ভালবাসেন তদ্বিষয়ে শ্বাশুড়ীর চেষ্টা করা উচিত। বধূরাই একদিন শ্বাশুড়ী হইয়া থাকেন, অতএব বধূদিগের প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা করাও নারী জাতি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

রমনী অন্যের ভাল, অন্যের প্রশংসা আদৌ সহ্য করিতে

পারেন না। এমন কি অন্যের রূপের প্রশংসাও তাঁহাদিগের অসহনীয়। গ্রামে একটি নূতন বৌ আসুক দেখিতে পাইবে গ্রামের সমস্ত প্রবীণা ও নবীনাগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন, সেই শত চক্ষুর তীব্র দৃষ্টিতে নিরীহ নূতন বৌ "জড়সড়" হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পর সমালোচনা। সেই তীব্র সমালোচনায় বুঝি প্রস্তরেরও অস্তিত্ব লোপ হয়, নূতন বৌএর রূপত ছার! চোক, মুখ, নাক, কাণ, চুল, হাত, পা, দেহের গঠন, বর্ণ, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাহার পর কথা বার্ত্তা, চলা ফেরা, অর্থাৎ ইহজগতের কার্য্য করিতে বৌকে যাহা যাহা করিতে হয়, খাওয়া, শোওয়া, নাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত খুটিনাটি ধরিয়া বিচার আরম্ভ হইবে। যে সুন্দরীর নিজের নাসিকার গণ্ডের কোন ব্যবধান নাই তিনিও নাক সিট্‌কাইয়া বলিয়া থাকেন "বৌএর নাকটা বড় খাঁদা"। যাঁহার চক্ষুর্দ্বয় পেচকীকে লজ্জা প্রদান করে তিনিও "কোটর-চোকী" বলিতে ছাড়েন না। যাঁহার দেহের বর্ণ বার্ণিশ করা কাল পাথরের ন্যায় তিনিও বৌএর রঙের খুঁত বাহির করেন। একটা চলিত কথায় বলে "হব কুৎসিত নিন্দুব দেশ"—এই কথাটি আমাদের সমাজে রমণী মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষরূপ খাটে। ফল কথা যে সমালোচনার অগ্নিতে হরিদাসী বৈষ্ণবীর * রূপ রাশি পুড়িয়া ছাই হইয়াছিল

* শ্রদ্ধেয় ৺বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষ দ্রষ্টব্য।

তাহার নিকট ক্ষুদ্রপ্রাণা লজ্জাবনতা রোরুদ্যমানা নববধূর রূপ কিরূপে টিকিবে! নিজজীবনে শত শত দোষ রহিয়াছে রমণীগণ তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অন্যের দোষ লইয়া টানাটানি করেন ইহা ভাল নহে। অন্যের দোষ দেখাইতে হইলে তাহার উপকারার্থে ধীরভাবে তাহা উল্লেখ করা উচিত।

অন্যের সৌভাগ্যও রমণীজাতির অসহনীয়। কাহারও সুখ দেখিলে রমণীজাতির মর্ম্মদাহ উপস্থিত হয়। যদি দেখেন গ্রামের মধ্যে স্বামী পুত্র লইয়া কেহ সুখে ঘর সংসার করিতেছেন, অমনি অন্য সকলের প্রাণ হিংসায় ফাটিয়া যাইবে। তাহার নিন্দা, তাহার কুৎসা কিরূপে রটিবে তাঁহারা সর্ব্বদাই সেই চেষ্টায় বিব্রত। কিসে তাঁহাদের পতি পত্নী মধ্যে আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিবে, কিসে তাঁহাদের সোণার সংসার পুড়িয়া ছারখার হইবে তাঁহারা সেই ভাবনায় আকুল। সমাজের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া নারীচরিত্র অধ্যয়ন করিয়া শ্রদ্ধেয় ৺ বঙ্কিম বাবু যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার "কৃষ্ণকান্তের উইল" নামক গ্রন্থে সুন্দর দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—
"গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল,তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত। কাল কুৎসিতের এত সুখ! অনন্ত ঐশ্বর্য্য, দেবী-দুর্লভ-স্বামী; লোকে, কলঙ্ক শূন্য যশ! অপরাজিতাতে পদ্মের আদর! আবার তার উপর মল্লি-

কার সৌরভ! গ্রামের লোকের এত সহিত না। তাই পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া, কেহ কবরী বাঁধিয়া, কেহ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ এলোচুলে সংবাদ দিতে আসিলেন ভ্রমর তোমার সুখ গিয়াছে।" কাহারও মনে হইল না যে ভ্রমর পতি-বিরহ-বিধুরা নিতান্ত দোষ শূন্যা নিতান্ত দুঃখিনী বালিকা।"

ইহার উপর আর কি কিছু বলিবার আছে? আবার রমণীগণ বার্ত্তাবহন কার্য্যে বিশেষ পটু, তিলকে তাল করিতে তাঁহাদের মত আর কেহ নাই। কি ভীষণ প্রকৃতি! ভাবিলেও শরীর কণ্টকিত হয়। আমি একজন হিন্দুরমণী হইয়াও এই জাতীয়ার প্রকৃতি দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়াই মুক্তকণ্ঠে আজ নারীজাতির দোষ ঘোষণা করিতেছি, তাঁহারা যদি নিজ নিজ দোষ (যদি থাকে) সংশোধনের চেষ্টা করেন নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব। শ্রীগৌরাঙ্গ দেব বলিয়াছেন। "পরচর্চ্চকের গতি কভু নহে ভাল।"

বস্তুতঃ পরচর্চ্চাপ্রিয় ব্যক্তি বড়ই ঘৃণার্হ। হিংসা-তাপানলে তাঁহারা সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত হইতে থাকেন। সুতরাং কখনও একবিন্দু শান্তি পান না।

স্ত্রীজাতির হস্তেই সংসারের ভার, তাঁহারাই সংসারে লক্ষ্মীরূপা, যাঁহারা মানবের মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়া সংসারের বন্ধুরও কণ্টকাকীর্ণ পথ সুগম

ও সুকোমল করিয়া দিতেছেন, সংসারের দাবদগ্ধ মানব যাঁহাদের কৃপায় অন্তঃপুরের শীতল ছায়াতলে আসিয়া সংসারের তাবৎ অশান্তি ক্ষণেকের জন্যও বিস্মৃত হন, যাঁহাদিগের স্নেহ, মমতা, দয়া দেখিয়া সেই অসীম দয়াময়ের অসীম দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়, সেই দেবী চরিত্র নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রবৎ হওয়াই প্রার্থনীয়। তাই বলি রমণীগণ নিজ নিজ দোষ সংশোধন করিয়া লইলে বড়ই সুখের হয়। উপযুক্ত স্বামি-সহবাসে শিক্ষা দীক্ষা গুণেই এই দোষরাশি অপনীত হয়। যেথানে উপযুক্ত স্বামীর অভাব ঘটে তাঁহাদিগের সৎশিক্ষার সম্পূর্ণ ভার মাতা পিতা ও শ্বশুর শাশুড়ীর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

সঙ্গগুণে মানবচরিত্র যেরূপ উন্নত হয় সঙ্গদোষে তদ্রূপ অবনতিও ঘটে। অতএব সর্ব্বদা সৎসঙ্গ বাস ও অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধি। নিজের দোষ এবং পরের গুণানুসন্ধান করা স্বতঃই নারীজাতির কর্ত্তব্য। এবং নিজের দোষসংশোধন ও পরের গুণানুশীলন করিতে শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ভ্রমর যেরূপ নানা ফুল হইতে সারসংগ্রহ করে, তদ্রূপ সর্ব্বপ্রাণী হইতে গুণানুশীলন করিতে পারিলে নারীজাতির উন্নতি অনিবার্য্য।

সর্ব্বদা সকলকে সৎপথে লইবার চেষ্টা করা উচিত। দৃঢ় হিন্দুতাবলম্বন নারী জাতির কর্ত্তব্য; কারণ তাহারা স্বতঃই পরাধীনা দুর্ব্বলা। তাহাদের উপর দিয়া অহরহ

কত তীব্র যন্ত্রণা বহিয়া যায়, সহিষ্ণুতা বর্ম্মাচ্ছাদিতা হইতে পারিলে তাবৎ অশান্তি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারেনা।

নিজের সম্মান লাভের জন্য লালায়িত হইবে না। সম্মানের জন্য ব্যাকুল হইলে অনেক সময়ে তীব্র অশান্তি ভোগ করিতে হয়। কারণ যাহা হইলে আমার সম্মান রক্ষা হয় এরূপ মনে করি, হয়ত অনেক সময় অবস্থাবৈগুণ্যে বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা বশতঃ আমার তাহা লাভ হইল না, তখন তাহা লাভের জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিলাম; প্রাণপাত করিলাম! গ্রহবৈগুণ্যে তথাচ তাহা লাভ হইল না! সুতরাং তখন অভাব অশান্তি আসিয়া হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাশা শূন্য হইয়া অন্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে।

স্বীয় অবস্থাতেই সন্তোষলাভ করিতে শিখিবে, যে ব্যক্তি নিজ অবস্থাতে সন্তোষলাভ করিতে পারেনা সে কখনও সুখ পায় না, নিয়তই অভাব জনিত অশান্তি তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকে। যদি দৈবাৎ কোনরূপ ক্ষোভোদয় হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ নিজাপেক্ষা হীনাবস্থাপন্ন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিবে, তাহা হইলেই নিজ অবস্থাতেই সন্তোষ আসিবে।

একদা ছিলনা জুতা চরণ যুগলে।
দহিল হৃদয় মন সেই ক্ষোভানলে।

ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে।
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে ॥
দেখি তথা একজন্ পদ নাহি তার।
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার ॥ সদ্ভাবশতক।

আলস্য সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। আলস্যপরায়ণ রমণী দ্বারা সংসারের কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয় না।

অধুনা রমণীগণ বড়ই বিলাস পরায়ণা হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহার স্বামী সামান্য বেতনের চাকরী করেন তাঁহার স্ত্রীরও গন্ধ তৈলের পরিবর্ত্তে নারিকেল তৈল মাখিলে মাথা ধরে। ফরাসডাঙ্গার ফিন্‌ফিনে কালাপাড় ধুতি ও সেমিজ ব্যবহার না করিলে তাঁহাদের লজ্জা নিবারণ হয় না। এই সকল নানা কারণে অধুনা ব্যয়-বাহুল্যতা প্রযুক্ত আমাদের সংসারে নানারূপ অভাব উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে অশান্তি প্রদান করিতেছে। নচেৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অতি অল্প অর্থই প্রয়োজন। সেকালে যে পরিমাণে আয় হইলে "বড়লোক" বলা যাইত একালে তাহার দ্বিগুণ আয় সত্বেও "মধ্যবিত্ত" বলিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। সেকালে মানুষ বিলাস-বিষে এত জর্জ্জরিত হয় নাই, সুতরাং তখনকার লোকের এত অভাব ছিল না, তাঁহারা অনায়াসেই সুখে দিনাতিপাত করিতেন। যদি সংসারে সুখলাভ করিবার ইচ্ছা থাকে তবে বিলাসিতাকে বলিদান দিতে হইবে।

স্ত্রীজাতির প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করা বিধি। অধিক বেলা অবধি ঘুমাইলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং সংসারের কোন কার্য্যাদিতে মন লাগে না।

প্রাতঃকালে ও বৈকালে ঘর দ্বার বাটীর প্রাঙ্গনাদি ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। বাটী অপরিষ্কৃত থাকিলে দূষিত বাষ্প উদ্গত হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ হয়। প্রাতঃকালে বাটীর প্রণালিকা ও প্রাঙ্গনাদিতে গোময় জল প্রদান করা ভাল, তাহাতে দূষিত বায়ু সকল বিদূরিত হইয়া স্বাস্থ্য সাধন হয়। আবার আমাদের লক্ষ্মীচরিত্রের কথাতেও আছে—

"সকাল বেলা ছড়া ঝাঁট, সন্ধ্যা বেলা বাতী।
মা লক্ষ্মী বলেন আমার সেই ঘরে বসতি॥"

অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতাতেই লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়! নিজেও কদাচ অপরিষ্কৃত থাকিবেনা। শরীর অপরিষ্কৃত থাকিলেও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। অধিক ময়লা বস্ত্রাদিও স্বাস্থ্য হানিকর। যাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে ধোপাগৃহে বস্ত্র দিতে পারেন। যাঁহাদের নিকট তাহা ব্যয়াধিক্য বিবেচনা হয় তাঁহারা সাবান অথবা সাজিমাটি দ্বারা সচরাচর ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি গৃহে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়।

যাঁহাদিগের অবস্থা সচ্ছল তাঁহারা দাস দাসী রাখিয়া গৃহকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করাইতে পারেন, তাহাতে দীন

ব্যক্তিদিগকেও প্রতিপালন রূপ ধর্ম্মলাভ হয়। কিন্তু দাস দাসীগণ কার্য্য সম্পন্ন করিলেও তাহাদের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। তাহারা পর মাত্র। তাহারা গৃহস্থের ব্যয়াব্যয়ের দিকে লক্ষ্য করেনা, কিসে গৃহস্থের উপকার হইবে তাহা তাহারা মনে করেনা, অতএব সকল কার্য্য নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিবে। দাসদাসী রাখিবার ক্ষমতা যাঁহাদের নাই, পাঁচটী কাচ্চা বাচ্চা লইয়া ঘর করেন, পুত্র কন্যাদির বিবাহ প্রভৃতিতে ব্যয় করিতে বাধ্য হইতে হয় অথচ অল্প আয়, তাঁহাদিগের পক্ষে গৃহে কর্ম্মাদি কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত। নচেৎ ব্যয় বাহুল্যতায় অভাব অশান্তি আসিয়া হৃদয় দগ্ধ করে, প্রাণ নীরস মরুভূমিবৎ হইয়া পড়ে।

অবস্থাতিরিক্ত দান বা কোনরূপ অপব্যয় করা উচিত নহে। সাংসারিক আয়কে চারিভাগে বিভাগপূর্ব্বক একাংশ অতিথি অভ্যাগত ও কুটুম্ব সেবায় উৎসর্গ করিবে, দ্বিতীয়াংশ দীন ও জীব-সেবায় (ধর্ম্মার্থে) ব্যয় করাই বিধি। অবশিষ্ট দুই অংশ হইতে সংসার পালন ও সঞ্চয় করা উচিত। সংসারী ব্যক্তির কিছু সঞ্চয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই বলিয়া অতি সামান্য বেতনভোগী স্বামীকে পাঁচ ভরি ওজনের স্বর্ণবলয় চাহিয়া দশ দিক অন্ধকার দেখান উচিত নহে। তাহা পৈশাচিক ব্যবহার মাত্র।

হিন্দুশাস্ত্র অতিথি সেবাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া উক্তি

করিয়াছেন। অতিথি সেবা যে অবশ্য কর্ত্তব্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবও স্বয়ং আচরণ দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিতেছেন,—

সন্ন্যাসীগণেরে প্রভু আপনি বলিয়া।
তুষ্টি করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

অতিথি উপস্থিত হইলে স্বয়ং অনাহারে থাকিয়াও অতিথিকে ভোজন করান কর্ত্তব্য। ফলকথা অতিথি রুষ্ট হইলে বা তৎপ্রতি অনাদর করিলে ভগবান রুষ্ট হয়েন এবং তাঁহার ইহলোক ও পরলোক নষ্ট হয়। অতএব অতিথি সেবায় যত্নবতী হওয়া রমণীর একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য। যেহেতু রমণীর হৃদয় ধর্ম্মভূমি।

লেপ বালিশের ওয়াড়, ছেলেদের জামা প্রভৃতির জন্য দরজী-খরচা বাড়ান উচিত নহে, এ সকল কার্য্য যথাসাধ্য নিজেই সমাধা করা কর্ত্তব্য।

সংসারে যাহাতে আয় দেখে সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে। সাংসারিক কার্য্য সমাধানান্তে যে সময় থাকে, তাহা দিবা নিদ্রা বা পাশা, তাস ক্রীড়া কিম্বা নাটক নভেল পাঠ অথবা কেবল গল্প গুজব প্রভৃতি অসার কার্য্যে ক্ষেপণ করা রমণীর উচিত নহে। সময় অমূল্য পদার্থ, একবার গেলে আর ফিরিবেনা। প্রতি মুহূর্ত্তের সহিত মানবের আয়ু ক্ষয় হইতে থাকে, অতএব সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলে কেবল

নিজেরই ক্ষতি হয়! যে সময় টুকু সদালোচনায় অতিবাহিত হয় সেই টুকুই জীবনের মহা মুহূর্ত্ত।

জীবন শুধু ইহলোকের জন্য নহে, লোকান্তরেও যাহাতে আত্মা কল্যাণে থাকে তদ্বিষয়ে যত্ন করা মানুষের একান্ত আবশ্যক। সদনুষ্ঠানেই আত্মার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

বিশ্রাম কালে সদ্‌গ্রন্থ আলোচনা ভাল। সদ্‌গ্রন্থ পাঠে চিত্তের-মলিনতা ধৌত হয়। ভাষা রামায়ণ, মহাভারত, ভক্তমাল, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সাংসারিক ও পারত্রিক বহুবিধ শিক্ষালাভ হয়। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ কিছু কঠিন অতএব এই গ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ পঠনীয়।

৺ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয়ের "মেজ বৌ" অনেক শিক্ষাপ্রদ। শ্রদ্ধেয় ৺বঙ্কিম বাবুর পুস্তকগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে তাঁহার পুস্তকগুলি গভীর শিক্ষাপ্রদ, তাহাতে পুরাণের মত বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সকল নিহিত আছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের গ্রন্থগুলি রমণীগণের অবশ্য পঠনীয়।

সুবিধামত কিছু কিছু উলের কার্য্য করিতে পার।

স্ত্রী জাতির লেখা পড়া শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, লেখাপড়া শিক্ষা কেবল চাকরী করিবার জন্য নহে। নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশীলন করাই লেখাপড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই যথাযোগ্য শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। কন্যাকে শিক্ষা দিতে পিতা মাতার উদাস হওয়া কর্ত্তব্য নহে—শাস্ত্রমতেও পিতা কন্যাকে সংশিক্ষা দিতে বাধ্য অতএব কন্যার সংশিক্ষার দিকে পিতামাতার ঐকান্তিক দৃষ্টি থাকা উচিত।

যাহাতে জমা খরচ ঠিক রাখিতে পার এরূপ মোটামুটি অঙ্ক শিক্ষা করাও উচিত। লেখায় বানান ভুল হইলে বিশেষ হাস্যাস্পদ হইতে হয় অতএব যাহাতে বানান ভুল না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।

গুরুজনের সম্মুখে নারীজাতি কদাচ উচ্চ হাস্য করিবে না। উচ্চাসনে বসিবেনা, কাহাকেও অপমান সূচক বা বেদনা জনক কথা কদাচ বলিবে না। কুপ্রসঙ্গ কদাচ করিবে না। লজ্জাজনক কথা কদাচ কহিবে না। গুরুজনের সম্মুখে ঐ সকল কার্য্য করিলে তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা হয়। গুরুজনকে অবজ্ঞা করিতে নাই।

শুধু গুরুজনের সম্মুখে কেন, ঐ সকল অন্যায় কার্য্য সর্ব্বথা ত্যাজ্য।

ধীর চিত্তে সুখ দুঃখ সহ্য করিবে, সুখ দুঃখ লইয়া সংসার, অতএব কোনরূপ দুঃখ পাইলে "সহ্য করিতে পারিবনা" বলিয়া কাতর হওয়া উচিত নহে। তাহাতে দুঃখ আরও বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

হিন্দু-সংসারে রমণী দেবীবৎ পূজ্যা হইয়া থাকেন এবং

হিন্দু শাস্ত্রকারগণও রমণীকে লক্ষ্মী স্বরূপা বলিয়াছেন, অতএব সর্ব্বথা নিজ চরিত্রকে দেবী চরিত্রে পরিণত করিতে যত্নবতী হওয়া রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

"স্ত্রীলোক ধর্ম্মার্থে যে আত্মত্যাগ করে মানুষ তাহার কি জানে! অনেক স্ত্রীলোক ধীরতার সহিত প্রত্যহ যে যন্ত্রণা সহ্য করে, পুরুষদিগকে যদি তাহার শতাংশের একাংশ সহ্য করিতে হইত তবে তাহারা পাগল হইয়া যাইত। তাহারা অবিশ্রান্ত দাসত্বের কোন পুরস্কার পায় না, অবিচলিত ধীরতা সহৃদয়তার বিনিময়ে সর্ব্বদা নিষ্ঠুর ব্যবহারই লাভ করে। তাহাদের ভালবাসা, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, সতর্কতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির কেহ আদর করেনা। কত স্ত্রীলোক ধীরভাবে সংসারে দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করে, এবং বাহিরে প্রফুল্ল ভাব দেখায়, যেন তাহাদের প্রাণে কোনই কষ্ট নাই"। কোন ইংরাজ মহাপুরুষ স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ঐ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে সুদূর য়ুরোপ পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এহেন নারী-চরিত্র অধুনা বড়ই বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। ইহা দৃষ্টে আমরা বিশেষ মর্ম্মাহত হইতেছি। জানিনা কবে কুদিন যাইয়া সুদিনোদয়ে আবার হিন্দুনারীগণ আবার "হিন্দুনারী" হইয়া ভারতকে গৌরবান্বিতা করিবেন।

পতিসেবা হিন্দুনারীর পরম ধর্ম্ম তাহা আমরা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি। যে রমণী একান্ত মনে পতিসেবা করেন, পতিই যাঁহার একমাত্র গতি তিনিই সাধ্বী।

কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয় কর্ম্মভিঃ।
যা প্রীণয়তি ভর্ত্তারাং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

শরীর, মন, বাক্য এবং সর্ব্বদা প্রিয় কর্ম্মের দ্বারা যিনি স্বামীকে সন্তুষ্ট করেন তিনিই ব্রহ্ম লাভ করেন। এবং ইহাই সাধ্বী স্ত্রীর লক্ষণ।

পিতা মাতা হিন্দুর গৃহ-দেবতা স্বরূপ। হিন্দুশাস্ত্র বলেন,—

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অর্থাৎ পিতা মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া পূজা করিবে। মনু বলেন অন্য কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াও কেবল পিতামাতার সেবা করিলে, সন্তান ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব নারীজাতি তাঁহাদিগের অমান্য করিবে না। নারীজাতি জীবনের অধিকাংশ কাল শ্বশুরালয়ে প্রতিপালিতা হইলেও মাতা পিতার প্রতিও তাঁহাদের বহুল কর্ত্তব্য আছে।

"পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ।"

অর্থাৎ পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাই পরম তপ। পিতার প্রীতি সাধন করিলে দেবতাগণ প্রসন্ন হন। আর, "মাতা স্বর্গাদপিগরিয়সী"—অর্থাৎ স্বর্গ অপেক্ষাও মাতা শ্রেষ্ঠ। অতএব কায়মনোবাক্যে পিতা মাতার সেবা করা পুত্র কন্যার উচিত। পিতা মাতা যাহাতে কোনরূপ ক্লেশ না পান, সে বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা নারীজাতির কর্ত্তব্য। কখনও তাঁহারা কোনরূপ বিপদে বা অভাবে পড়িলে তাঁহাদিগকে সে অভাব ও বিপদ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দেখিয়াছি পিতা মাতা হীনাবস্থাপন্ন হইলে অনেক কন্যা শ্বশুরালয় হইতে অভিভাবকদিগের অজ্ঞাতসারে শ্বশুর গৃহ হইতে পিতামাতার জন্য গোপনে চাল, দাল, তৈল, লবণটুকু পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দেন। ইহা অতি অন্যায় ও ঘৃণিত কার্য্য। এরূপ দান ও গ্রহণ উভয়ই অধর্ম্মসূচক। ইহাতে গ্রহীতার উদ্যমশীলতা নষ্ট হইয়া যায়। দাতার মনোবৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতএব এরূপ দান ও গ্রহণ হইতে উভয় পক্ষেরই নিরস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তবে পিতা মাতা হীনাবস্থাপন্ন হইলে স্বামী অনুমতি করিলে নারীজাতি সাধ্যমত সাহায্য করিতে পারেন। আবার পিতামাতা ধনী হইলে কন্যার অভীপ্সিত দ্রব্য সকল যোগাইতে না পারিলে তাঁহাদের প্রতি রুষ্ট হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।

স্বাধীনতাবলম্বন নারী জাতির পক্ষে বিপজ্জনক। রমণী

স্বতঃই দুর্ব্বল, প্রতিপদ বিক্ষেপে তাঁহাদের পদস্খলন হইয়া থাকে, এমতে তাঁহারা স্বাধীনতা গ্রহণ করিলে কেবল স্বেচ্ছাচারিতার অতলগর্ভে নিমজ্জিতা হইয়া থাকেন মাত্র। এইজন্যই নারীজাতির স্বাধীনতা হিন্দু শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। নির্ভরতাই রমণী জীবনের কর্ত্তব্য। হিন্দু শাস্ত্রও এ কথার পক্ষপাতী। যথা—

তিষ্ঠেৎ পিতৃবশে বাল্যে ভর্ত্তুঃ সম্প্রাপ্ত যৌবনে।
বার্দ্ধক্যে পতি বন্ধুনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেৎ ক্বচিৎ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

অর্থাৎ বাল্যে পিতার, যৌবনে পতির, বার্দ্ধক্যে পুত্র বা পতির সুহৃদবর্গের অধীন থাকিবে।

রমণীদিগের উপর সংসারের ভার; অনেক সময় শিশুদিগের ও সংসারে অন্যান্যের ব্যাধিতে অত্যন্ত বিব্রত হইতে হয় অতএব কতকগুলি টোট্‌কা ঔষধ শিখিয়া রাখা রমণীদিগের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে টোটকা ঔষধের বড়ই আদর ছিল, রমণীদিগের গৃহ চিকিৎসাতেই অনেক পীড়ার উপশম হইত। তাহাতে সংসারেও আয় দেখিত, এবং উপবাস করিয়া দেহপাত করিতে হইতনা। এখন একটু মাথা ধরিলেই ডাক্তার ডাকিতে হয়। সংসারে অন্যান্য খরচ অপেক্ষা এখন ডাক্তার খরচই অধিক হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য পীড়াদিতে গৃহচিকিৎসার ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। বৃক্ষ, লতা, ফল, মূল প্রভৃতি পদার্থ মাত্রেই একটা না একটা

গুণ আছে, তাহাদের সেই গুণ সকল জানা থাকিলে অনেক পীড়া চিকিৎসা-কালে উপকারে আসে। সুদক্ষ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার—"আয়ুর্ব্বেদ কুসুমাঞ্জলি" নামক পুস্তকে কোন্ জিনিষের কি গুণ তাহা অতি উত্তমরূপে প্রাঞ্জল ভাষায় দেখাইয়াছেন। রমণীগণের দৃষ্টার্থে তাহা হইতে উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে এই স্থলে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"ক্রিমি মরে, অম্লসারে, দমকা ভেদ আর পেট শূলুনি।
চূণের জল রাখিবে ঘরে, আছে গুণ তার এত গুনি।
কর্পূর, খেঁচুনী ক্রিমি শূল অজীর্ণ ভেদ নিবারক,
ওলাউঠায় রক্ষাকারী, বাতাসের দুর্গন্ধহারক।
অগ্নিকর, পেটফাঁপা-নাশক, মউরী যোন্ লবঙ্গজীরে।
পান, আদা, তুলসী, মরিচ, কফের শক্তি দমন করে।
নূন, চূণ, ফুলখড়ী, সোডা, সাজীমাটী, তেঁতুল ক্ষার,
নোন্‌তা জাতি জিনিষ মাত্র অম্লকে করে সংহার।
খএর, হলুদ, নিমের পাতা, সোহাগা, ফটকিরি, গন্ধক,
ঘরের ঝুল, সুপারি পোড়া, চর্ম্ম রোগের প্রতিবন্ধক।
মউরী ভিজান্ জল দু ঝিনুক, তিরিশ ফোঁটা চূণের জল,
লেবুর রস মিশায়ে খেলে, বদ্‌হজমে সদ্য ফল"।

পাঠিকাদিগের জ্ঞাতার্থে আমরাও এস্থলে কয়েকটি টোট্‌কা ঔষধ লিখিয়া দিলাম।

১। শিশুদিগের সর্দ্দি হইলে দুধের সহিত দুইখানি বেল শুঁঠা সিদ্ধ করিয়া সেই দুধ খাওয়াইবে তাহাতে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া সর্দ্দির উপকার হয়। ভাল মধু ২০ বা ৩০ ফোঁটার সহিত ৫।৭ ফোঁটা আদার রস মিশাইয়া অল্প গরম করিয়া খাওয়াইলে সর্দ্দি ও কাসি সারে। বুকে সর্দ্দি বসিলে পুরাতন ঘৃতের দ্বারা বক্ষস্থল মালিশ করিলে সর্দ্দি বসা ভাল হয়। ঈষদুষ্ণ সরিষার তৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া বুকে মালিশ করিলেও সারে। কাল তুলসীপাতার রস ৩০ বা ৪০ ফোঁটা কিঞ্চিৎ মধু সংযোগে গরম করিয়া খাওয়াইলে সর্দ্দি সরল হইয়া যায়। এক ছটাক পরিমাণ আদার রস অল্প লবণ সহ ফুটাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করিলে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সর্দ্দি কাসির আশু উপকার হয়। কিঞ্চিৎ পিপুল ও ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া খাওয়াইলে শিশুদিগের সর্দ্দি কাসি সারে। দুধের সহিত এক চাউল ভোর কর্পূর খাইতে দিলেও সর্দ্দি সারে।

২। পানের বোঁটায় ঘৃত মাখাইয়া অথবা মুক্ত বর্ষার পাতা বাটিয়া মল দ্বারে দিলে শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধ দূর হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। ৩।৪ টা আস্ত হরিতকী বাঁটিয়া রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে আগুনে ফুটাইয়া সহ্যমত উষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেবন করিলে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগের দাস্ত সাফ্ হয়।

৩। কেশুর্তে গাছের শিকড় অল্পমাত্রায় তিনটা গোল মরিচের সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে শিশুদের বাল্সা সারে।

৪। কিঞ্চিৎ কালমেঘ গাছের রস স্তন দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে শিশুদের পেটকামড়ানী ও কৃমী দূর হয়। আনারস পাতার রস ও দাড়িম পাতার রসও বেশ উপকারী।

৫। কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও গোটা কত গোল মরিচ একত্রে চিবাইয়া খাইলে অজীর্ণজনিত পেট কামড়ানী ভাল হয়। লবণ ও যোয়ান্ খাইলেও উপকার হয়।

৬। কাঁচা বেল অর্দ্ধখান করিয়া রাত্রে পোড়াইয়া প্রাতে চিনিসহ তাহার শাঁস সেবন করিলে উদরাময় সারে। ইহা এক সপ্তাহকাল সেবন করিলে উপকার বুঝিতে পারা যায়।

৭। কিঞ্চিৎ পুরাতন তেঁতুল রাত্রে ভিজাইয়া অতি প্রত্যুষে তাহা চট্কাইয়া সেই জল পান করিলে পেট গরম সারে, অম্ল দমন হয়।

৮। কাঁচা ডালিমের কিঞ্চিৎ ছাল বাটিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় সারে। জাম পাতার রস ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলেও রক্ত আমাশয় সারে।

৯। অল্প পরিমাণে পরিষ্কার চুণের জল এক ছটাক

পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতে এক সপ্তাহ কাল সেবন করিলে অম্ল পীড়ার উপকার দর্শে।

১০। ত্রিফলা (হরিতকী, বহেড়া, আমলা) রাত্রে ভিজাইয়া প্রাতে দেড় ছটাক আন্দাজ সেই জল পান করিলে পিত্ত ঘটিত অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর ভাল হয়।

১১। কিঞ্চিৎ মিছরী দিয়া চিরাতার জল খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়। ভাঁট পাতার রস অল্প চিনিসহ সেবন করিলেও ক্রিমি সারে।

১২। রাত্রে নিদ্রা না হইলে শয়ন কালে শীতল জলে হাতের কনুই হইতে পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত, ঘাড় ও কাণের পিঠ ধুইয়া ফেলিলে নিদ্রা হয়।

১৩। দাঁতের গোড়া ফুলিয়া যন্ত্রণা হইলে আকন্দ আঠা লাগাইলে ভাল হয়।

১৪। হাত, পা বা দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে সরিষার তৈল চূণ ও চিনি একত্রে ফেনাইয়া ক্ষতস্থানে টিপিয়া দিলে রক্তপড়া বন্ধ হয় এবং আশু বেদনা নষ্ট হয়। কলিকাফুল গাছের আঠা দিলেও রক্তপড়া ও বেদনা সারে।

১৫। পড়িয়া গেলে মচকান স্থানে হলুদ বাটা ও চূণ সংমিশ্রণ পূর্ব্বক ফুটাইয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় প্রলেপ দিলে ভাল হয়। কাঁচা তেঁতুল পোড়ার প্রলেপেও বেদনা সারে।

১৬। ফোড়া, ব্রণ উঠিবার উপক্রম হইলে শ্বেত চন্দনের প্রলেপ দিলে বসিয়া যায়। গোল মরিচ ঘসিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও ফোড়া বসে। ঘুটের ছাই হুঁকার জলে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিবার পূর্ব্ব যন্ত্রণা উপশমিত হয়। মুসব্বরের * পুল্‌টিস দিলে এবং পুঁইপাতা বাটিয়া গরম করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

১৭। কলিকা ফুলগাছের আঠা অথবা কোতলা গুড়, চূণ ও অল্প মধু একত্রে সংমিশ্রণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে কুঁচকি বসিয়া যায়। যজ্ঞ ডুম্বুরের আঠা ও কাল কচুর আঠা দিলেও সারে।

১৮। এক ছটাক কল্‌মিশাকের রসের সহিত এক কাঁচ্চা চিনি মিশ্রিত করিয়া ঋতুর দিন হইতে সাত দিন সেবন করিলে বাধকের উপশম হয়। অশোক ফুলের কুঁড়ি বাটিয়া খাইলেও বাধক ভাল হয়, অকুলা ফুল গাছের শিকড় চব্বিশটা গোল মরিচের সহিত বাটিয়া ঋতুর চতুর্থ দিন খাইলে ভাল হয়। তিন চারিটা জবার কুঁড়ি গব্য ঘৃতে ভাজিয়া ঋতুর তিন দিন খাইলে বাধক সারে।

১৯। এক আনা ভোর ভিজান ঈষব্‌গুল অল্প চিনি দিয়া খাইলে ধাতু ঘটিত ব্যারাম উপশম হয়।

---

* বেনের দোকানে পাওয়া যায়।

২০। শীতল জলের পটি কপাল হইতে রগ পর্য্যন্ত দিলে আশু মাথা ধরা সারে। শোষক কাগজ পোড়াইয়া নস্ত লইলেও মাথা ধরা সারে।

২১। ছেলেদের চোখ দিয়া জল পড়িলে জল কাজল ও রসুনের কাজল করিয়া চক্ষে দিতে হয়।

২২। জিভে ও মুখের ভিতর ঘা হইলে সোহাগার খৈ মধু দিয়া মাড়িয়া ক্ষতস্থানে লাগাইতে হয়। মেষ দুগ্ধ মুখের ঘার বিশেষ উপকারী।

২৩। চাল্‌মুগ্‌রার তৈল পাঁচড়ার মহৌষধ। সরিষার তৈলে রসুন, লঙ্কা, আদা ফুটাইয়া সেই তৈল পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া সারে।

২৪। ছেলেদের কাঁওর (কার ঘা) হইলে আল্‌কাতরার সহিত সিদ্ধ চাউলের মিহি কুঁড়া মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

২৫। বিছা কামড়াইলে মান কচুর ডাঁটার রস কিম্বা হড়হড়ে পাতার রস লাগাইলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়। কাঁঠালি কলা চট্‌কাইয়া দিলে অথবা তামাকের প্রলেপ দিলেও জলনী সারে।

২৬। বোল্‌তা, ভীম্‌রুল, মৌমাছি প্রভৃতি কামড়াইলে লাল দেশলাই জলে ঘসিয়া সেই জল লাগাইলে জ্বালা নিবারণ হইবে। কেরাসিন্‌ তৈল বা চূণ লাগাইলেও উপকার হয়।

২৭। শুঁয়া পোকা লাগিলে ডুমুর পাতা ঘসিয়া দিবে, চূণ লাগাইলে আর কোন যন্ত্রণা থাকেনা।

২৮। গরলের ঘা হইলে কাঁচা হলুদ ও ভাঁটের শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়। তেঁতুল ও চূণ ফেনাইয়া প্রলেপ দিলেও শীঘ্র সারে।

২৯। দাদ হইলে কাল কাশুন্দের বীচি হুঁকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সারে।

৩০। শিশুদিগের ঘুংড়ি বালসা হইলে মর্ত্তমান কলার মাজের শুঁয়া আড়াইটা মরিচের সঙ্গে বাটিয়া খাওয়াইলে সারে।

৩১। কুকুর শোঁকা (কুক্‌সিমে) পাতার এক ছটাক রস মিছরীর সরবতের সহিত তিন দিন সেবন করিলে অর্শ রোগ আরোগ্য হয়।

৩২। কাণের পিঠে, বগলে, গলায় বিচি আওরাইলে ধুতুরা বা সীমপাতার রসের সহিত সমুদ্রের ফেনা (কস্তুরো) অথবা অহিফেন মাড়িয়া প্রলেপ দিলে সারে। সরিষার তৈল ও চূণ ফুটাইয়া তাহার প্রলেপ দিলেও ভাল হয়।

৩৩। আধ্ কপালে মাথা ধরিলে রক্ত চন্দন ধুতুরা পাতার রসে ঘসিয়া তাহার সহিত একটু অহিফেন মিশাইয়া প্রলেপ দিলে সারে।

৩৪। চোক উঠিবার উপক্রম হইলে কাঁচা আমলকী ফলের রস চক্ষে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

৩৫। ছুলি হইলে কলা গাছের শিকড় ভস্ম করিয়া হলুদ চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অথবা সোহাগার খৈ করিয়া পাতিলেবুর রসের সহিত ছুলিতে লাগাইলেও ছুলি সারে।

৩৬। গাঁদা ফুলের পাতা, দুধের সর, জৈত্রী শিশিরের জলে একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে হাত পা মুখ প্রভৃতি ফাটা সারে।

এক্ষণে গৃহস্থালি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিব।

গৃহের দ্রব্যাদি যথাযথ ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখিবে। এবং সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় বস্তু সকল এক দিকে গুছাইয়া রাখিবে। সকল কার্য্যের ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে করিবে, অর্থাৎ তরকারি চড়াইয়া যেন লবণ আনিবার জন্য ছুটিতে না হয়, সন্ধ্যা জ্বালিবার সময় সলিতা পাকাইবার ও পান সাজিবার সময় সুপারি কুচাইবার প্রয়োজন না হয়। আমরা ঐ কয়টি মাত্র বলিলাম কিন্তু ঐরূপ প্রতিকার্য্যেই দৃষ্টি রাখিবে। আগের কার্য্য আগে, পরের কার্য্য পরে অর্থাৎ যে কার্য্য অগ্রে না করিলে কোন রূপ ক্ষতি হইতে পারে এরূপ বিবেচনা হয় তবে সে কার্য্য অগ্রে করিবে।

এইস্থলে আরও একটী প্রয়োজনীয় কথা বলি, অনেকেই ধাত্রী হস্তে শিশুপালনের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, ইহা অতিশয় অন্যায় কার্য্য। ইহাতে প্রকারান্তরে নিজেরই অধিক অনিষ্ট সংঘটিত করা হয়। কারণ তোমার

সন্তানকে তুমি যত যত্ন করিবে অন্যে তাহা কদাচ করিবে না। অযত্নে অনিয়মে প্রতিপালিত হইলে শিশুর পীড়া হয়। অনিয়ম বশতঃ শিশুদিগের প্লীহা যকৃতেরই অধিক সৃষ্টি হয়। অনেক স্থলে ইহাতেই শিশুদিগের মৃত্যু হয়। আবার সকল স্থলে তাহা না হইলেও নীচহস্তে প্রতিপালিত হইয়া নীচ রীতি নীতি শিক্ষা বশতঃ অসভ্য হইয়া পড়ে, স্বভাব বিকৃত হয়। অসচ্চরিত্রা ধাত্রী-স্তনদুগ্ধ পানে শিশু-দিগের মানসিক বৃত্তিগুলিও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। শিশু-পালন জননীদিগেরই কর্ত্তব্য। বাল্যকালে মানব মন যেরূপ নমনীয় থাকে, অন্য সময় সেরূপ থাকে না, ক্রমে সংসারাগ্নিতে পুড়িয়া ঝামা হইয়া যায়। নরম জমীতে বীজবপন করিলে যেরূপ শীঘ্র সতেজ গাছ বাহির হয়, মানবের নমনীয় হৃদয়ে উপদেশও তদ্রূপ উপকারী হয়। বাল্যকাল হইতে যে অভ্যাস হইয়া যায় তাহার অধিকাংশই স্থায়িত্ব লাভ করে। অতএব শিশুদিগের নিকট কদাচ কুপ্রসঙ্গ করিবেনা, কুদৃশ্য দেখাইবেনা, কুচরিত্র বালক বালিকা দিগের সহিত আদৌ তাহাদিগকে মিশিতে দিবে না। ফলকথা বালক বালিকাগণ যাহাতে কুশিক্ষা না পায় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা মাতা পিতার কর্ত্তব্য। বাল্যকাল হইতেই শিশুদিগকে সৎশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ দিবে।

সপত্নী পুত্র বা কন্যা থাকিলে তাহাদিগকেও গর্ভজ পুত্র কন্যার ন্যায় স্নেহ যত্ন করা কর্ত্তব্য। আহা! মাতৃহীন পুত্র

কন্যাগণ বড়ই স্নেহের কাঙ্গাল! জানিনা কোন্ প্রাণে বিমাতাগণ তাহাদিগকে পদ দলিত করেন। নিশ্চয়ই তাঁহারা হৃদয়হীন। জগতে যে মাতৃ স্নেহের বিমল সুধাস্বাদ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহার জীবনের অনেক সাধ অপূর্ণ রহিয়া যায়। বিশেষতঃ তোমার স্বীয় পুত্রটী যেরূপ তোমার প্রিয়, তোমার সেই অনাথ সপত্নী পুত্রটী তদ্রূপ তোমার স্বামীর প্রিয় সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহাকে স্নেহ যত্ন না করিলে তোমার স্বামী প্রাণে আঘাত পাইবেন, স্বামীর প্রাণে যাহাতে বিন্দুমাত্রও ব্যথা হয় এরূপ কার্য্য করা কোন মতেই নারীজাতির কর্ত্তব্য নহে। অতএব সপত্নী-পুত্রাদিকে স্বীয় সন্তান বলিয়া মনে করা ও তদনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। সংসারে বিমাতা ও সপত্নী-পুত্রে যে এত বিষদৃষ্টি; বিমাতার হৃদয় হীনতাই তাহার একমাত্র কারণ। বিমাতা তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন না, মাতৃহীন অনাথ পুত্র কন্যাকে "যাদুধন" বলিয়া স্নেহভরে বুকে টানিয়া লইতে পারেননা। অধিকন্তু বিমাতাগণ সপত্নী পুত্রকন্যাগণের বিনাশ কামনায় সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কিসে তাহারা পিতার বিষদৃষ্টিতে পতিত হইবে কেমন করিয়া তাহাদিগকে গৃহবহিষ্কৃত করিবেন এই চিন্তাতেই তাঁহারা সর্ব্বদা অস্থির। এই জন্যই জগতে বিমাতৃ হৃদয় এত ঘৃণার্হ। এই জন্য পথিক অন্ধকার রজনীতে পথিমধ্যে কাল সর্প দৃষ্টে যত না ভীত হয়, মানুষ

বিমাতৃ-নাম শ্রবণে ততোধিক ভীত হয়। ইহা বড়ই লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়। বিমাতৃ হৃদয় হইতে বিদ্বেষ ভাব রহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক ও কর্ত্তব্য কার্য্য। সপত্নীপুত্র কন্যাগণকে নিজ সন্তান মধ্যে গণ্য করিয়া তাহাদিগের প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়।

সপত্নীগণকে নারীজাতি বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখেন। তাঁহারা এক পতির অঙ্কশায়িনী হইয়াও পরস্পরের মধ্যে ঘোর শত্রুতার অনল প্রজ্জ্বলিত করেন। সেই অনলে তাঁহারা আপনারা দগ্ধ হন এবং স্বামীকে ও সংসারকে দগ্ধ করেন। দুর্দ্দৈব বশতঃ কাহারও সপত্নী থাকিলে তাঁহার সহিত সহোদরা ভগিনীবৎ ব্যবহার করিবেন। যখন শকুন্তলা পতি গৃহে যাইতেছেন তখন তাঁহার স্নেহময় পিতা কণ্বমুনি শকুন্তলাকে অন্যান্য উপদেশের সহিত বলিতেছেন,

প্রিয়সখী বৃত্তিং সপত্নী জনে। শকুন্তলা।

অর্থাৎ সপত্নীগণকে প্রিয়সখীর ন্যায় জ্ঞান করিবে! যে সংসারে সপত্নীগণ সখীত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, সে সংসার নিত্যই কল্যাণপুর্ণ। কলহে লক্ষ্মী চঞ্চলা হন। অতএব সপত্নীগণের মধ্যে কদাচ পরস্পরে কলহ করিবেন না।

আত্মপর বাছাবাছি নীচতার কার্য্য। আমাদের সকলেরই স্রষ্টা একমাত্র শ্রীভগবান্। সকলেই একস্থল

হইতে আসিয়াছি। সকল নদীর জল যেমন সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, পরিণামে আমরা তেমনি একস্থলে গিয়া মিলিত হইব। আমরা সকলেই সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্তান, সুতরাং আত্মপর নাই। শত্রুমিত্র বাছাবাছি ইহা সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয়। বস্তুতঃ মানুষ মানুষের শত্রু নহে, পঞ্চেন্দ্রিয়ই মানুষের মূল শত্রু। তাহারা প্রতিনিয়তই আমাদিগকে নিজ ঈপ্সিত স্থলে আকর্ষণ করিতেছে। তাহারাই আমাদিগকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। তাহাদিগকে আয়ত্ব করিতে না পারিলে জীবনের উন্নতি হয় না। ইহজীবন ব্যতীত আর জীবন নাই, কর্ম্মফলাদি ইহজীবনের সহিত শেষ হয়, যাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয় বড়ই ক্ষুদ্র। পরলোকের স্থায়িত্ব তাঁহাদের সাহসে কুলায় না। যাঁহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই তাঁহারা ঈশ্বরকে বড় গ্রাহ্য করেন না। প্রকারান্তরে তাঁহারা নাস্তিক মাত্র। তাঁহাদের আর দণ্ড-পুরস্কারের জ্ঞান থাকে না। প্রতিনিয়ত অসদাচরণই তাঁহাদের জীবনে পরিলক্ষিত হয়। তাহার ফল স্বরূপ তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতিস্তরে অবিশ্রান্ত অশান্তি অনল জ্বলিতে থাকে। মানুষের প্রাণ যতই অশান্তিপূর্ণ হোকনা কেন তবুও একবার ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া জুড়াইতে পারে। কিন্তু নাস্তিকের জুড়াইবার দ্বিতীয় স্থল নাই। তাঁহারা আনন্দ বা শান্তির

জন্য তৎকালে যে সকল পার্থিব বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহারা আরও দগ্ধীভূত হইতে থাকেন।

যাঁহারা প্রকৃতিকে এই জগত-প্রসবিনী বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্‌কে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা নিতান্ত মূর্খ—কৃপার পাত্র। তাঁহাদের যুক্তি সকলকে আমরা নিষ্ফল বৈজ্ঞানিক জ্যাঠামী বলিয়াই মনে করি। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

হৃদয়কে কুসুম হইতে কোমল, বজ্র হইতে কঠিন করিয়া গঠিত করিবে। চিত্ত কেবলমাত্র কমনীয় হইলে, সংসারের তাবৎ যন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, তীব্র অশান্তি ভোগ করিতে হয়। আবার হৃদয় কেবলমাত্র কঠোর হইলে নৃশংসতায় পরিপূর্ণ হয়। এই জন্যই মহাপুরুষগণ হৃদয়কে বজ্রাধিক কঠিন কুসুমাদপি কোমল করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ভোগ বাসনায় লালায়িত হইবে না, ভোগ বাসনা যতই চরিতার্থ হউক না কেন, মানুষের আশা মিটে না।

সর্ব্বনেশে আশা তৃষা পায় যত কাম্যজল।
ততই জ্বলিতে থাকে বাসনার দাবানল॥

মল্লিখিত মর্ম্মগাথা।

মহারাজ যযাতি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

যথা কামং যথোৎসাহং যথা কালমরিন্দম্।
সেবিতা বিষয়া পুত্রঃ যৌবনেন ময়াতব॥

ন যাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভি বর্দ্ধতে। মহাভারত।

ইহার তাৎপর্য্য "হে অরিন্দম পুত্র যখন যেরূপ উৎসাহ ও বাসনা উদয় হইয়াছে তোমার যৌবন লইয়া তাহা উপভোগ করিয়াছি তথাচ ভোগবাসনা নিবৃত্ত হইলনা। ভোগ দ্বারা লালসা নিবৃত্ত হয়না, ঘৃতসেকে প্রজ্জ্বলিত অনলের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে মাত্র।" অতএব যথালাভে সন্তুষ্ট হইয়া আত্মকর্ত্তব্য পালন করিবে।

অনেকে অলঙ্কারের জন্য স্বামীকে অযথা উত্ত্যক্ত করেন। প্রতিবাসীর স্ত্রী-কন্যাকে সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা দেখিয়া তাঁহারাও অলঙ্কার লাভের জন্য ব্যাকুলচিত্ত হন, অথচ স্বামীর আর্থিক অবস্থার দিকে তাঁহাদের আদৌ দৃষ্টি থাকে না। এরূপ চরিত্র বড়ই ঘৃণার্হ। হিন্দুরমণীগণ! তোমরা স্বতঃই সাবধান হইবে যেন তোমাদের চিত্ত কখনও এরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন না হয়।

ক্রোধবৃত্তি মনুষ্য হৃদয়ে সমূহ বলবতী, ক্রোধই মোহ প্রভৃতির জনক। ক্রোধপরতন্ত্র ব্যক্তি প্রাণ দিয়া পরের উপকার অথবা কোন মহান্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও প্রশংসালাভ করিতে পারেন না। ক্রোধী অগণ্য গুণ সম্পন্ন হইলেও একমাত্র ক্রোধই তাঁহার সৎগুণ রাশিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। ক্রোধপরতন্ত্র ব্যক্তি জগতে ঘৃণার পাত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন, ক্রোধ হইতে মোহ,

মোহ হইতে স্মৃতিবিকৃত, তাহা হইতে বুদ্ধি নষ্ট হইয়া পরিণামে স্বয়ং নাশ হয়। অতএব ক্রোধকে সর্ব্বথা দূরে পরিত্যাগ করিবে।

ক্রোধপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগকে কোনরূপ উপদেশ প্রদান করিতে হইলে, ক্রোধের সময় আদৌ বলিবেনা, কারণ ক্রোধকালে মানুষ উন্মত্ততা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তৎকালের উপদেশ কোনও কার্য্যকর হইতে পারে না। যখন তাঁহার চিত্ত স্থির থাকিবে সেই সময় সরলান্তঃকরণে ধীরভাবে তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

যাহাতে নিজের বা অন্যের দৈহিক অথবা মানসিক কিম্বা অন্য কোনও রূপ ক্ষতি হয় তাহাই পাপ বলিয়া পরিগণিত,অতএব সেরূপ কার্য্য সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে।

আমাদের সংসার ভগবৎ প্রদত্ত। সুতরাং আমাদিগকে ইহা পালন করিতেই হইবে ইহার অন্যথাচরণ পূর্ব্বক অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সংসারের সহিত নিযুক্ত সম্বন্ধ হইলে অকর্ত্তব্যাচরণ করা হয়। বিশেষতঃ বনে গেলেই সংসার ত্যাগ করা হয়না, বাসনা সংযত করিতে পারিলেই সংসারে থাকিয়াও প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হয়।

বনেঽপি দোষা প্রভবন্তি রাগিণাং

গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ। শান্তিশতক।

সংসারীজীবদিগকে গৃহে থাকিয়া ভগবৎসাধনের উপদেশ শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেবও প্রদান করিয়াছেন। গৃহে বসিয়াও

যে ভগবৎভজন হয় শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত পুণ্ডরিকবিত্তানিধি, রামানন্দরায়, শ্রীবাস, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য * প্রভৃতি মহাত্মা দিগের চরিত্রালোচনা করিয়া দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

আপনাকে পরমেশ্বরের দাস দাসী জ্ঞান করিয়া সংসারে থাকিয়া সংসারের ও জীবনের কর্ত্তব্য সকল পালন করা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য।

হিন্দুবিধবাগণ ব্রহ্মচারিণী, তাঁহাদের জীবন সুখশান্তি শূন্য তীব্র অভাবময়। তাঁহারা বিবেচনা করেন, জীবনের সুখের সহিত তাঁহাদের সংসারের প্রতি অগণ্য কর্ত্তব্য ফুরাইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের জীবনে অথবা সংসারে কোনরূপ আসক্তি থাকেনা। স্বামিশূন্য সংসার শ্মশান সদৃশ তাহা সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের যে, সকল কর্ত্তব্য ফুরাইয়াছে এরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। যতদিন তাঁহারা জীবিত থাকিবেন ততদিন তাঁহাদের তাবৎ কর্ত্তব্য বর্ত্তমান থাকিবে। কেবল পতি লোকান্তরে থাকায় ইহলোকে পতির প্রতি কোনরূপ কর্ত্তব্য থাকেনা কিন্তু পতির সহিত কেবল ইহলোকের সম্বন্ধ নহে, পতির সহিত নারীর অনন্তকালের জন্য সম্বন্ধ এই জন্যই লোকান্তর স্থিত পতির প্রসন্নার্থে বিধবা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিবেন। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ এবং ইহাই বিধবার প্রধান কর্ত্তব্য।

* শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পুরাকালে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, সাধ্বী রমণীগণ মৃতপতির অনুগমন করিয়া পার্থিব জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা জুড়াইতেন। এই সতীদাহ প্রথা মহাত্মা ৺রামমোহন রায়ের যত্নে ভারতের গভর্ণর জেনারেল উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে আইন হইয়া নিবারণ হয়। এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদ পাত্র সন্দেহ নাই, কারণ শাস্ত্রমতে সহগমন অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যই বিধবাদিগের শ্রেষ্ঠব্রত। যথা,—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্র কোট্যর্দ্ধ কোটিচ যানি লোমানিমানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

পরাশর সংহিতা।

অর্থাৎ "স্বামীর মৃত্যু হইলে যে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন তিনি ব্রহ্মচারীগণের * ন্যায় অক্ষয় স্বর্গভোগ করেন। মানব দেহে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে, যে নারী মৃত স্বামীর অনুগমন করেন, তিনি তত কাল স্বর্গভোগ করেন। অর্থাৎ তাঁহার স্বর্গবাস সাড়ে তিন কোটী বৎসর মাত্র।"

অতএব ইহাতে প্রতীতি হয় ব্রহ্মচারিণীর স্বর্গলাভ অক্ষয়। এবং সহমৃতার স্বর্গ সীমাবদ্ধ। অতএব আমরা

* এস্থলে বালখিল্য সনকাদি কৌমার ব্রহ্মচারীগণের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

নিশ্চিত বলিতে পারি ব্রহ্মচর্য্যই বিধবাদিগের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ও ব্রত।

অতএব বিধবাগণ যেন স্বতঃই আপনাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবতী হন।

বিধবা যদি বিলাসপরায়ণা হন ও শাস্ত্রবিধি সকল লঙ্ঘন করেন তবে ইহলোকে নিন্দনীয়া হন ও পরলোকে অধোগতি প্রাপ্ত হন।

মানুষের সাংসারিক কর্ত্তব্যগুলি জানিয়া রাখা যেরূপ কর্ত্তব্য সেইরূপ আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্যগুলি জানিয়া স্বতঃই তাহা প্রতিপালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা এতাবৎ সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সকল বিষয় আলোচনা করিলাম তাহার সহিতও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ জড়িত আছে। কর্ত্তব্যপালনেই আত্মার উন্নতি হয়। এক্ষণে সেই সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জীবন এক জন্মেই শেষ হয় না, জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। মৃত্যু কেবল দেহের পরিবর্ত্তন ঘটায় মাত্র। প্রতি মুহূর্ত্তেই মানব জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তন্মধ্যে মৃত্যুই প্রধান পরিবর্ত্তন।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা

ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। গীতা ২—২২।

অর্থাৎ মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরিধান করে আত্মা সেইরূপ জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নবদেহ আশ্রয় করেন। আত্মা অবিনশ্বর। কর্ম্মফলানুসারেই আত্মার উন্নতি বা অবনতি ঘটে। অতএব যাহাতে আত্মা সদ্গতি প্রাপ্ত হন তদনুযায়ী কার্য্য করিবে।

সংসারে তাবৎ কর্ত্তব্য পালন পূর্ব্বক ভগবান্‌কে ভক্তি করিতে পারিলেই চিত্ত ভগবৎ প্রেমের অমৃত ধারায় আপ্লুত হয়। তাহাতেই আত্মা উন্নতির চরমসীমা প্রাপ্ত হন।

ভগবৎ সাধন করিতে হইলে দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। যে তাবৎ দীক্ষা না হয় সে তাবৎ ভগবৎ সাধনে অধিকার জন্মায় না। অনেকে বলিতে পারেন "ভগবান্‌কে ডাকিব তাহাতে আর উপদেষ্টার প্রয়োজন কি"? ইহা অযৌক্তিক কথা। গুরু ব্যতীত কোন কার্য্যই শিক্ষা হয় না। আমরা সংসারে যে সকল কার্য্যের শিক্ষা পাই তৎসমুদায়েরই মূল গুরু। যখন প্রত্যেক কার্য্যেই গুরুর আবশ্যক তখন ভগবৎ সাধনের ন্যায় মহান্ কার্য্যে গুরু-প্রয়োজন নাই তাহা কিরূপে বলিব! সমগ্র জাতির মধ্যেই ও সর্ব্বদেশেই যখন গুরুগ্রহণ প্রচলিত আছে শ্রীভগবান্ অবতার হইয়াও (যথা—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি ও) গুরুগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন গুরু প্রয়োজন নাই বলিলে

চলিবে কেন? ধর্ম্ম শাস্ত্রই আমাদের পথ প্রদর্শক সেই পথ প্রদর্শকগণই গুরু গ্রহণের আদেশ করিয়াছেন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ যখন গুরু গ্রহণকে একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াছেন তখন সেই পথ অবশ্যই অবলম্বনীয়। স্বামীকে অমান্য করিয়া সতী হইতে যাওয়া যেমন, গুরু ছাড়িয়া ভগবৎ সাধন করিতে যাওয়াও তদ্রূপ।

বীজবপন পূর্ব্বক অপর্য্যাপ্ত সুন্দর শস্য লাভ করিতে হইলে যেমন সেই ক্ষেত্রের কর্ষণাদি উপযুক্ত কার্য্য করিতে হয় মানবের হৃদয়রূপ জমীতে দীক্ষা রূপ বীজ বপনের জন্যও কর্ত্তব্যাদি দ্বারা চিত্তকে সেইরূপ নির্ম্মল করিতে হয়। হৃদয়রূপ জমীর কর্ত্তব্যাদি রূপ কর্ষণাদি কার্য্য নিজের দ্বারাই সাধিত হয়, কিন্তু শস্যের জন্য বীজ বপনের কারণ যেরূপ কৃষকের আবশ্যক, মানব হৃদয়ে দীক্ষা রূপ বীজবপন করিবার জন্য তদ্রূপ গুরুর প্রয়োজন। কৃষক ব্যতীত ধান্য উৎপাদিত করা যেমন অসম্ভব, গুরু ব্যতিত ভগবৎ সাধন পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ তদ্রূপ অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়।

যাঁহার নিকট কোন বিষয় শিক্ষা পাই তাঁহাকেই গুরু বলা যাইতে পারে তন্মধ্যে দীক্ষা গুরুই প্রধান, কেননা তাঁহারই কৃপায় আমরা ভগবানের নিকট যাইবার উপযুক্ত হইতে পারি। অতএব গুরুকে সর্ব্বথা সেবা পূজা দ্বারা প্রসন্ন করিবে।

"হরৌরুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে নকশ্চন"

অর্থাৎ হরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষা করেন কিন্তু গুরু কুপিত হইলে আর কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেনা। অতএব যাহাতে গুরুর বিরাগ ভাজন হইতে হয় কদাচ এরূপ কার্য্য করিবেনা। গুরুই ভবসাগরের একমাত্র কাণ্ডারী। গুরুভক্তিহীন ব্যক্তির নরকে গতি হয়। আধ্যাত্মিক বিষয় সকল গুরুর নিকটই সমধিক শিক্ষণীয়।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উপদেশ সকল সমগ্র মানবমণ্ডলীর পক্ষে সমান মঙ্গল জনক। কি সংসারী, কি সংসার ত্যাগী, যাঁহার যাহা আবশ্যক মহাপ্রভু তাঁহাকেই তাহা শিক্ষা দিয়াছেন।

জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যাহা প্রয়োজন সংক্ষেপতঃ সাধারণ ভাবে তৎ সমুদায় আমরা এই প্রস্তাবে গ্রথিত করিয়া নারীজাতির সম্মুখে ধরিলাম। নারীজাতি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ইহাতে দৃষ্টিপাত করিলে ভরসা করি নারীজাতির এই অধঃপতনের দিনে আবার বঙ্গনারী আদর্শ রমণী রূপে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভারতকে গৌরবান্বিত করিবেন।

উন্নতি না অবনতি।

শুনিতে পাই আধুনিক রমণীগণ উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাঁহারা এখন এম এ, বিএ, পাশ করিয়া পুরুষের সমকক্ষ হইয়া শিক্ষার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। কিন্তু বস্তুতঃ রমণীগণ উন্নতি লাভ করিতেছেন কিনা তাহা বিশেষ ভাবিবার বিষয়।

হিন্দুগৃহে রমণীগণ লক্ষ্মীরূপা হিন্দুসমাজে রমণীর যেরূপ সম্মান, আর কোনও দেশে কোনও সমাজে নারীজাতির সেরূপ সম্মান আছে বলিয়া বোধ হয়না। হিন্দুরমণী চিরদিন ধীরতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, মমতা এবং প্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। যেখানে দেখিবে পীড়িত ব্যক্তি যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে সেইখানে বসিয়া রমণী তন্ময় চিত্তে তাহার সেবায় নিয়োজিতা। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি দ্বারে কাঁদিতেছে, পুরুষ হয়ত বিরক্ত চিত্তে বলিলেন "বাহার যাও" কিন্তু রমণী অন্ন পাত্র হস্তে লইয়া অন্নপূর্ণা রূপে বাহির হইলেন। এই সকল বহুমূল্য গুণাবলীতে হিন্দু রমণীগণ অলঙ্কৃতা বলিয়াই হিন্দুসংসার এত শান্তি পূর্ণ। হিন্দু রমণীর প্রেমের শীতল ছায়াতলে থাকিয়া সংসারদাব দুগ্ধ মানব চিত্ত স্বর্গীয় আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই জন্যই হিন্দুসংসারে রমণী দেবীবৎ পূজনীয়া।

হিন্দুরমণীর দাম্পত্য প্রেম অতুলনীয়। যখন শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ বনগমন করিতেছেন, সীতাদেবী

ও তৎসহ গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে, শ্রীরামচন্দ্র নিবারণ করিলেন। তাঁহাতে সীতাদেবী বলিতেছেন ;—

ন পিতানাত্মজোনাত্মানমাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্যচ নারীণাং পতিরেকে গতিঃ সদা॥
যদিত্বং প্রস্থিতো দুর্গবনদ্যৈব রাঘব!
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদন্তী কুশ কণ্টকান্॥

রামায়ণ।

তাৎপর্য্যার্থ এই যে পিতা মাতা পুত্র, সখীজন প্রভৃতি থাকিলেও নারীর পতিই একমাত্র গতি। অতএব হে রাঘব! তুমি যদি দুর্গম বন মধ্যে গমন কর তবে কুশ কণ্টকাকীর্ণ বনে আমি অগ্রেই গমন করিব। কি গভীর পতিপ্রাণতা! বাল্য বিবাহই এই পতি প্রাণতার মূল। অধুনা অনেকেই যৌবন-বিবাহ বা নির্ব্বাচন প্রথা সুন্দর বলিয়া তৎ প্রচলনের অনুমোদন করেন। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে যৌবন-বিবাহ বা নির্ব্বাচন প্রথা আপাততঃ মনোরম বলিয়া ধারণা জন্মায় সত্য, কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই আর তাহার রমণীয়তা থাকেনা। কারণ কোন সমাজে নিরপেক্ষ নির্ব্বাচন প্রথা চলিতে পারেনা। সামান্য গৃহস্থের কন্যা, একজন সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার উপযুক্ত বোধ করিলেন, তিনি ভিন্ন কাহাকেও তাঁহার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা হইলেনা, কিন্তু তিনি যদি তাহার নির্ব্বাচিত পাত্রের মনোভিমতা

না হন! এরূপ ভিন্নাবস্থার যুবক যুবতী পরস্পরের অভিমত হইলেও সমাজ তাহারি অনুমোদন করেননা। সুতরাং তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়না। এমত স্থলে হয়ত তাঁহারা অবৈধ উপায়ে পরস্পরে মিলিত হইয়া ব্যভিচারিতার অতল স্রোতে নিমজ্জিত হন নতুবা হতাশ হৃদয়ে চির জীবন অতিবাহিত করেন।

আবার সামাজিক নিয়মানুরোধে বা গুরুজনের প্ররোচনায় অন্যের সহিত তাঁহাদের পরিণয় হইলে তাহার পরিণামে আরও বিষময় হয়। তাহাদের নিরপরাধী সহযোগীও তাহাদের সহিত যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া থাকেন। আবার যৌবনে স্ব স্ব অনুরূপ স্বামী স্ত্রী নির্ব্বাচন করাও সহজ ব্যাপার নহে। যৌবনে সমুদয় ইন্দ্রিয় শক্তিই বলবতী হয়, সে সময় ধীরভাবে বিবেচনার সময় থাকেনা, বয়সোপযোগী এক প্রকার মোহ যুবক যুবতীর হৃদয় আচ্ছন্ন-করে, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়।

মানব-চরিত্র এরূপ দুর্জ্ঞেয় যে, দুই চারি দিনের আলাপে তাহার তলস্পর্শ করা অত্যন্ত বুদ্ধিমানেরও অসাধ্য। আবার সমাজে প্রবঞ্চকেরও অভাব নাই, সুতরাং অনেকস্থলেই বিবাহার্থী যুবক যুবতী প্রবঞ্চিত হইয়া মিলিত হন ও বিবাহের পর যখন ক্রমে ক্রমে একজন অন্যজনে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকেন, তখন ভ্রম বাহির হইয়া পড়ে। সে ভ্রম আর সংশোধনের উপায় থাকেনা।

সুতরাং দম্পতীর মধ্যে বিষম অশান্তি অনল জ্বলিয়া উঠে। এই কারণেই বিয়োজন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। যৌবন বিবাহ যে পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের অনুকূল নহে তাহা একটুমাত্র চিন্তা করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুশাস্ত্র বলেন,—

অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী নববর্ষে চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা তদূর্দ্ধে রজস্বলা॥ মনু

অষ্টবর্ষে কন্যা দান করিলে গৌরীদানের, নবমে রোহিণী দানের ফললাভ হয়, অন্ততঃ দশমবর্ষে কন্যাকে আর অবিবাহিতা রাখিবে না। দশমবর্ষের অধিক হইলে কন্যা ঋতুমতী হয় তাহাতে পিতৃপুরুষ নরকগামী হয়েন। এবং বাল্য বিবাহ দাম্পত্য প্রেমের বিশেষ অনুকূল। হিন্দু-সমাজে প্রাচীন ঋষিগণ যে নিয়ম প্রচলন করিয়া গিয়াছেন তাহাই উত্তম বলিয়া ধারণা জন্মে। তোমা আমা অপেক্ষা তাঁহাদের বুদ্ধি যে অধিক প্রখর ছিল তাহা বলাই বাহুল্য অতএব তাঁহাদের প্রচলিত নিয়মের মস্তকে খড়্গাঘাত করিতে যাওয়া কেবল নিজের সর্ব্বনাশের জন্য। ফলও ফলিতেছে বিষময়।

প্রকৃতি চিরদিনই পুরুষের অধীনা, সুতরাং তাঁহারাও নব্য শিক্ষাপথে গমন করিয়া কিম্ভূতকিমাকার হইয়া পড়িতেছেন। প্রথমতঃ বর্ত্তমানযুগে স্ত্রীশিক্ষার গুণে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। পূর্ব্বে আমরা মূর্খ ছিলাম,

ভ্রান্তি তমসে আচ্ছন্ন ছিলাম, এখন বিদ্যার বিমল আলোকে আমাদের হৃদয় প্রভাসিত হইয়াছে। আমরা সুশিক্ষার প্রভাবে শিখিয়াছি যে, পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে নর ও নারী উভয়ই সমান তবে নারী নরের অধীনতা স্বীকার করিবে কেন? কি ভ্রম !!!

অধীনতা কাহাকে বলে—বাস্তবিক আমরা অধীনতা পাশে আবদ্ধ ছিলাম কিনা সে বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। যাহার নিজের ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করার শক্তি নাই, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে পরের মুখাপেক্ষী, এক কথায় কারাগারের বন্দী তুল্য সেই ব্যক্তিকেই প্রকৃত রূপ অধীন বলিতে হয়। আমাদের অবস্থা কি কারাবদ্ধ বন্দীর অবস্থার ন্যায় ছিল? অন্তঃপুর কি কারাগার তুল্য ভয়াবহ স্থান! আমরা পুরুষের অধীনা দাসী বা হিন্দুরমণীর অবস্থা তদ্রূপ শোচনীয়া, এ কথা সমাজ মর্ম্মানভিজ্ঞ কয়েক জন স্থূলদর্শী মূর্খের রটনা মাত্র।

আমি ত যতদূর চাহিয়া দেখি, হিন্দুসমাজে হিন্দুপতির উপরে, হিন্দুরমণীর যতদূর আধিপত্য, অন্য দেশে বা অন্য সমাজে সেরূপ নাই।

আকর্ষণী শক্তি যেমন চক্ষের অন্তরালে থাকিয়া তাহার কার্য্যসাধন করে, রমণী সেইরূপ অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠে থাকিয়া কি সামাজিক ব্যাপার, কি সামান্য গৃহকার্য্য, কি গভীর রাজনীতি, এক কথায় সকল বিষয়েই তাঁহার

প্রভুতা পরিচালন করেন। "রাজপুতানার মরুপ্রান্তর হইতে বঙ্গদেশের শস্য শ্যামলা উপকূল পর্য্যন্ত এ বিষয়ের ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

যখন পৃথ্বীরাজের সহিত বিরোধ-বশতঃ মাহোবা-রাজ চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, কেহই সময়োপযোগী মন্ত্রণা দানে সক্ষম হন নাই অন্তঃপুরবদ্ধা রাণী মলিনা দেবীর পরামর্শেই তখন মাহোবারাজ পৃথ্বীরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহার কোপানলে মুক্তি পাইয়াছিলেন। আবার যখন নবাব সিরাজদ্দৌলার কর্ম্মচারীগণের দৌরাত্ম্যে বঙ্গভূমি জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, যে সময় বঙ্গের তদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞ রত্নগণ সমবেত হইয়া বঙ্গের পরিত্রাণ চিন্তা করিতেছিলেন সেই সময়ে সেই ঘোর বিপ্লব সময়েও রমণীর মন্ত্রণা রমণীর যুক্তি রাজনীতিজ্ঞদিগের প্রয়োজন হইয়াছিল। মহামতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, ধনীশ্রেষ্ঠ জগৎশেঠ প্রভৃতি বীর পুরুষগণ উৎকর্ণ হইয়া পুরনারী রাণী ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "শুন রাণীর কি মত।"

এক্ষণে আমাদের মধ্যে কয়জন শিক্ষিতা রমণী এরূপ ব্যাপারে আহূতা হইয়া থাকেন!

প্রাচীনা রমণীগণের হৃদয় দৃঢ় ধর্ম্মভাবে গঠিত ছিল, সেই বলেতেই তাঁহারা আজও ভারতে চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন।

পৃথ্বীরাজ পত্নী সংযুক্তা, ভট্টিবীর সাধুর সহধর্ম্মিণী কর্ম্ম-দেবী, গানোররাজ্ঞী, খনা, লীলাবতী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবীগণের পবিত্র চরিত্র স্মরণ করিলে হৃদয় অপূর্ব্ব ভাবে উচ্ছ্বাসিত হয়। আর তখন আমরা বুঝিতে পারি আমাদের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে!

তাহাদের অধ্যবসায়ই বা কত সুন্দর! যখন দুরন্ত যবন সৈন্য ভারতাক্রমণ করে তখন হিন্দুরমণীর অপূর্ব্ব বীর্য্য বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। চিতোরের জহরী বাই, গড়াধীশ্বরী মহারাণী দুর্গাবতী প্রভৃতি অসংখ্য রাজপুত ললনা বীরবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অসংখ্য যবন সৈন্য নিপাত করিয়াছিলেন। রাজপুতগণ দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ, বিপক্ষীয়গণ দুর্গ প্রাচীরে অনর্গল গোলা বর্ষণ করিতেছে, রাজপুতগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতেছেন। এমন সময় শত্রুপক্ষীয়দিগের গোলায় দুর্গের কিয়দংশ উড়িয়া গেল, পরক্ষণে দৃষ্ট হইল দুর্গস্থ রমণীগণ নিজ শরীরে সেই প্রাচীরের ভগ্ন স্থান পূর্ণ করিয়াছেন। কি অদ্ভুত দৃশ্য! কিন্তু কোথায় বজ্রসারময় লৌহ গোলক, আর কোথায় কোমল কুসুম-সন্নিভ সুকুমারী কামিনী দেহ! মুহূর্ত্তে ভস্ম হইয়া গেল। কিন্তু ধন্য ভারত! ধন্য হিন্দুরমণীর অধ্যবসায়!

আমরা আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়াছি আমরা প্রতিনিয়ত অসার কার্য্যে নিমগ্ন। সুতরাং আমাদের স্বীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিবার অবসর পাই না।

ভুবন ছানিয়া, যতন করিয়া,
আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে গাছ সে হইল,
সাধল মরণ নিজ। পদকল্পতরু।

আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। আমরা নিজ রীতি নীতি পদ দলিত করিয়া শিক্ষা-রসে জীবন ধন্য করিবার জন্য বহু যত্নে, বহু অন্বেষণে, শিক্ষারূপ বীজ আমাদের সমাজে রোপণ করিলাম, ক্রমে বৃক্ষ হইল, ফল স্বরূপ হইল মনোন্মাদিনী তীব্র বিলাসিতা।

আমরা শিক্ষালাভ করিয়া জাতীয়তা ও নিজ ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে শিখিয়াছি, সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থতাকে পদদলিত করিয়াছি। শাস্ত্রনিন্দা আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। ফলকথা আমরা এখন উন্নতি অপেক্ষা অবনতি প্রাপ্ত হইতেছি অধিক। আমাদের এখন সব আছে অথচ যেন কিছুই নাই এই ভাবে হৃদয় পূর্ণ। প্রাণের প্রফুল্লতাটুকুও বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন। আমরা এখন শিখিয়াছি কেবল নভেলী প্রেমানুকরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে। এখন আমাদের সম্বল কেবল সার হীন বক্তৃতা। স্ত্রী-পুরুষের একই গতি। সকলেরই সার অশ্রুজল। অতএব সকলে মিলিয়া একবার ভাবিয়া দেখ আমরা এখন যাহা পাইতেছি তাহা উন্নতি না অবনতি? কি আধ্যাত্মিক,

কি নৈতিক আমরা সকল বিষয়েই অধঃপতিত হইতেছি। যদি আমাদের প্রকৃত উন্নতি করিতে হয় তবে চাই পতি ও দেবতা সেবা, রাজ ভক্তি ও গুরুজনে ভক্তি এবং নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রে অনুরাগ।

আর চাই আদর্শরূপে প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন হিন্দু-রমণীর দেবী চরিত্র।

শেষ কথা।

আধুনিক রমণীগণ তাঁহাদের চিরবরণীয় দেবী চরিত্র হারাইয়া বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছেন। সৎশিক্ষার অভাবই তাহার প্রধান কারণ।

হিন্দুশাস্ত্র প্রত্যেক পিতাকে নিজ নিজ কন্যাকে শিক্ষা দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

ইহা মহাত্মা মনুরই উক্তি। পিতা শাস্ত্রমতে কন্যাকে শিক্ষা দিতে বাধ্য। সুশিক্ষার ফলেই হিন্দুসমাজে বিশ্ববরা, শাশ্বতি, অপালা, ঘোষা, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি বিদুষীগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের মহৎ

কীর্ত্তি আজও জগৎ ব্যাপ্ত। রাজপুতানায় মীরাবাইএর নাম কে না শুনিয়াছেন! মীরবাইএর মধুর দোঁহাবলী কাব্য জগতে অতুল। এখন এত শিক্ষা ও সভ্যতার মধ্যে আর ঐরূপ রমণী জন্মগ্রহণ করেননা কেন? কি পাপে কাহার দোষে আমাদের এ দুর্গতি, এ অবনতি! কারণ স্থির করা কঠিন কার্য্য নহে। যেদিন ভারত-সন্তানগণ নিজ ধর্ম্মপ্রাণতা বলি দিয়া জাতীয়তা বিসর্জ্জন করিতে শিখিলেন সেই দিন হইতে ভারতে বর্ত্তমান দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইল। দোষ ভাষা শিক্ষায় নহে, দোষ জাতীয়ত বিসর্জ্জনে। ইংরাজী শিখিলেই পৈত্রিক রীতি নীতি পদদলিত করিতে হইবে, শাস্ত্র নিন্দা করিতে হইবে বে বলিল! শুনিতে পাই জর্ম্মাণ দেশে নাকি সংস্কৃত চর্চ্চ খুবই হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নাকি সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। কিন্তু জর্ম্মাণ সংস্কৃতজ্ঞগণ কি হ্যাটকোট ছাড়িয়া চীর বল্কল পরিধায়ী হবিষ্যান্ন ভোজী হইয়াছেন! বস্তুতঃ এক সমাজের রীতি নীতি অন্য সমাজে খাটেনা। নিজধর্ম্ম নীতির অনুশীলনে মানবের যেরূপ উন্নতি হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয়না। কিন্তু আমরা এখন তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

"বিধবা-বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য অবরোধ প্রথা হইতে রমণীদিগের বুদ্ধি বৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, রমণী জাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য"। এই সকল

বিষয় লইয়া শিক্ষিত সমাজ তুমুল চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। যে আগুনে গিয়া তোমরা পুড়িয়া মরিতেছ তোমাদের জননী, রমণী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতিকে সে অনলে কেন দগ্ধ করিতে চাও? যদি প্রকৃতই নারীজাতির উন্নতি করিতে চাও, যদি রমণীদিগকে প্রকৃতই দেবীরূপে দেখিতে চাও, তবে তাহাদিগকে নিজধর্ম্ম শাস্ত্র ও ঋষি বাক্য সকল অনুশীলন করাইবার চেষ্টা কর।

প্রাচীনা রমণীগণ দেবীবৎ স্বামিসেবা করিতেন। দূর হইতে স্বামীকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন পতি-পাদোদক পান করিয়া তবে জল গ্রহণ করিতেন আর এখন? এখন স্বামী দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কলম পিশিয়া বাটী আসিয়া বিশ্রামান্তে জলখাবার চাহিলেন গৃহিণী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া হারমোনিয়ম টিপিয়া আরব্ধ গতের শেষাংশ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ধাত্রী রোরুদ্যমানা শিশুকে আনিয়া স্তন্য পান করাইবার জন্য অনুরোধ করিল (অনেকে শিশুকে স্তন্য পান করিতেও দেননা, সে কার্য্যটা ধাত্রী দ্বারাই সারিয়া লন) জননীর ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি "গ্রাবু"তে বিভোর। তাই বলি স্রোত ফিরান আবশ্যক। যে শিক্ষায় নারীজাতির প্রকৃত উন্নতি হইবে তাহারই প্রচলন প্রার্থনীয়। বিদ্যা হইতে বিনয়ের উৎপত্তি, কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাই বিদ্যা শিক্ষা করিলে বিনয় দূরে পলায়ন করে, ঔদ্ধত্য তাহার স্থান

অধিকার করে। যে বিদ্যায় ঔদ্ধত্যের সৃষ্টি, সে বিদ্যাকে অবিদ্যা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে।

যে শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীনা রমণীগণের অক্ষয় কীর্ত্তি জগৎ প্রভাসিত করিয়া রাখিয়াছে, রমণীগণকে তাহারই অনুশীলন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ভাষা শিক্ষা বা উপাধি মাত্র লাভ যে শিক্ষার তাৎপর্য্য, সে শিক্ষা কেবল সংসারে যন্ত্রণার কারণ মাত্র। কর্ত্তব্য শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা এবং কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানই শিক্ষার অমৃতময় ফল ইহা স্মরণ রাখিয়া শিক্ষা পথে অগ্রসর হইলে আবার নারীজাতির উন্নতি অনিবার্য্য। পিতামাতাগণ নিজ নিজ দায়িত্ব স্মরণ রাখিয়া নিজ নিজ কন্যাদিগকে **কর্ত্তব্য শিক্ষা** দিতে যত্ন করিলেই, নারী জীবনে অমৃত স্রোত বহিয়া যাইবে **সংসার নন্দন কাননে পরিণত হইবে—নারীজাতির নারীধর্ম্ম রক্ষা হইবে।**

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা পরিচিত
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত
গ্রন্থাবলী।

পুস্তকের নাম।	মূল্য।
১। মর্ম্মগাথা ...	৸০
২। (হেয়ার প্রাইজ এসে ফাণ্ড হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত) প্রেমগাথা	১৲
ঐ (বাঁধান) ...	১।০
৩। (রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর লিখিত গ্রন্থকর্ত্রীর জীবনী সহ) অমিয়গাথা ...	১৲
৪। (রায় রাধানাথ রায়বাহাদুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত) ব্রজগাথা (বৈষ্ণবসাহিত্যে অপূর্ব্ব রত্ন)	১৲
৫। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পাঠ্য ও স্কুল লাইব্রেরী এবং (প্রাইজ-পুস্তকরূপে টেক্সট্ বুক কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত।) নারীধর্ম্ম (গদ্য) ..	৷৷০
৬। গার্হস্থ্যধর্ম্ম বা নারীধর্ম্মের পরিশিষ্ট (গদ্য)	৷৷০

(ইহা নারীধর্ম্মের ন্যায় প্রত্যেক রমণী-গৃহে গৃহপঞ্জিকার ন্যায় রক্ষিত হইবার উপযুক্ত।)

ঐ গ্রন্থগুলি সুকবি নবীনচন্দ্র সেন, জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সুপণ্ডিত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, গুণগ্রাহী শ্রীল শ্রীযুক্ত ময়ূরভঞ্জ মহারাজ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক এবং ইণ্ডিয়ান মিরার, অমৃত বাজার,—

বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, ... চারুমিহির, নব্যভারত, বামাবোধিনী প্রভৃতি সুবিখ্যাত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাদিতে বিশেষরূপে প্রশংসিত।

সুধীজন কর্তৃক প্রশংসিত সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্দ্র পালিত প্রণীত :—হৃদয়গাথা ... ৸১০

বর্দ্ধমান বিভাগীয় ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ও উৎকল কবিগুরু রায় রাধানাথ বাহাদুর প্রণীত :—

লেখাবলী (বঙ্গভাষায় মধুর ও বিশুদ্ধ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত) ... ... ৷৵৹

ঐ সকল গ্রন্থাবলী কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, ৮০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে এবং ৬৪ নং কলেজষ্ট্রীট সিটি বুক সোসাইটীতে ও শ্রীযুক্ত বাবু খগেন্দ্রনাথ মুস্তোফী, সাবরেজিষ্ট্রার, জামালপুর, জেলা বর্দ্ধমান এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

দ্রষ্টব্য :—

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত গ্রন্থাবলীগুলি শ্রীযুক্তবাবু খগেন্দ্রনাথ মুস্তোফীর নিকট হইতে ক্রয় করিলে, গ্রন্থকর্ত্রীর লিখিত উড়িষ্যার মহানদীবক্ষঃস্থিত মনোরম ধবলেশ্বর শৈলের প্রকৃতি সৌন্দর্য্যবর্ণনাত্মক ও ডিষ্ট্রীক্ট জজ বরদাচরণ মিত্র, কমিশনার প্রভৃতি প্রশংসিত একখানি সুমধুর কাব্য গ্রন্থ উপহার পাইবেন।